রামলীলোদয়।

ভগবান রামচন্দ্রের লীলা অবলম্বনে

ভাটপাড়া নিবাসী ৺রামকান্ত সর্ব্বভৌমকৃত রাম-
লীলোদয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে

শ্রীদেবনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদিত।

তদাত্মজ

শ্রীবিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় দ্বারা
সংশোধিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২নং হরিমোহন বসুর লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীপরম সুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।
৩০০ ডিসেম্বর।

ভূমিকা।

প্রায় একশত বৎসর গত হইল, ভাটপাড়া নিবাসী ৺রামকান্ত সার্ব্বভৌম ঠাকুরমহাশয় বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে "রামলীলোদয়" নামক সংস্কৃত-ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। মদীয় পিতামহ ৺দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদিত করিয়া মুদ্রিত করেন। তাঁহার অনুবাদিত পুস্তক পাঠে স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তি এবং ভাব মাধুর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া উক্ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলাম ; কিন্তু, তিনি মূল গ্রন্থের সহিত অবিকল মিল রাখিতে গিয়া অনেক স্থলের ভাব শুদ্ধরূপে পরিব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে হইলে, স্থান বিশেষে পরিবর্ত্তিত করিয়া মুদ্রিত করিতে হইত ; পাছে পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া ফেলি, এই ভয়ে তাহাতে সাহসী হইতে পারিলাম না। আমার প্রণীত এই "রামলীলোদয়" খানি তাহারই গ্রন্থের ছায়া মাত্র অবলম্বনে লিখিত, এই পুস্তক খানিকে আমার পিতামহের অনুবাদিত গ্রন্থের সন্তান বলিলেও বলা যায়। সন্তান বহু দোষে কলুষিত হইলেও পিতার সদ্গুণাবলীর কিয়দংশেও অধিকারী হইয়া থাকে। আমার প্রণীত এই পুস্তকে অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গুণ আছে কিনা তাহা স্থির করিবার ভার পাঠকের উপরেই রহিল।

উপসংহার কালে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

রামলীলোদয়ামৃত, শ্রবণ অঞ্জলী কৃত,
পান কর জীব সর্ব্বক্ষণ।
দেহ ত্যাগে হবে মুক্তি, ইহাই শিবের উক্তি,
অন্যথা নাহিক কদাচন।

উত্তরপাড়া
অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

শ্রীদেবনাথ মুখোপাধ্যায়।

রামলীলোদয়।

সূর্য্যবংশসম্ভূত সত্যনিষ্ঠ পরম যশস্বী সুরেন্দ্রকল্প অযোধ্যাধিপতি মহারাজাধিরাজ দশরথের নবসহস্র বর্ষ বয়ঃক্রম বিগত হইলেও, কোন সন্তান সন্ততি না হওয়াতে, তিনি ক্রমে ক্রমে সার্দ্ধ সপ্তশত মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাচ অপত্যমুখাবলোকনে কৃতকার্য্য হইলেন না; তাহাতে তাঁহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বদা মন্ত্রিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, আমার এই সাম্রাজ্য এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্য এ সকলই বৃথাবোধ হইতেছে; অধিক কি, অপত্য বিনা এই ধরাধামে অবস্থিতি করা বিড়ম্বনা মাত্র; অতএব, আমার আর রাজকার্য্যে ও প্রজারঞ্জনে মনোনিবেশ হয় না। এইরূপ আক্ষেপান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র এক দিবস মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"মহারাজ! আক্ষেপ পরিত্যাগ করুন, আমি কোন সিদ্ধপুরুষের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, মহারাজ যদ্যপি নিজ সখা অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করতঃ তাঁহা দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহারাজ দেবকল্প চারিটী পুত্র লাভে সমর্থ হইবেন।" মন্ত্রীর প্রমুখাৎ এরূপ আশ্বাসজনক বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র রাজা দশরথ আত্মসখা লোমপাদ সমীপে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজা লোমপাদ তাঁহার অভিলাষানুরূপ মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে অচিরাৎ অযোধ্যানগরীতে প্রেরণ করিলেন। রাজা দশরথ মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া, তাঁহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে যে চরু উত্থিত হইল, সেই চরু তাঁহার প্রধানা মহিষী কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীকে

সমভাগে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তোমরা ইহা ভক্ষণ করিলে গর্ভবতী হইবে এবং পুত্রমুখাবলোকনে পরিতৃপ্তা হইবে।" মহিষীদ্বয় চরু লইয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

কৌশল্যার অতি অনুগতা সুমিত্রানাম্নী মহারাজার অপরা মহিষী উক্ত ঘটনাবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাতা হইয়া কৌশল্যার নিকটে ধীরে ধীরে দুঃখিত-চিত্তে এবং ম্লানবদনে উপস্থিতা হইলেন; তাঁহার মলিন বদন অবলোকন করিয়া কৌশল্যার হৃদয় স্নেহার্দ্র হইল এবং স্বীয় অংশ হইতে অর্দ্ধাংশ চরু তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে প্রদান করিলেন; তৎশ্রবণে কৈকেয়ীও নিজ অংশের অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। পরে ঐ তিন মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে, প্রথমে কৌশল্যা এক নবকুমার প্রসব করিলেন; সেই কুমারের রূপে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। তাহার বর্ণ নবীন নীরদের ন্যায়, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ রক্ষঃকুলধ্বংসের নিমিত্ত মহারাজ দশরথের নিকেতনে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ীও কৌশল্যা-তনয়ের অনুরূপ এক পুত্র প্রসব করিলেন এবং সুমিত্রা যুগলনন্দন প্রসব করিলেন। সেই তনযদ্বয়ের বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গ হইয়াছিল।

এইরূপে রাজা দশরথ চারি পুত্র লাভ করিলেন এবং অতি সমারোহপূর্ব্বক সন্তানগণের জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠমুনি দ্বারা তাঁহাদিগের যথাসময়ে নামকরণ করাইলেন। কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ তনযের নাম শ্রীরামচন্দ্র, কৈকেয়ী পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে যে যুগল নন্দন হয় তাহার প্রথমটির লক্ষ্মণ ও দ্বিতীয়টির নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন। ইঁহারা চারি জনে ভগবান্ নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জ্ঞানে লোকে অর্চ্চনা করিত। সুমিত্রার জ্যেষ্ঠপুত্র রামের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। সাক্ষাৎ অনন্তদেব অবনীমণ্ডলে লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগত ছিলেন। রামচন্দ্র পিতার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং পুরবাসী ও বাসিনী সকলেই তাঁহাকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিত; তিনিও যথাবিহিত সকলেরই মনোরঞ্জন করিতেন। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার ষোড়ষ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল একদা

বিশ্বামিত্র ঋষি সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অযোধ্যা নগরীতে রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কুশলবার্ত্তা ও আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"মহারাজ, সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ যৎকালে যজ্ঞারম্ভ করেন, যজ্ঞধূম আকাশে উত্থিত হইলে, মারীচ সুবাহু প্রভৃতি কতিপয় মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষস আসিয়া অস্থি প্রস্তর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক যজ্ঞ বিঘ্ন করে; সেই কারণে আমি আপনার পুত্রদ্বয় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। ইঁহারা গমন করতঃ রাক্ষসদমনপূর্ব্বক যজ্ঞ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। আপনি ইঁহাদিগকে আমার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করুন; যেহেতু, প্রজার শান্তিরক্ষা বিষয়ে যত্ন করা রাজামাত্রেরই ধর্ম্ম।

রাজা দশরথ ঋষির এরূপ ভীতিপ্রদ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং বিনীতভাবে সজলনয়নে কহিলেন,—"ঋষিবর, আমি শ্রবণ করিয়াছি, উক্ত নিশাচরগণ মহাবলপরাক্রান্ত এবং আমার রাম লক্ষ্মণ নিতান্ত বালক; ইঁহারা কি প্রকারে সেই বলশালী রাক্ষসগণকে দমন করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ইঁহাদিগকে লইয়া গেলে, ইঁহাদিগের অদর্শনে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; অতএব, কৃপাপরবশ হইয়া উক্ত অভিপ্রায় হইতে বিরত হউন।" বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"মহারাজ চিন্তা করিবেন না, আমরা দিব্য-চক্ষুপ্রভাবে অবগত হইয়াছি, রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন; তিনি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ হরি; ভূভারহরণ জন্য রামরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহার কটাক্ষেতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তিনি কি কতিপয় সামান্য রাক্ষসবধে কৃতকার্য্য হইবেন না? অতএব, নিশ্চিন্ত মনে আপনি ইঁহাদিগকে আমার সহিত প্রেরণ করুন।"

রাজা দশরথ, গুরু বশিষ্ঠ এবং শ্রীরামচন্দ্রকে উক্ত বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। উহাঁরা উভয়েই বিশ্বামিত্রের অনুরোধ অপ্রতিপালন করা অকর্ত্তব্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; সুতরাং, রাজা দশরথকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতায় সুসজ্জীভূত হইয়া বিশ্বামিত্রের

সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তাঁহারা সরযূনদী তীরে উপস্থিত হইলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"রামচন্দ্র! আমার ইচ্ছা তোমাদিগকে ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত করি; ইহাতে তোমার কি অভিমত, প্রকাশ কর।" রামচন্দ্র কহিলেন,—আমাদের ইহাপেক্ষা অধিক কি সৌভাগ্য আছে যে, আপনি আমাদিগের অস্ত্রগুরু হইবেন; আমি আনন্দের সহিত আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতেছি। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে বিধিমত মন্ত্রপ্রযোগের সহিত নানা অস্ত্র প্রদান করিলেন এবং তৎপরে সিদ্ধাশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, দুইটি পথ দেখিতে পাইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সম্মুখে যে দুইটি পথ দেখিতেছ, উহার একটি পথ দিয়া গমন করিলে দুই দণ্ডে সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হওয়া যায় এবং অপর পথদ্বারা গমন করিলে দুই প্রহরে আশ্রমে উপস্থিত হইব; কিন্তু যে পথে দুই দণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় বড় ভয় আছে—সেখানে তাড়কানাম্নী মহাবলশালিনী এক রাক্ষসী বাস করে। তাহাকে দেখিলে, দেবগণ প্রভৃতি ভয়ে কম্পিত হন। তাহার অবয়ব এমনই প্রকাণ্ড যে, সে অনায়াসে সিংহব্যাঘ্রাদি ভয়াল জন্তুসমূহ বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করে। যে পথে গমন করিলে বিলম্ব হয়, সে পথ নিরাপদ্; অতএব সেই পথ দিয়া গমন করা কর্ত্তব্য।"

লক্ষ্মণ কহিলেন,—"যে পথ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হওয়া যায়, আমরা সেই পথ দিয়া গমন করিব। তাড়কা আমাদিগকে আক্রমণ করিলে, আমরা তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া পথ নিষ্কণ্টক করিব।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন এবং যে প্রকারে রতিপতি বসন্ত সহায়ে বিদেশস্থ পতি, বিরহিনী কামিনীর প্রাণবধে অগ্রসর হন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে প্রথমোক্ত পথদ্বারা গমন করতঃ তাড়কার কামাশ্রমে উপনীত হইলেন। বিশ্বামিত্র ভযে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া সকলের পশ্চাতে গমন করতঃ কহিলেন,—"আমি আর অগ্রসর হইতে পারিব না।" তখন রামচন্দ্র কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! তুমি মুনিবরকে এই স্থানে রক্ষা কর; আমি অগ্রসর হইয়া সেই পাপীয়সী রাক্ষসীর প্রাণ সংহার করিতেছি;" এই কথা বলিয়া তিনি ধনুতে টঙ্কার প্রদান করিলেন। সেই টঙ্কার-শব্দ শ্রবণ করিয়া তাড়কা

ঘোষকষায়িত নেত্রে গভীর গর্জ্জন করতঃ রামাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের কমনীয় রূপ তাহার নেত্রপথে পতিত হইলে, সে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া কহিল,—“তুমি কে এ দিকে আসিতেছ? তুমি কি জান না, আমি এ কাননে বাস করি? যদ্যপি প্রাণের ভয় থাকে, অচিরাৎ এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর। তোমার মনোহর রূপদর্শনে আমার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইতেছে; নচেৎ এই দণ্ডে তোমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতাম।”

রাক্ষসীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—“আমি তোমাকে বিনাশ না করিয়া কদাচ গমন করিব না; তোমার অত্যাচারে বনবাসী ও জনপদবাসী সকলেই প্রপীড়িত হইয়াছে; কেহ এই পথে গমনাগমন করিতে পারে না। আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া অদ্য এই পথ নিষ্কণ্টক করিব। রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ তাড়কা ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া ভীষণ মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিবার মানসে ধাবমান হইল। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ধনুকে একটি সুশাণিত শর যোজনা করিয়া রাক্ষসীর প্রতি পরিত্যাগ করিলেন; সেই বাণাঘাতে রাক্ষসী ভয়ঙ্কর আকাশভেদী চীৎকারসহকারে ধরাশায়িনী হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। বিশ্বামিত্র সেই ভয়ঙ্কর নিনাদশ্রবণে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন।

রাক্ষসী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে, বিশ্বামিত্র পুলকিত চিত্তে তাঁহাদিগকে লইয়া সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধাশ্রমের রমণীয় শোভা তাঁহাদিগের চিত্ত হরণ করিল। সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ তাঁহাদিগকে পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসাকরতঃ উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। পরে ঋষিগণ যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, রাম লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞধূম আকাশে উত্থিত হইলে, মারীচ সুবাহু প্রভৃতি কতিপয় মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞকুণ্ডে অস্থি ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ বাণ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিলে, তাহারাও উহাঁদিগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল। এই রূপে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রাম লক্ষ্মণের বাণে

প্রায় সমুদয় নিশাচর নিহত হইল। লক্ষ্মণের বাণে সুবাহু প্রাণত্যাগ করিল এবং রাম মারীচের প্রতি এমন একটি শর ত্যাগ করিলেন যে, মারীচ সেই শরপ্রহারে ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রপারে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। পরে সজ্ঞালাভ করিলে, রামের ভয়ে সেই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিল।

সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ তৎপরে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদের আশ্রমে সপ্তম দিবস অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যা প্রত্যাগমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্র মুনি মিথিলাধিপতি মহারাজা জনকের নিকট হইতে এক খানি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলেন। রাজর্ষি জনক এক ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এক খানি হরধনু আছে; তিনি পণ করিয়াছেন, যিনি ঐ ধনুর্ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহার অযোনিসম্ভবা এবং অসামান্যরূপবতী কন্যা সীতাকে তাঁহার করে অর্পণ করিবেন। নানা দেশের নরপতিবর্গ এবং দ্বিজগণ উক্ত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ উক্ত হরধনু দর্শন করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি পরম পরিতোষ-সহকারে তাঁহাদিগকে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে গৌতম মুনির আশ্রম দেখিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,— "অদূরে যে সুন্দর আশ্রম দেখিতেছি, উহা কাহার আশ্রম ?"

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"মহামুনি গৌতমের আশ্রম। এই স্থানে গৌতমপত্নী অহল্যা শাপপ্রভাবে পাষাণময়ী হইয়া অবস্থান করিতেছে; তোমার পদস্পর্শে পুনরায় মানবী হইবে; অতএব তুমি গমন করতঃ তাঁহাকে উদ্ধার কর।" রামচন্দ্র উক্ত অভিসম্পাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"অহল্যার অপরূপ রূপ দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র কামমোহিত হইয়া গৌতম মুনির রূপ ধারণ করতঃ তাহার সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করেন; পরে মুনি ঘটনা অবগত হইলে, ইন্দ্রকে সহস্রযোনি প্রাপ্ত হও এবং অহল্যাকে, পাষাণময়ী হইয়া অবস্থান কর, এই কথা বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন। পরে অহল্যার স্তবে তুষ্ট হইয়া রামাবতারে তাঁহার পদস্পর্শে মুক্তিলাভ করিবে,

এই রূপ বর প্রদান করেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রনির্দ্দিষ্ট প্রস্তরখণ্ডে পদস্পর্শ করতঃ অহল্যাকে শাপমুক্তা করিলেন। অহল্যা মানবীকলেবর ধারণ করিয়া করযোড়ে শ্রীরামচন্দ্রকে এই রূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে দয়ার সাগর প্রভু, তুমি জগতের এক মাত্র বন্ধু এবং সৎ, অসৎ সকলেরই দুঃখ হরণ কর। তোমার মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব,—পঞ্চানন পঞ্চমুখে ব্যক্ত করিতেও অশক্ত; কারণ, আমি পাপিনী মূঢ়মতি, তুমি আমার নয়নপথগামী হইয়াছ; হে কৃপানিধান! তোমার উদয়ে আমার চিরমুদ্রিত মনঃ পদ্মকলি অদ্য প্রস্ফুটিত হইল; আর আমার বাহিরের ও অন্তরের যত অন্ধকার ছিল, তাহাও তিরোহিত হইল; কেননা, তুমি কমলিনীবন্ধু দিবাকরের বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমার এ গুণ থাকা অসম্ভব নহে। মন্দমতি সুরপতি দ্বারা আমার ভয়ানক কলঙ্ক জনরবে প্রচার হইয়াছে এবং পতিব্রতাগণে আমাকে কতই উপহাস করিয়াছে, অদ্য সেই সকল কলঙ্ক ও অপবাদ বিফল হইল; কারণ, তুমি এই অভাগিনীর নয়নপথের পথিক হইয়াছ। হে দয়াময়! তোমার মনোহর রূপদর্শনে আমার নয়নের তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। আমার পতির অভিশাপে সুরপতির সহস্র নয়ন হয়; ও শাপ যদি আমার প্রতি হইত, আমি অতি ভাগ্যবতী হইতাম; কেননা, আমার সহস্র চক্ষু হইলে, আমি সহস্র নয়নে তোমাকে দেখিয়া দর্শনের পিপাসা শান্তি করিতে পারিতাম। আমি শীতগ্রীষ্মবর্ষাদির যে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, অদ্য তোমার দর্শনে সে সমুদায় ক্লেশ সফল হইল।" রামচন্দ্র করুণ বচনে কহিলেন,—"এক্ষণে গমন করতঃ পতিসহ পরম সুখে কালহরণ কর; অন্তে আমার সালোক্য প্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর তাঁহারা মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ভাগীরথীনদীতীরে উপস্থিত হইলে, পর পারে লইয়া যাইবার জন্য নাবিককে ডাকিলেন। নাবিক আগমন করতঃ রামচন্দ্রের কমনীয় কান্তি পরিদর্শনে চিত্রপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিল। রামচন্দ্র কহিলেন,—"তুমি আমাদিগকে পর পারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কত মূল্য প্রার্থনা কর?" নাবিক উত্তর করিল,—"হে রাজীবলোচন! তুমি আমার সমব্যবসায়ী, অর্থাৎ আমি যেমন এই সামান্য নদীর কর্ণধার, তুমিও সেই রূপ অপার ভবনদীর কর্ণধার।

নাবিকে, নাবিকের নিকট পার মূল্য গ্রহণ করে না। আমি যেমন তোমাকে এই সামান্য নদী পার করিব, তুমিও তদ্রূপ আমাকে ভবনদী পার করিবার অঙ্গীকার করিলে, আমি চরিতার্থ হইব।” রামচন্দ্র ‘তাহাই হইবে বলিয়া’ নৌকারোহণে পরপার গমন করিলেন। পরে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া, রাজা জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনক রাজা বিশ্বামিত্র মুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার সমভিব্যাহারে এই দুইটি পরম রূপবান্ বালক দেখিতেছি, ইহাঁরা কাহার সন্তান? আমার অনুমান হইতেছে, ইহাঁরা কোনও রাজবংশসম্ভূত হইবেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—“ইহাঁরা অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রযুগল; জ্যেষ্ঠের নাম রামচন্দ্র, ইহাঁর অনুজের নাম লক্ষ্মণ। আপনার ধনুর্যজ্ঞের বৃত্তান্তশ্রবণে সেই ভীষণ শৈবকোদণ্ড দর্শন জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন।” রাজর্ষি জনক সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিলেন। অতঃপর, নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ এবং দ্বিজগণ মিথিলারাজ্যে আগমন করিলে, জনক এক মহতী সভা নির্ম্মাণ করিয়া সেই সভামধ্যে সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন এবং সেই বিশাল হরধনু অসীম বলশালী বহুমল্লগণ দ্বারা আনয়ন করতঃ উক্ত সভার প্রান্তদেশে রক্ষা করিলেন।

সেই সময়ে জনক রাজার অন্তঃপুর হইতে কোনও পরিচারিকা গবাক্ষ-দ্বার দিয়া সেই সভার শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাম লক্ষ্মণের অপরূপ রূপ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া, জানকী সমীপে গমন করতঃ কহিল,—“রাজকুমারি! অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র ও তদানুজ লক্ষ্মণ সভায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহাদের মনোহর রূপে সভাগৃহ আলোকিত হইয়াছে; তোমার যদ্যপি রামরূপ দেখিবার জন্য কৌতুহল জন্মিয়া থাকে, আমার সমভিব্যাহারে গবাক্ষমার্গে আগমন কর।” জনকনন্দিনী সহচরী প্রমুখাৎ রাম নাম এবং তাহার রূপের প্রশংসাবাদ শ্রবন করিয়া সহচরীগণ সমভিব্যাহারে গবাক্ষমার্গে গমন করিলেন এবং নবীন নীরদ-প্রভ রামচন্দ্রের বদনকমল অবলোকন করতঃ সুস্থির নেত্রে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তাহাতে এই বোধ হইল, সীতার নেত্র রূপ ভ্রমর, রামের মুখপদ্ম

ক্ষরিত মকরন্দ পানে মত্ত হইয়া, সুখে বিভোর হইয়া, অবস্থান করিতেছে। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরত আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া সীতার কোন সহচরী তাঁহাকে বলিল,—"যখন রামরূপ জলদ তোমার নয়নরূপ আকাশে উদিত হইয়াছেন, তখন যে তোমার নয়ন হইতে বারিধারা বর্ষণ হইতেছে, ইহা বিস্ময়কর নহে; কারণ, মেঘের উদয় হইলে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে; কিন্তু বল দেখি, তোমার নেত্ররূপ খঞ্জন পক্ষী স্বাভাবিক চঞ্চল হইয়াও কি প্রকারে সুস্থির রহিয়াছে? তুমি কি মেঘের উদয় হইলে খঞ্জনকে কখনও সুস্থির থাকিতে দেখিয়াছ?" জানকী কহিলেন,—"পিতার ধনুর্ভঙ্গপণরূপ দাবানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, তাহা রামরূপ মেঘোদয়ে নিবারিত হইতে পারে; যদ্যপি ধনুরূপ বায়ু সেই মেঘকে দূরে না উড়াইয়া দেয়। রামের পাদপদ্মে গঙ্গা, যমুনা এবং স্বরস্বতী এই তিন নদী একত্র মিলিত হইয়া অপর একটি প্রয়াগ তীর্থ সম হইয়াছে; তাঁহার পদনখ শুভ্রবর্ণ, উহা আমার গঙ্গাম্বু বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার চরণকমল শ্যামসলিলা যমুনা এবং অরুণ পদতল লোহিত সরস্বতী বারি বলিয়া অনুমান হইতেছে। তাঁহার মনোহর রূপ উক্ত তীর্থের কাম্যকূপ; ঐ কূপে আমার মন এক্ষণে মগ্ন রহিয়াছে। যদ্যপি বল, 'তোমার মনকে উঠাইয়া লও'; তাহা একটা আশ্রয় ব্যতীত আমি কি প্রকারে সক্ষম হই? আমি এক্ষণে লজ্জারূপ লতা হারা হইয়াছি।" এই কথা শ্রবণে তাঁহার অপরা এক সহচরী কহিল,—"রামচন্দ্র নবীন মেঘের স্বরূপ এবং তুমি সৌদামিনী তুল্য; অতএব, চপলা কি কখন মেঘ ছাড়া অবস্থান করে? আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে, রামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ করতঃ তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন।" উক্ত বাক্য শ্রবণে আর একজন সহচরী কহিল,—"রামচন্দ্র যদ্যপি সেই কঠোর হরধনুর্ভঙ্গ করিতে পারেন, তাঁহার হস্ত ত অত্যন্ত কঠিন হইবে; সেই কঠিন কর, সখী জানকীর কোমলাঙ্গে কি প্রকারে সহ্য হইবে?" এই কথায় প্রথমোক্তা সহচরী কহিল,—"যদিও রামের হস্ত কঠিন হয়, তাহা জানকীর অঙ্গে কঠিন না হইয়া কোমল হইবে; দিবাকর প্রখর করদ্বারা জগৎকে তাপিত করেন বটে; কিন্তু তাহার প্রিয়া কমলিনীকে তাপিত না করিয়া ততোধিক প্রফুল্লিত করেন।"

রাজর্ষি জনক সেই বহুবীরসমবেত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভূপতি-বর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে বীরগণ! এই হরধনু যিনি ভগ্ন করিতে সক্ষম হইবেন, আমার অদ্বিতীয়া রূপ লাবণ্যবতী দুহিতা সীতাকে তাঁহার করে অর্পণ করিব।" সভাস্থলে যত নৃপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, হরধনু দর্শনে সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কেহ বাক্যোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিলেন না। জনক রাজা নিজ পণের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর অপ্রাপ্তে ক্রোধপরায়ণ হইয়া কহিলেন,—"এই সভা মধ্যে এতাধিক নৃপতিবর্গ বর্ত্তমান থাকিতেও যখন কেহ এই হরধনু উত্তোলনপূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিতেও সমর্থ হইলেন না, তখন বুঝিলাম, এই ধরণী বীরশূন্য হইয়াছেন।" এই বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"এই সভামধ্যে পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র বর্ত্তমান থাকিতে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। যাঁহার বাণে ঘোররূপা রাক্ষসী তাড়কা নিহত হয়, যিনি অবলীলা-ক্রমে বলশালী রাক্ষসগণকে নিধন করিয়া সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণের যজ্ঞ রক্ষা করেন, যাঁহার একবাণ প্রহারে দেবতাদিগের অজেয় মারীচ নামক মহাবল রাক্ষস রক্তবমন করতঃ সাগর পারে গিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হয়, সেই পুরুষসিংহ রামচন্দ্রের দাসানুদাস আমি লক্ষ্মণ, এই হরকোদণ্ড শত খণ্ডে ভগ্ন করিতে পারি।" লক্ষ্মণকে কোপযুক্ত দেখিয়া, রামচন্দ্র স্নেহভাবে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"জনক রাজার বাক্য আমার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইয়াছে, আপনি উত্থিত হইয়া ধনুর্ভঙ্গ করতঃ আমাকে শান্ত করুন।" বিশ্বামিত্রও, শ্রীরামচন্দ্রকে কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র গাত্রো-ত্থান করতঃ ধনুর্ভঙ্গ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র গাত্রোত্থান করতঃ কটিদেশে উত্তরীয় বসন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন এবং ধীরে ধীরে ধনুকের নিকট গমন করতঃ উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভবানীপতি মহাদেবকে নমস্কার করিলেন; পরে বামহস্তে ধনুঃ উত্তোলন করিয়া টঙ্কার প্রদান করতঃ,মত্তকরী যে রূপে ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড করে, তদ্রূপে সেই হরকার্ম্মুক ভগ্ন করিলেন। রামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ করিলে, মহাপ্রলয় প্রায় ঘটিল, ভূমিকম্প হইয়া দশ দিক্ টলমল করিতে লাগিল, সপ্তদ্বীপা মেদিনী রসাতল গমনোন্মুখী হইল এবং ব্রহ্মাণ্ড চঞ্চল হইল; সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মিথিলা-

পতির রাজধানী ঘূর্ণায়মানা হইতে লাগিল; তাহাতে এই বোধ হইল, জনক রাজা জানকীর সহিত রামের বিবাহ দিবেন, তাহার মঙ্গলকর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য রাজধানী ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন রঘুবরকে আরতি করিয়া গৃহে লইতেছে।

কৈলাসে বিশ্বেশ্বর বিশ্বমাতা সহ অবস্থান করিতেছিলেন। রাম তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে জনকালয়ে আগমন করিযাছিলেন; কিন্তু রামচন্দ্রের অপূর্ব্ব মরকতপ্রস্ত মুকুরস্বরূপ ভুজযুগলে পঞ্চানন স্বীয় পঞ্চ পঞ্চমুখ দেখিয়া আপনাকে দশানন জ্ঞান করিলেন এবং দশানন রামের বধ্য বিবেচনা করিয়া যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে রাজর্ষি জনক শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করণাভিপ্রায়ে দূতদ্বারা অযোধ্যা নগরীতে রাজা দশরথের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিলেন। রাজা দশরথ রামচন্দ্রের শুভ বিবাহসংবাদ প্রাপ্ত হইযা মহাহর্ষযুক্ত হইলেন এবং বশিষ্ঠ পুরোহিত, আত্মীয় স্বজন, অমাত্য ও ভৃত্যবর্গ এবং ভরত শত্রুঘ্ন তনয় যুগলকে সমভিব্যাহারে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা জনক, মহারাজ দশরথের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য অগ্রসর হইয়া গমন করিলেন; রাম লক্ষ্মণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। সাক্ষাৎকারে রাজর্ষি জনক, অযোধ্যাপতিকে যথোচিত অভিবাদন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতঃ নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিলেন, পরে শুভক্ষণে জানকীকে রামচন্দ্রের করে অর্পণ করিলেন এবং স্বীয় ঔরসজাতা কন্যা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের করে অর্পণ করিলেন আর তদীয় ভ্রাতুষ্কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিকে যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের করে সম্প্রদান করিলেন।

যৎকালে সভামধ্যে সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট আনয়ন করা হয়, তৎকালে সীতা মনে মনে অভিলাষ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিবেন; কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা পারিলেন না। তিনি ত সামান্যা রমণী নহেন যে, তাঁহার মানস বিফল হইবে; তিনি বিশ্বের ঈশ্বরী। দৈবযোগে দীর্ঘকেশীর বেণীবন্ধন মুক্ত হইয়া রামচন্দ্রের চরণে পতিত হইল। সীতা প্রেমানন্দ মনে ভাবিলেন, আমার বেণীর প্রসাদে অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল। সেই বেণীর অগ্রভাগে যে মুক্তাগুচ্ছ আবদ্ধ ছিল, তাহা হেলিযা দুলিয়া পতিত হওয়াতে

একটি ধ্বনি নির্গত হইল ; তাহাতে বোধ হইল, যেন বেণী আনন্দে এই গান করিতেছিল, "আমি সীতার সৎসঙ্গে ছিলাম বলিয়া, ব্রহ্মাদিদেবগণের আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পাইলাম।"

জানকীর পদাঙ্গুলি স্বুবর্ণ বর্ণ, যেন চম্পকের কলি ; তাহাতে চন্দ্রের ন্যায় নখরাজী শোভমান। বোধ হয়, অরুণ উদয়ে চম্পকের কলি প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া, বিধাতা সেই ভয়ে শশীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নখচ্ছলে জানকীর পদাঙ্গুলিতে স্থাপন করিয়াছেন। রম্ভাতরু যদি জলময় না হইত এবং করিকরের চর্ম্ম যদি কর্কশ না হইত, জানকীর উরু দেখিয়া ইহারা ঈর্ষায় ফাটিয়া মরিত। জানকীর পয়োধর অতি কঠিন এবং পীন ; কারণ, তিনি বিশ্বজননী ; তাঁহার স্তনদুগ্ধে বিশ্বম্ভর বিশ্বরক্ষা করেন। জানকীর ভুজদ্বয়ে বিধাতার যত নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে ; কারণ, ভুজ দেখিয়া মৃণাল ঈর্ষায় লোমচ্ছলে কণ্টকিত হইয়া অভিমানে জলে গিয়া ডুবিয়াছে। সীতার নয়ন দেখিলে, নীলপদ্মদলকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক শশধরবিনিন্দিত বদনকমল দর্শনে সরোবরে কমলিনী মলিন হইয়া রহিয়াছে। মধুকর মধুপান করিবার জন্য পদ্মোপরি বসিয়া আছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, উহা মধুকর নহে, নলিনীর মলিনতা।

মিথিলাপতি ও আর আর পুরবাসী এবং পুরবাসিনীরা পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন ; পরে, বরকন্যাগণকে নির্দ্দিষ্ট বাসরগৃহে লইয়া গিয়া পুরাঙ্গনারা কৌতুকাদি করিতে লাগিলেন। অনেকা পুরাঙ্গনা পরিহাসচ্ছলে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামচন্দ্র! কাহার কন্যার সহিত তোমার পরিণয় হইল ?" রাম উত্তর করিলেন, "জনকের।" পুরাঙ্গনা হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ছি! ছি! জনকের কন্যা (ভগিনী) বিবাহ করিলে! তাহা না হইবে কেন, অজের বংশে তোমার যে জন্ম ; (অজ অর্থে ছাগ) ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।" পরে লক্ষ্মণ সমীপে গমন করতঃ উক্ত প্রশ্ন করিলে, লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—"আমি তোমাদের জনকের কন্যা বিবাহ করিলাম।"

এই প্রকার কৌতুক এবং আনন্দে রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাত সময়ে অরুণ উদয়ে কমলিনী প্রফুল্ল হইল ; কিন্তু কুমুদিনী কান্ত বিরহে

বিষাদে মুদিত হইতে লাগিল। ভ্রমর সুখে কুমুদিনীর মধুপান করিতেছিল; যখন দেখিল, কুমুদিনী মুদিত হইয়াছে, সে কুমুদিনীর অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায়ে গুন্ গুন্ স্বরে তাহাকে উন্মীলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। কুমুদিনী প্রভাত-সমীরণ-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল এবং তাহার শিশিরার্দ্র অঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতন হইতেছিল; ইহাতে এই অনুভব হইল, কুমুদিনী প্রিয়বন্ধু নিশাকরের বিচ্ছেদে রোদন করিতেছিল। উহা ভ্রমরের রব নহে, রোদনের রব; পবনে কাঁপে নাই, সেই রোদনে কাঁপিতেছিল; শিশির-বিন্দু পতিত হয় নাই, নেত্রজল পতিত হইতেছিল। সেই প্রভাত সময়ে রাজা দশরথ, পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ অযোধ্যাগমনাভিলাষে রাজা জনকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। জনক রাজা অন্তঃপুরে গমন করতঃ কন্যাগণকে সুসজ্জীভূত করিতে আদেশ করিলেন এবং প্রত্যেক জামাতা ও কন্যাকে দিব্য আভরণ, অলঙ্কার, দাস দাসী এবং চতুরঙ্গিনী সেনা প্রদান করিলেন। সীতার সহচরীগণ তাঁহার বিচ্ছেদক্লেশ সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিল। যে গৃহে এতদিন স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, সেই প্রীতিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, জানকীও বিষাদে রোদন করিতে লাগিলেন। জনক রাজা বিষাদিতান্তঃকরণে জানকীকে কহিলেন,—"আমি তোমাদের তিনটি কন্যাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দেখিতেছি; ইহার মধ্যে হিমালয়দুহিতা গৌরী প্রথমা, সমুদ্রনন্দিনী লক্ষ্মী দ্বিতীয়া, আর অপরা তুমি আমার কন্যা। গৌরী যখন কৈলাসে গমন করেন, হিমালয় হিমময় বলিয়া কন্যার বিরহানলে দগ্ধ হন নাই, আর লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, সমুদ্র জলময় বলিয়া তাঁহার বিরহানল সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অতি ক্ষীণপ্রাণী, কি প্রকারে তোমার বিরহাগ্নি সহ্য করিব?" জনকমহিষী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—"মাগো! আমি তোমার বিয়োগের ভয়ে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার সীতা যেন চির-কাল আমার হৃদয়ে থাকে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার বিপরীত অর্থ ঘটিল; কারণ, সীতা শব্দে দুই অর্থ বুঝায়,—এক তুমি, অপর পৃথিবী খননের যন্ত্রের রেখা (লাঙ্গল); আমার হৃদয়ে এমন এক রেখা হইল, যাহা কোনও

কালে আর বিলুপ্ত হইবে না।" এইরূপে জনক রাজা এবং তদীয় মহিষী বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণকে লইয়া রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে রাজা দশরথের রথ, তৎপশ্চাতে রামচন্দ্র প্রভৃতি অপর আত্মীয় পরিজনের রথ গমন করিতেছিল। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম ক্রোধে জ্বলন্ত পাবক সম দীপ্যমান্ হইয়া রাজা দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র শঙ্কান্বিত চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম রোষারুণ নেত্রে কহিলেন,—"তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা, তুমি আমার নামে তোমার জ্যেষ্ঠ তনযের নাম "রাম" রাখিয়াছ? শুনিলাম, সে নাকি মিথিলায গমন করিয়া হরধনু ভঙ্গ করতঃ জনককন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। আমি অদ্য তাহার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিব।" উক্ত কথা শ্রবণে রাজা দশরথ, ভযে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিলেন,—"হে ক্ষত্রকুলান্তক! আপনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার পুত্রের নাম "রাম" রাখি নাই, "রামদাস" রাখিযাছি। সে অতি সচ্চরিত্র এবং সর্ব্বগুণান্বিত, তাহাকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে; আপনি রোষ পরিত্যাগ করিয়া, কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করুন।" ইতিমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণের রথ তথায় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ একজন বিপ্রকে রাজা দশরথ যত মিনতি করিতেছেন, তিনি তত গর্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া, রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওহে বিপ্র! তোমার যদ্যপি কোন ভিক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে, মহারাজকে কেন বিরক্ত করিতেছ? আমার নিকটেই তোমার প্রার্থনীয় বস্তু কি প্রকাশ কর।" এই কথা শ্রবণে পরশুরাম দ্বিগুণতর রোষান্বিত হইয়া কহিলেন,—"তোমাকে নিতান্ত বালক দেখিতেছি, তুমি আমাকে অবগত নহ; নচেৎ, কদাচ আমাকে ভিক্ষা-উপজীবী জ্ঞান করিতে না। আমার নাম ক্ষত্রকুলান্তক পরশুরাম; আমি এই ধরণীকে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া বিপ্রকে প্রদান করিয়াছি। শুনিলাম, রাম একখানা জীর্ণ ধনুঃ ভঙ্গ করিয়া, আপনাকে বীর বলিয়া, পরিচয় প্রদান করিতেছে; আমি

তাহার দর্পচূর্ণ মানসে এখানে আগমন করিয়াছি।" লক্ষ্মণ কহিলেন,—তোমাকে বাতুলের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে, নচেৎ, তুমি সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রের প্রতিপক্ষ হইবার বাসনা করিতে না। যিনি প্রবল বিষধরের মুখগহ্বর হইতে অনায়াসে বিষদন্ত উৎপাটনে সক্ষম হন, তিনি সামান্য বৃশ্চিকের ভয়ে ভীত হন না। তুমি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছ বটে, কিন্তু সে সময়ে আমাদের ন্যায় বীর পুরুষ কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র ত দূরের কথা, তাঁহার দাসানুদাস আমি, তোমার ন্যায় শত শত পরশুরামকে তৃণতুল্যও জ্ঞান করি না।"

লক্ষণ উক্তবিধ বাক্য কহিলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভাই লক্ষ্মণ! ক্ষান্ত হও; ইহাঁরা ব্রাহ্মণ, শত শত অপরাধ করিলেও আমাদিগের ইহাঁদিগকে মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।" পরশুরাম, রামচন্দ্রকে কহিলেন, -"তুমি জীর্ণ হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ বলিয়া আপনাকে বীর পুরুষ মনে করিও না। আমার এই বৈষ্ণব ধনু লইয়া যদি ইহাতে জ্যা রোপণ করিতে পার, তাহা হইলে,তোমাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানিব।" রামচন্দ্র কহিলেন,—"আপনার ধনু আমাকে প্রদান করুন।" মুনিবর তৎক্ষণাৎ ঐ ধনু রামের উপর নিক্ষেপ করিয়া মনে করিলেন, এই আঘাতেই ইহাঁর প্রাণ বিনষ্ট হইবে; কিন্তু রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে উহা বামহস্তে ধারণ করিলেন এবং উহাতে জ্যা রোপণ করতঃ একটি বাণ যোজনা করিলেন। সেই সময়ে জনকনন্দিনী মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার ন্যায় বুঝি অপর কোনও ভাগ্যবতী রমণী এই ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন; অর্থাৎ, রামচন্দ্র পুনরায় ধনুর্ভঙ্গ করতঃ আরও একটি বিবাহ করিবেন।" পরশুরাম, রামচন্দ্রের কার্য্য দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন; পরে ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ ভূভার হরণ মানসে রামরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন তিনি প্রণত হইয়া রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পরশুরামের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই বাণদ্বারা কেবল মাত্র তাঁহার স্বর্গপথ রোধ করিলেন। পরশুরাম রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ যথা সময়ে অযোধ্যায়

উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পুরে প্রবেশ করিলে, কৌশল্যাদি রাজ-মহিষীগণ নিজ নিজ বধূগণকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। জানকী, কৌশল্যার ক্রোড়ে গমন করিতে করিতে কহিলেন,—"জননি! আপনাকে শ্রান্তা দেখিয়াও, আপনার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি না; কারণ, পাছে কেহ মনে করেন, আমি আপনার ন্যায় মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, নিজ মাতা ধরণীর ক্রোড়ে গমন করিতেছি।" তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, রাজান্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ আনন্দে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে, নগর ও জনপদবাসী সকল প্রজামণ্ডলী রামচন্দ্রের গুণে বশীভূত হইয়া, তিনি স্বয়ং রাজা হইয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন, এরূপ প্রার্থনা করিল। মন্ত্রিগণ প্রজা-বৃন্দের মনোভিপ্রায় রাজা দশরথের কর্ণগোচর করিলে, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পুরোহিত বশিষ্ঠকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি কল্যই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করিয়াছি; অতএব, অভিষেকের নিমিত্ত যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, অবিলম্বে সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করুন এবং আত্মীয় স্বজন ও অধী-নস্থ ভূপালবর্গকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করুন। আর এই নগরেও ঘোষণা প্রদান করুন, কল্য আমি রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।"

এইরূপে সমুদায় আয়োজন হইতে লাগিল ও পুরী সুসজ্জীভূত হইল। রাজা দশরথ, রামচন্দ্রকে নিকটে আনাইয়া কহিলেন,—"বৎস রাম! আমি নগরবাসী প্রজাগণের মত লইয়া কল্য তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব; অতএব, তুমি বধূমাতা সীতাদেবীর সহিত শুদ্ধাচারে রজনী অতিবাহিত কর।" পরে অন্তঃপুরে গমন করতঃ রাজমহিষী কৌশল্যাকে কহিলেন,—"তুমি এত দিন রাজমহিষী ছিলে, কল্য হইতে রাজমাতা হইবে; কারণ, কল্য আমার রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদ শ্রবণে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ আনন্দে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কেবল মহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী পরিচারিকা ঈর্ষান্বিত হইয়া ভরতজননীর নিকট আগমন করতঃ কহিল,—"তুমি কেন আর বৃথা সুখকামনা করিতেছ? এখনও

কি শুন নাই যে, মহারাজ রজনী প্রভাতে রামকে অযোধ্যার রাজা করিবেন ? এই কথা শ্রবণমাত্র রাণী কৈকেয়ী পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া নিজ গলদেশ হইতে বহুমূল্য কণ্ঠহার লইয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। মন্থরা ঐ হার গ্রহণ করতঃ ক্রোধভরে উহা দূরে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে রাণী কহিলেন,—"মন্থরে ! আমি এক্ষণে তোমাকে যাহা দিলাম, তাহা অল্প হইয়াছে বলিয়া, বোধ হয় তোমার মনোনীত হয় নাই ; অদ্য অপেক্ষা কর, কল্য যখন আমার রাম রাজা হইয়া আমাকে প্রণাম করিতে আসিবে, তখন আমি তোমাকে বিশেষ রূপে সন্তুষ্ট করিব।" এই কথা শুনিয়া মন্থরা অধিকতর ক্রুদ্ধা হইয়া বলিতে লাগিল,—"হা হতভাগিনি ! তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ! নচেৎ, রাম রাজা হইলে, তোমার এত আনন্দ হইবে কেন ; তুমি কি জানিতে পারিতেছ না যে, তোমার সর্ব্বনাশ হইতেছে ? রাম রাজা হইলে, প্রজাগণ তাহার বশীভূত হইবে ; আর তোমার ভরত পথের ভিখারীর ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিবে। কৌশল্যাকে সকলে 'রাজমাতা' বলিয়া সম্বোধন করিবে, আর তোমাকে তাহার দাসী হইয়া অবস্থান করিতে হইবে ; ইহাপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে ? অতএব, রাম যাহাতে রাজা না হইতে পারে, তাহার উপায় কর।"

কৈকেয়ী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, (বিশেষতঃ তৎকালে তাঁহার কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতী আশ্রয় লওয়ায়) কহিলেন,—"এক্ষণে রামাভিষেক প্রতিবন্ধকের যদি কোন উপায় থাকে, আমাকে বল।" মন্থরা কহিল,—"আমি তাহা পূর্ব্বেই অবধারণ করিয়াছি। যখন রাজা দেবাসুরের যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েন, তুমি তাঁহাকে শুশ্রূষা দ্বারা প্রসন্ন করিলে, তিনি তোমাকে দুইটি বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। তুমি তখন কহিয়াছিলে যে, বরদ্বয় আবশ্যক মতে গ্রহণ করিবে ; অতএব, এক্ষণে তুমি দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া, মলিন বসন পরিধান করতঃ ক্রোধাগারে গিয়া ধূলায় শয়ন করিয়া থাক। যখন রাজা তোমার নিকট আগমন করিবেন, তাঁহার নিকট উক্ত বরদ্বয়ের মধ্যে, এক বরে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য রামের বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিবে।"

এ দিকে রাজা দশরথ, রজনীযোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের তত্ত্বাবধান করিয়া, অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমেই কৈকেয়ীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে মন্থরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মন্থরে! বলিতে পার, আমার প্রণয়িণী এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন?" মন্থরা কহিল,—"বোধ হয়, কোনও কারণ বশতঃ নৈরাশ্যপ্রযুক্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তিনি কোন নিভৃত স্থানে গিয়া থাকিবেন; আপনি অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাইবেন।" রাজা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রোধাগারে গমন করিয়া, রাজ্ঞী অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করতঃ ভূমে শয়ন করিয়া আছেন দেখিতে পাইলেন। রাজা তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় শয়ানা দেখিয়া কহিলেন,—"প্রিয়ে! আমি তোমার পদানত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার এরূপ ভাবে অবস্থিতির কারণ কি? ক্রোধে তোমার হরিণনয়ন রক্তিম বর্ণ ধারণ করাতে আমার বোধ হইতেছে, যেন এই রজনীযোগে দিবাকর গগনে উদিত হইয়া আমার প্রস্ফুটিত হৃদয়-কুমুদকে বিমর্ষ করিতেছে। আমি যদ্যপি ভ্রম বশতঃ কিম্বা তোমার অমতে কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে, তুমি আমাকে কটুবাক্য দ্বারা ভৎর্সনা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমার শত শত কিঙ্করীরা যদি তোমার সেবা করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে, তাহা হইলে, না হয় আমাকেই আজ্ঞা কর, আমি স্বহস্তে তোমার সেবা করিতেছি; কিম্বা যদি তোমার কাহাকেও কোন বস্তু দান করিবার অভি-লাষ হইয়া থাকে, আমাকে বল, আমি তাহাকে উহা প্রদান করিতেছি। যদ্যপি তোমার কোনও শত্রু থাকে, আমাকে আদেশ করিলে, আমি তাহাকে অবিলম্বে বিনাশ করিতেছি। অধিক বাক্য ব্যয় অপ্রয়োজন, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম রামচন্দ্রও যদি তোমার কোন অপ্রিয়কর কার্য্য করিয়া থাকে, তোমার প্রীতির জন্য তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইব না।"

ইহা শুনিয়া কৈকেয়ী কহিলেন,—যুবতী স্ত্রী, পতির নিকট অভিমান করিলে, স্বামী প্রণয়িণীর নিকট কতই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন এবং কত প্রেমপরিপূর্ণ মধুমাখা কথা দ্বারা যুবতীর মান ভঙ্গ করেন ও বৃথা

বাক্যাড়ম্বর করতঃ কত দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন; কিন্তু কিছু কাল গত হইলে, তাঁহাদের সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না।" রাজা কহিলেন,—"আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও ধর্ম্মকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিব; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।" তখন কৈকেয়ী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—"আপনি আমাকে পূর্ব্বে যে দুইটি বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার এক বরে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য রামকে বনবাস ও অপর বরে রামের পরিবর্ত্তে ভরতকে রাজ্য প্রদান করুন।"

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া নানা রূপ বিলাপসহকারে কহিলেন,—"পাপীয়সি! তুই রাক্ষসী; আমার রাম তোর নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে, তুই তাহাকে হিংস্র জন্তুসঙ্কুল গহন কাননে প্রেরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্? তোর কি নিন্দাভয় নাই? তোর কি মনে হইল না যে, তোর এই অসঙ্গত প্রার্থনায় সকলেই তোকে ঘৃণা করিবে? আমি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হই, ইহাই কি তোর ইচ্ছা? ইহা কি তুই অবগত নহিস্ যে, আমি রামবিরহে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণে সমর্থ নহি? অতএব, যদি আমার জীবন রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে, উক্ত অভিপ্রায় হইতে ক্ষান্ত হ।" কৈকেয়ী কহিলেন,—"মহারাজ! আপনার অঙ্গীকার আপনিই ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনি যদি আমাকে উক্ত বরদ্বয় প্রদান না করেন, আপনাকে অনন্ত কালের নিমিত্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আমি উক্ত বরদ্বয় ব্যতীত অপর কিছুই প্রার্থনা করি না। রাজা দশরথ বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন,—"হায়! প্রিয়াজ্ঞানে কালভুজঙ্গিনীকে পালন করিয়া, এক্ষণে আমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল! হা পতিঘাতিনি! তুই লোকসমাজে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবি?"

রাজা কৈকেয়ীর গৃহে এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে রজনী

অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, ক্রমে ক্রমে রাজসভায় জনসমাগম হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও মহারাজ দশরথ রাজ সভায় আগমন করিলেন না দেখিয়া, সভাসদগণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহারাজের বিলম্বের কারণ জানিবার জন্য সুমন্ত্রকে অন্তঃপুরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সুমন্ত্র অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করতঃ মহারাজা কৈকেয়ী মন্দিরে অচেতনাবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছেন এবং কৈকেয়ী সম্মুখে উপবিষ্টা আছেন দেখিলেন। সুমন্ত্রকে দেখিবামাত্র কৈকেয়ী কহিলেন,—"সুমন্ত্র! রামকে আমার নিকটে একবার লইয়া আইস।" রাজ্ঞীর আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিল,—"মহারাজ, দেবী কৈকেয়ীর মন্দিরে অচৈতন্যাবস্থায় পতিত রহিয়াছেন এবং আপনার বিমাতা কৈকেয়ী দেবী আপনাকে সেই স্থানে আহ্বান করিতেছেন; আপনি শীঘ্র তথায় গমন করুন।

রামচন্দ্র কৈকেয়ীর ভবনে গিয়া দেখিলেন, রাজা মুমূর্ষুপ্রায় ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। বিমাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন,—"বৎস রাম! তোমাকে জটা বল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগমনের আদেশ প্রদান করিতে লজ্জিত হইয়া রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন; কারণ, উনি আমার নিকট এইরূপ সত্যে বদ্ধ হইয়াছেন যে, এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করিবেন ও তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনপ্রেরণ করিবেন।" কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিবার জন্যই যেন রাজা সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"বৎস রাম! আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অদ্য তোমাকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিব।" রাজা দশরথের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি শোকে ও লজ্জায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন,—"মাতঃ! আপনি এই সামান্য কারণের জন্য পিতাকে কেন বৃথা এত কষ্ট প্রদান করিলেন। পিতাকে কিছু না বলিয়া আমাকে আদেশ প্রদান করিলেই আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন

করিতাম।" কৈকেয়ী কহিলেন,—"রাম! আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানি যে, তুমি কদাচ পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। যদি পিতার মঙ্গল কামনা কর, শীঘ্র বন গমন করতঃ তোমার পিতাকে সুস্থ কর। তুমি বন গমন না করা পর্য্যন্ত মহারাজ ভূতল হইতে উঠিবেন না।" ইহা শুনিয়া রাম, কৈকয়ী ও পিতার চরণ বন্দনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে জানকীর নিকট গমন করিলেন।

রামচন্দ্রকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া ধরণীনন্দিনী কহিলেন,—"তোমার সেই হেমদণ্ডযুক্ত, মণিমুক্তাখচিত, মনোহর ছত্র এক্ষণে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ—যাহা বিনা প্রখর রবিকরে তোমাকে কাতর দেখিতেছি? আর তোমার সেই সুচারু চামরই বা কোথায়? উহা না থাকাতে তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। তোমার সুচারু পদ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আমি দিবানিশি সুখে কালযাপন করিতাম; তুমি এই নগরীর অধিপতি হওয়াতে অধুনা এই নগরী আমার সপত্নী হইয়াছে এবং তোমার ঐ পাদপদ্ম ধারণ করিয়া আমাকে সপত্নীর পীড়া প্রদান করিতেছে। আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের কোন অমঙ্গল ঘটিলে, দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমার এই অনুমান হইতেছে, তুমি রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, আমি তোমার বামপার্শ্বে উপবেশন করিব। সেই সময়ে চপলা আমার সুশ্রী দেখিয়া অভিমানে লুক্কায়িত থাকিবে। নবমেঘআভা রামের বামভাগে থাকিবে বলিয়া আমার দক্ষিণ বাহু তড়িতের ন্যায় চঞ্চল হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্য করিতেছে; নচেৎ তুমি রাজা হইলে, আমার আবার অমঙ্গলের কি সম্ভাবনা হইতে পারে? প্রাণবল্লভ! তোমার বদনকমল স্বাভাবিক প্রফুল্ল থাকে, তাহাতে আবার রবির কর পতিত হওয়ায় আরও প্রফুল্ল হওয়া উচিত; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তোমার বদনকমল মলিন দেখিতেছি কেন?

জানকী দেবী এই প্রকার সম্ভাষণ করিলে, রামচন্দ্রের দুঃখে ও বিষাদে কণ্ঠাবরোধ হইল, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জানকী রামচন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া, অভিমানে কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, আপনি

এক্ষণে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন, আর আমি আপনার দাসী বৈ ত নই; দাসীর কথায় উত্তর দিতে রাজার লজ্জা বোধ হইতেই পারে। সীতার এই প্রকার অভিমান বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, ভুবনেশ্বরী! আমি রাজা হইয়াছি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতা এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করিয়া আমাকে অন্য রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। আমি দণ্ডকারণ্যে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বারিধর মেঘ আমার রাজছত্র হইয়াছে। তরুমূল আমার রাজসিংহাসন হইয়াছে। পাদপগণ আমার প্রজা হইয়াছে; তাহারা তাহাদের ফলসমূহ আমাকে রাজকর প্রদান করিবে। জটা ও বল্কল আমি রাজাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজা হইলে, রাজার বিচার করা আবশ্যক; আমি এই বিচার করিব, তুমি আমার বিরহে জীবিত থাকিবে; কারণ, তুমি সর্ব্বংসহা-সুতা। তোমার জননীর সহ্য গুণ আছে বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্বংসহা। তুমি তাঁহার নন্দিনী হইয়া পতির বিরহানল সহ্য করিবে এরূপ বিচার করা আমার পক্ষে অযুক্তিসঙ্গত হইবে না।"

রামচন্দ্র এবম্বিধ বাক্য বলিয়া নিরস্ত হইলে, জানকী কহিলেন,—"নাথ! আমাকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন? এ দাসীও পদ সেবার জন্য আপনার অনুগামিনী হইবে। যদি বলেন, আপনি আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে, আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় আপনার অনুগমন করিব।" যখন রামচন্দ্র দেখিলেন, জানকী বনগমন হইতে কোনও মতেই নিরস্ত হইতেছেন না, তখন তিনি সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলেন এবং মাতাকে অভি-বাদন করতঃ বিমাতার বরগ্রহণাদি সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রাজমহিষী কৌশল্যা রামচন্দ্র প্রমুখাৎ এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। পরে চৈতন্যোদয় হইলে বিলাপ করতঃ রামকে কহিলেন,—"রাম! তুমি ভার্গব রামকে পরাজিত করিয়াছিলে শুনিয়া আমি আনন্দিত চিত্তে দেবতাদিগের

পূজা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার মন্দভাগ্য বশতঃ তুমি তাঁহাকে মাতৃবধেও পরাজিত করিলে; অর্থাৎ ভার্গব রাম, পিতার আজ্ঞায় একটি মাতার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি সম্প্রতি সমূহ মাতৃগণকে বধ করিয়া বন গমন করিতেছ; পরন্তু যদিও রাম নাম ধারণ করিলে মাতৃঘাতী হয়, তথাপি অতি কোমল নাম বলিয়া আমি তোমার নাম 'রাম' রাখিয়াছিলাম।" কৌশল্যা এইরূপে অশেষ প্রকার বিলাপ করিলে রামচন্দ্র কহিলেন,—"মাতঃ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। পিতার আজ্ঞা পালন করা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আপনি অধীর হইবেন না; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে থাকিয়া পুনরাগমন করতঃ আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।" এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ও সীতা দেবী তাঁহার চরণ বন্দনা করতঃ তদীয় ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ এ সমুদয় সংবাদ কিছুই অবগত ছিলেন না। রামচন্দ্র রাজা হইলে, তিনি স্বহস্তে রাজছত্র ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে কোনও নিভৃত স্থানে কার্য্যকুশল শিল্পীগণ দ্বারা এক উত্তম ছত্র নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। ছত্র প্রস্তুত হইলে, তিনি আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার বিমাতা কৈকেয়ী মহারাজকে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্য প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করিলে, অনল যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, লক্ষ্মণের ক্রোধানল সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। যিনি ধরণীকে অনায়াসে ধারণ করিতে পারেন, ধরণীর কি সাধ্য যে, সে অনন্তদেবের ভার সহ্য করেন। তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কাশনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে এমন কে আছে যে, রামের রাজ্যাভিষেকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে? আমি এই বাহুদ্বয় কি কেবল অন্নগ্রাসোত্তলনের নিমিত্তই রাখিয়াছি! আজ সকলে দেখিতে পাইবে আমার বাহুদ্বয় কত বল ধারণ করে! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এই ত্রিভুবনে যে কেহ রামাভিষেকের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। যদি বিমাতার বশবর্ত্তী হইয়া পিতা স্বয়ং রামকে বন গমনের আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি স্ত্রৈণ ও কাপুরুষ। তাঁহার

কথা কে মান্য করিবে? যে ব্যক্তি স্ত্রীর কথায় লোকবিগর্হিত কার্য্য করে, তাহাকে মনুষ্য মধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। সে স্ত্রৈণের কথায় কে কর্ণপাত করিবে? আমি স্বহস্তে রামকে সিংহাসনে বসাইব।

লক্ষ্মণের সেই গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! ক্ষান্ত হও, পিতা মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুরু জগতে আর কে আছেন? পূজনীয় পিতাকে তোমার ঐরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হইতেছে না। যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান ইচ্ছা কর, ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক আমার অনুরোধ শ্রবণ কর। আমি বনে গমন করিলে, তুমি মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে আশ্বাস প্রদান করিও। দেখিও ভাই, মাতা কৌশল্যা যেন আমার অদর্শনে প্রাণত্যাগ না করেন। পূজনীয় পিতাকে ও বিমাতা কৈকেয়ীকে ভ্রমেও কোন রূঢ় বচন কহিও না। ভ্রাতা ভরতের অনুগত থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিও।" লক্ষ্মণ কহিলেন,—"আপনাকে যখন বনগমনে নিরত দেখিতেছি, আপনার ও মাতা জনকনন্দিনীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব। আমি এ স্থানে অবস্থান করিয়া ভরতকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে সমর্থ হইব না।" রামচন্দ্র মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "লক্ষ্মণকে যেরূপ ক্রোধপরায়ণ দেখিতেছি, এখানে থাকিলে হয়ত ভরতের রাজ্য অধিকার করা দুষ্কর হইবে।" তিনি এই রূপ বিবেচনা করতঃ লক্ষ্মণের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও জানকীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৈকেয়ীর মন্দিরে—যথায় রাজা অচেতনাবস্থায় পতিত আছেন, উপস্থিত হইলেন। সেই নির্দ্দয়া রাজ্ঞী রামকে দর্শন করতঃ কহিল,—"বৎস রাম! তুমি বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান কর। তোমার পিতা তোমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন। তুমি পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনে কদাচ বিরত নহ; অতএব,উহা পরিধান করিয়া যথার্থ সৎপুত্রের কার্য্য কর।" এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রকে বল্কল প্রদান করিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী তিনজনেই বসন ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ বল্কল পরিধান করিলেন এবং নৃপতি ও কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করিয়া গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাজা

তখন শোকাবরোধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ধিক্ সত্য প্রতিপালনে! ধিক্ সূর্য্যবংশের কীর্ত্তিকে, আমাকে এবং ঐ পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ীকেও শত ধিক্! করিদন্তনির্ম্মিত পালঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় যাঁহারা শয়ন করিতেন, হায়! তাঁহারা কি প্রকারে ভূমে শয়ন করিয়া কালযাপন করিবেন! যিনি ভূপতিতনয়া, চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিত, দুঃখ এবং ক্লেশ যাঁহার নিকট অপরিচিত, সেই অসূর্য্যম্পশ্যা বধূমাতা জানকী বনবাসের অসহনীয় ক্লেশ কি প্রকারে সহ্য করিবেন?" রাজা দশরথ এই প্রকার বিলাপ করতঃ সুমন্ত্রকে কহিলেন,—"উহাঁরা পদব্রজে না গমন করেন, তুমি উহাঁদিগকে রথারোহণে লইয়া যাও।"

তাঁহারা রথারোহণে পুরী হইতে নির্গত হইলে, কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সকলকে মধুর ভাবে আশ্বাস প্রদান করিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা রজনীযোগে গুহক চণ্ডালের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। অতঃপর, সুমন্ত্রকে তথা হইতে বিদায় প্রদান করিয়া, বটক্ষীর-দ্বারা জটা নির্ম্মাণ করতঃ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া, প্রভাতে যমুনা পার হইয়া, চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজা দশরথকে তাঁহাদের বনগমন সংবাদ বিবৃত করিলেন। রাজা দশরথ কহিলেন,—"আমি আর এই পাপীয়সী কৈকেয়ীর মুখাবলোকন করিব না; তুমি আমাকে কৌশল্যার ভবনে লইয়া চল।" সুমন্ত্র তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে পালঙ্কোপরি শয়নাবস্থায় রাখিয়া আসিলেন। রাজা তথায় দিবাভাগ অচেতনাবস্থায় অতিবাহিত করিয়া রজনী কালে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, কৌশল্যাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"বোধ হয়, আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে এক দিবস মৃগয়ায় গমন করিয়া, রজনীযোগে মৃগভ্রমে অন্ধমুনির বালক পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম। মুনি এবং মুনিপত্নী পুত্রশোকে চিতানলে দেহ পরিত্যাগ করেন এবং আমাকে এই অভিসম্পাত প্রদান করেন, 'তুমিও আমাদের

ন্যায় পুত্রশোকে দেহ বিসর্জ্জন করিবে, অদ্য মুনির সেই অভিসম্পাত ফলবান্ হইল।" এই কথা বলিয়া রাজা "হা রাম! হা রাম!" উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

প্রভাত সময়ে কৌশল্যা রাজার গাত্রাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি গতজীবিত হইয়াছেন। তিনি এবং রাজার অপর মহিষীগণ শোকে হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ পরামর্শ করতঃ মহারাজের মৃতদেহ তৈল-দ্রোণীতে রক্ষা করিলেন এবং ভরত শক্রঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কেকয় রাজ্যে পত্রিকাসহ শীঘ্রগামী দূত প্রেরণ করিলেন। পত্রিকায় কেবলমাত্র লিখিত ছিল,—"কোনও বিশেষ কারন বশতঃ পত্রপাঠান্তে মুহূর্ত্তমাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া অযোধ্যায় আগমন করিবে।"

ভরত শক্রঘ্ন পত্রপাঠ মাত্র বিপদাশঙ্কায় রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যাপুরী প্রভাশূন্য হইয়া রহিয়াছে; নগরে স্বাভাবিক কোলাহল নাই; নগরবাসী সকলেই বিমর্ষ ভাবাপন্ন। একটি পুরাঙ্গনা ভরতকে রথারোহণে আগমন করিতে দেখিয়া ভাবিল, বুঝি রামচন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধাবমান হইল। রথের নিকটবর্ত্তিনী হইলে দেখিল, উনি রাম নহেন, কৈকেয়ী-পুত্র ভরত। রমণী তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করতঃ নিজগৃহে প্রবেশ করিল। ভরত ইহা লক্ষ্য করিয়া শক্রঘ্নকে কহিলেন,—"দেখিলে ভাই, যেমন ভ্রম বশতঃ লোকে ঝিনুকের খোলা দেখিয়া রজত কল্পনা করে, এই রমণী-ও তদ্রূপ আমাকে রামজ্ঞান করিয়াছিল। আমার বোধ হইতেছে, আমার জননীর দ্বারা রামচন্দ্রের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে।" শক্রঘ্ন কহিলেন,— "আপনি পূর্ব্বেই কেন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন? পুরী প্রবেশ করতঃ বৃত্তান্ত অবগত হইব।"

তাঁহারা রাজসভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভায় কেহ উপস্থিত নাই, সিংহাসন শূন্য পতিত রহিয়াছে। তাঁহারা তথা হইতে বিষাদিতান্তঃকরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে মন্থরার

সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, মন্থরা হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিল,—"আমি তোমার মঙ্গল কামনায়, তোমার জননীর দ্বারা তোমার পিতাকে সত্যে আবদ্ধ করতঃ রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছি এবং তোমাকে সিংহাসনাধিকারী করিয়াছি। তোমার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব, এক্ষণে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর এবং আমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিও।" ভরত, মন্থরা প্রমুখাৎ এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করতঃ শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—"ভাই, আমার পাপীয়সী জননীর দ্বারা রামচন্দ্রের বননির্ব্বাসন হইয়াছে, পিতা তাঁহার শোকে প্রাণত্যাগ করতঃ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; আমার আর জীবন ধারণ করিতে বাসনা হইতেছে না। চল, শীঘ্র জননী কৌশল্যা সমীপে গমন করি। আমার পাপীয়সী মাতার মুখাবলোকন করিব না।"

তাঁহারা কৌশল্যার নিকট গমন করিলে, রাণী ভরতকে রামভ্রমে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"বাছা রাম! তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস করিবে বলিয়া গিয়াছিলে, তবে কেন শতযুগ তথায় বাস করিয়া আসিলে? তুমি যে বনে অবস্থান করিতে, তথায় কুশলে ছিলে ত? সেই বনে উত্তম ফল ভক্ষণ করিতে পাইতে ত? অনাহারে ক্লেশ পাও নাই ত? বধূমাতা কুশলে আছেন ত? লক্ষ্মণের কোনও ক্লেশ হয় নাই ত?" ভরত বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন,—"জননি! আমি আপনার রামচন্দ্র নহি; আমি পাপীয়সী গর্ভসম্ভূত পাপাত্মা ভরত।" কৌশল্যা কহিলেন,—"বাছা ভরত! তুমি রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্রও দুঃখিত নহি। আমি রামকে ও তোমাকে অভেদ জ্ঞান করি; কিন্তু আমার রাম তোমাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাকে তোমরা বনপ্রেরণ করিলে? আমার রাম যে আমাপেক্ষা তোমার মাতাকেই অধিক ভক্তি করিত।" ভরত কহিলেন,—"আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, রামচন্দ্রকে বনপ্রেরণে আমার অভিমত ত দূরের কথা, আমি এই সমুদায় সংবাদ কিছুই অবগত ছিলাম না। জননি! আপনি সুস্থির হউন, আমি অরণ্যে গমন করতঃ রামচন্দ্রকে আনয়ন করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিব।"

অতঃপর বশিষ্ঠ পুরোহিত এবং অপর অমাত্যবর্গ মিলিত হইয়া, তথায় আগমন করতঃ ভরতকে কহিলেন,—"বৎস! এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করতঃ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা কর। দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ এই সকল ঘটিয়াছে; তজ্জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির শোকাভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর, তাঁহারা রাজার মৃতদেহ সরযূ নদীতীরে গ্রহণ করতঃ অগুরু চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং যথাবিহিত সৎকার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে ভরত অতি সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া দীন দুঃখিগণকে বহু ধন বিতরণ করিলেন। তৎপরে নগরে এই রূপ ঘোষণা প্রদান করিলেন, তিনি আগামী কল্য রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ বন গমন করিবেন; যে কেহ তাঁহার সহিত গমনে অভিলাষী হইবেন, তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন।

নগরবাসী প্রজাবৃন্দ উক্ত ঘোষণা শ্রবণে সকলেই রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ বন গমনে প্রস্তুত হইল। কেকয় নন্দিনী শত্রুঘ্নকে নিকটে আনয়ন করিয়া কহিলেন,—"আমি কুগ্রহ বশতঃ যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, তজ্জন্য পরিতাপানলে দগ্ধা হইতেছি। আমার আর জীবন ধারণের বাসনা নাই। আমি একবার রামের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ভরত আমাকে সমভিব্যাহারে না লইয়া গেলে, আমি অদ্যই সরযূ নদী-জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" শত্রুঘ্ন, ভরত সমীপে গমন করতঃ কহিলেন,— "আপনার জননী তাঁহার কুকর্ম্মের জন্য পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। তিনি রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন এবং আপনার সমভিব্যাহারে বন গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গমন করিয়া রামচন্দ্রকে অনায়াসে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন। যেমন অগ্নিতে কোনও অঙ্গ দগ্ধ হইলে, সেই অগ্নি বিনা, জলের ক্ষমতা নাই যে, তাহার জ্বালা নিবারণ করে, তদ্রূপ তিনি ব্যতিরেকে অপর কেহই রামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন না।" ভরত, শত্রুঘ্নের পরামর্শে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইতে সম্মত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা প্রভৃতি অপর জননীগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমনের অভিলাষিণী হইলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে ভরত, বশিষ্ঠ পুরোহিত, জাবালি মুনি, অমাত্যবর্গ

জননী ও পুরবাসিনীগণ এবং প্রজাবৃন্দ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে অরণ্যাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গুহকের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট রাম কোন্ দিকে গমন করিয়াছেন, সংবাদ লইলেন এবং গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জননী এবং সমভি-ব্যাহারিগণকে সেই আশ্রমের অনতি দূরে রক্ষা করিয়া ভরত একাকী ভরদ্বাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপুরঃসর রামচন্দ্র কোন্ পথে গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি, ভরতকে রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে আগমন করিতে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন,—"তুমি অদ্য আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ কর, কল্য প্রাতে রামের নিকট গমন করিও। তিনি ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণী সহ চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করি-তেছেন।" ভরত কহিলেন,—"আমি একাকী আগমন করি নাই, আমার সমভিব্যাহারে পরিজনবর্গ এবং বহু ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন। আপনার এই ক্ষুদ্র আশ্রমে তাঁহাদের সকলকার স্থান হইবে না।" ভরদ্বাজ মুনি কহি-লেন,—"তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি সকলকে এই স্থানে আনয়ন কর, আমি স্থান প্রদান করিব।" ভরত তাঁহাদিগকে আনয়নার্থ গমন করিলে, মুনি যোগবলে এক উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করতঃ তাহা সুসজ্জিত করিলেন এবং সুভোগ্য আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ভরত পরিজনবর্গ এবং সমভিব্যাহারিগণকে লইয়া প্রত্যাগমন করিলে, মুনির অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে সামান্য পুরীর কথা কি, যোগবলে স্বতন্ত্র জগৎ সৃজিত করিতে পারেন।

ভরদ্বাজাশ্রমে তাঁহারা রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে সকলে চিত্র-কূটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র, সীতাদেবী সহ মৃগচর্ম্মাসনে উপ-বিষ্ট ছিলেন; ভরতের সৈন্যকোলাহল শ্রবণে চিন্তা করিলেন, কোনও শত্রু যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে। তিনি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ ভূধরশিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তদীয় ভ্রাতা ভরত অযোধ্যাবাসী প্রজা এবং আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হেতু আগমন করিতেছেন। ভরত সর্ব্বাগ্রে এবং তৎপশ্চাতে অপর সকলে আগমন করিতেছিলেন।

ভরত রামচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে, রাম তাহাকে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! অনেক দিন তোমার বদনকমল দর্শন করিতে পাই নাই,এস,আলিঙ্গন করি।" ভরত রামচন্দ্রের চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং বশিষ্ঠ পুরোহিত ও মাতৃগণকে অভিবাদন এবং অপর সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন এবং সম্ভাষণপূর্ব্বক ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতা কুশলে আছেন ত? পিতৃদত্ত রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিতেছ ত? আমাকে বন প্রেরণ কারণ জননী কেকয়নন্দিনীকে কোন অবমাননা বাক্য প্রয়োগ কর নাই ত?" ভরত কহিলেন,—"আপনি অরণ্যে আগমন করিলে, পিতা আপনার শোকে দেহত্যাগ করতঃ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; অযোধ্যার সিংহাসন শূন্য পতিত রহিয়াছে। আপনি প্রত্যাগমন করতঃ সিংহাসন অধিকার করুন।" রামচন্দ্র পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আইস আমরা নদীতে অবগাহনানন্তর তাঁহার তর্পণাদি কার্য্য সমাধা করি।" তাঁহারা পিতার তর্পণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগত হইলে, ভরত রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আপনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সিংহাসন গ্রহণ করুন। আমরা আপনাকে এই অনুরোধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।" রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমি পিতৃসত্য পালনার্থ বনাগমন করিয়াছি; সেই সত্য পালন না করিয়া কি প্রকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? পিতা তোমাকে রাজ্য প্রদান এবং আমাকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতে সত্যাবদ্ধ হইয়াছেন; আইস, আমরা উভয়েই তাঁহার সত্য প্রতিপালন করি; তুমি অযোধ্যায় রাজ্য কর, আমি দণ্ডকারণ্যে বাস করি।" ভরত কহিলেন,—"এই সকল প্রজা এবং জননীগণ আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছেন; আপনি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তাঁহারা নিরতিশয় ব্যথিত হইবেন; অতএব, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের সকলকে আনন্দিত করুন। সিংহের ভার শৃগালে কি প্রকারে বহন করিবে? আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক গুরুতর রাজকার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে?" রামচন্দ্র ভরতের

প্রার্থনায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পিতৃ-আজ্ঞা পালনে রামের দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শনে যুগপৎ আনন্দিত এবং বিষাদিত হইল ;—রামের পিতৃ-আজ্ঞা পালনে অনুরাগ দেখিয়া আনন্দিত এবং তাঁহার প্রত্যাগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইল। রাজমহিষীরা অশ্রু পূর্ণলোচনে রামচন্দ্রকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠই সিংহাসনাধিকারী হন, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ কখনও সিংহাসনে অধিরোহণ করেন না ; অতএব, তোমার এই চিরপ্রচলিত বংশাচার পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমাদের কুলাচার্য্য এবং জননীগণ তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু ; আমাদের অনুরোধ অপ্রতিপালন করা তোমার বিধেয় নহে।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"তুচ্ছ রাজ্যভোগ বাসনায় এবং সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সুখ দুঃখের অধীন হইয়া, আমার ন্যায় সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তির পিতৃ-সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করিতে সক্ষম হইব না। অনন্তর, ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ্ জাবালি মুনি ভরতের অনুরোধে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"যে পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করে, পুত্র মধ্যে সেই সাধু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তোমার পিতা যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা বর্ত্তমান ছিল ; এক্ষণে তিনি বর্ত্তমান নাই, তাঁহার আজ্ঞাও বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হইতে পারে না। আমি পূর্ব্ব জন্মে কাহারও পিতা ছিলাম, সে এক্ষণে কেন আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে না? কেহ কাহারও পিতা নহে এবং কেহ কাহারও পুত্র নহে। এ জন্মে আমি যাহার পিতা, হয় ত পরজন্মে আমি তাহার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিব। কে পিতা, কে পুত্র সম্বন্ধ নিরূপণ করা দুষ্কর ; অতএব, তুমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এরূপে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছ কেন ?" রামচন্দ্র কহিলেন,—"আপনার বাক্য যুক্তিসঙ্গত হইলেও ধর্ম্ম এবং লোক বিগর্হিত। আমি পিতার জীবিতাবস্থার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি ; তাঁহার জন্মান্তরের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালনীয় নহে।" ভরত কহিলেন,—"পিতার লোকান্তরের পব ধর্ম্মতঃ আপনিই সিংহাসনেব অধিকারী ; আমি সিংহাসন গ্রহণ কবিযা

ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে কখনই সক্ষম হইব না এবং আপনিই বা কি প্রকারে উহা অনুমোদন করিতেছেন ?" রামচন্দ্র কহিলেন,— "আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তোমাকে আমার পাদুকা প্রদান করিতেছি, তুমি উহা অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন কর। তৎশ্রবণে ধর্ম্মপরায়ণ ভরত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রামচন্দ্র তখন স্বীয় পাদুকা-যুগল উন্মোচনপূর্ব্বক ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত উহা যথাবিধি অভিষেক করিয়া স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন।

অতঃপর কেকয় নন্দিনী রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,— "আমি শুনিয়াছি, তুমি বৈকুণ্ঠবিহারী হরি, ভূভার হরণ জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া এক্ষণে অরণ্য আগমন করিয়াছ। বৎস! তুমি জননী বিনা অন্য কাহাকেও পাইলে না, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অরণ্যে আগমন কর? হায়! আমার ন্যায় দুর্ভাগ্যবতী রমণী আর কে আছে? আমাকে জন সমাজে পতিঘাতিনী এবং পুত্র স্নেহ-বর্জ্জিতা বলিয়া পরিচিত হইতে হইল।" রামচন্দ্র কহিলেন,—"সকলেই আপনার কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকে; আপনার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলেই এইরূপ হইয়াছে; তজ্জন্য অদৃষ্ট বা অপরের প্রতি দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে।" অতঃপর রামচন্দ্র প্রজাবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুমিষ্ট ভাবে তাহাদিগের কুশল সমাচার এবং অরণ্যে- আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজারা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল,— "আপনি অরণ্যে আগমন করিলে, বসুন্ধরা শস্য উৎপন্ন করেন না, কিন্তু তত্রাপি অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষ নাই; যেহেতু, আপনার বনগমনের পর হইতে আমরা সকলেই আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছি; অতএব, অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন? আমাদের স্ত্রী পুত্রাদির মৃত্যুতে এক্ষণে কোনও ক্লেশ বোধ নাই; যেহেতু, আপনি বনাগমন করিলে, আমরা স্নেহশূন্য হইয়াছি; অতএব আমাদের শরীরে এক্ষণে কোনও পীড়া নাই; আপনার বিরহে আমরা অস্থি চর্ম্মাবশেষ হইয়াছি; অতএব, পীড়া, দুর্ব্বল দেখিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে না। আমরা অনেকে এখানে পুত্র পরিবারাদি সহ আগমন করিয়াছি। আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে অযোধ্যা নগরী

সম অপর একটি নগরী এখানে নির্ম্মাণ করিব এবং কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য কর্ম্ম বা অপর কোনও উপজীবিকা অবলম্বন না করিলেও আমরা আপনাকে ন্যায্য কর প্রদান করিব।”

রামচন্দ্র তাহাদিগকে কহিলেন,—“তোমরা এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন কর; আমি পিতৃসত্য পালনান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিব।” অতঃপর তিনি সকলকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং চিত্রকূট পরিত্যাগ করতঃ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভরত, রামচন্দ্র প্রদত্ত পাদুকা সহায়ে নন্দীগ্রামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন বিরাধ নামক এক রাক্ষস পথিমধ্যে সীতাকে গ্রহণ করণানন্তর পলায়ন করিতে লাগিল; সীতা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ধনুকে বাণ যোজনাপূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস সীতাকে ত্যাগ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিল। পরে তাঁহারা অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রজনী যাপন করিলেন। মুনিপত্নী অনুসূয়া সীতার সীমন্তে সিন্দূর প্রদান এবং অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করতঃ সীতাকে মনোমত করিয়া সজ্জীভূত করণানন্তর প্রাতে বিদায় প্রদান করিলেন। অতঃপর, তাঁহারা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় তাঁহার নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত ধনু ও শর গ্রহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে আগমন করতঃ দুইটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, একটিতে রাম ও সীতা এবং অপরটিতে লক্ষ্মণ বাস করিতে লাগিলেন।

সেই স্থানের অনতিদূরে লঙ্কাধিপতি রাজা দশাননের কনিষ্ঠা ভগিনী সূর্পণখা ভ্রাতা খর ও দূষণ সহ অবস্থান করিত। একদা সূর্পণখা মনোহর বেশ ধারণ করতঃ কানন পরিভ্রমণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নবঘন শ্যাম রূপ দর্শনে কন্দর্পপীড়িতা হইয়া কহিল,—“তোমাকে অকলঙ্ক শশী সম দেখিতেছি; কিন্তু তোমার নিকট ঐ কামিনীটি থাকায় উহাকে তোমার কলঙ্ক স্বরূপ বোধ হইতেছে। তুমি উহাকে পরিত্যাগ করতঃ আমাকে বিবাহ কর। আমাকে সাধারণ

রমণী জ্ঞানে অবহেলা করিও না। আমি লঙ্কাধিপতি দশাননের সহোদরা। রামচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে কহিলেন,—"আমাকে বিবাহ করিয়া কেন সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করিবে ? অপর কুটীরে আমার অনুজ লক্ষ্মণ আছেন ; তিনি পরম রূপবান্ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে রমণী না থাকায় তিনি মন্মথশরে কাতর আছেন ; তুমি তাঁহার নিকটে বিবাহ-প্রস্তাব কর। স্বর্পণখা লক্ষ্মণ সমীপে গমন করতঃ বিবাহের প্রস্তাব করিলে, লক্ষ্মণ কহিলেন,—" আমি রামচন্দ্রের দাস ; অতএব, দাসকে বিবাহ করিয়া কেন দাসী হইয়া অবস্থান করিবে ?„ স্বর্পণখা কহিল,—"তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। লক্ষ্মণ তাহাকে নির্লজ্জ দেখিয়া, অসিদ্বারা নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া বিদূরিতা করিলেন। স্বর্পণখা নাসাকর্ণ বিহীনা হইয়া বেদনায় এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিল,—"তোমাদের আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমরা এই ভীষণ রাক্ষসাকীর্ণ স্থানে বাস করিয়াও তাহাদের অপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমরা নিজ বুদ্ধিদোষে জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করতঃ সেই অনলশিখাকে অধিকতর প্রদীপ্ত করিতেছ। তোমরা অচিরাৎ ইহার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।"

অতঃপর, স্বর্পণখা তাবৎ বৃত্তান্ত ভ্রাতা খর দূষণের নিকট বিবৃত করিল। তাহারা ক্রোধভরে সৈন্য এবং অস্ত্রাদি গ্রহণ করতঃ রাম লক্ষ্মণকে বিনাশার্থ আগমন করিল। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে জানকী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ রণস্থলে আগমন করিলেন। খর, রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—"তোমরা কে ? কি নিমিত্তই বা অরণ্যে আগমন করিয়াছ ? আমার ভগিনীকে বিরূপা করিবার কারণ কি ?" রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমি অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র ; পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজ এবং সহধর্ম্মিণী সহ বনাগমন করিয়াছি। তোমার ভগিনী কামপীড়িতা হইয়া অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, মদীয় অনুজ লক্ষ্মণ, ক্রোধে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছেন।" খর কহিল,—"তোমাদের অসীম সাহসিকতার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। আমাকে তাড়কা জ্ঞান করিও না। আমি মহেশের জীর্ণ ধনুও নহি, অথবা আমাকে তপঃক্লিষ্ট পরশুরাম মনে করিও না। আমি তোমাদের অন্তক স্বরূপ খর।" এই

কথা বলিয়া সে রামের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাম অগ্নিবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক খরের চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিলেন; কেবল মাত্র খর, দূষণ ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। পরে, তাহারাও একে একে ধরাশায়ী হইল। সূর্পণখা ইহা দেখিয়া রোদন করিতে করিতে লঙ্কায় গমন করতঃ লঙ্কাধিপতি দশাননের নিকট উপস্থিত হইল।

লঙ্কাধিপতি ভগিনীকে বিরূপা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এই প্রকার দুর্দ্দশা কে করিল এবং কেনই বা হইল?" সূর্পণখা কহিল,—"অযোধ্যাপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজ লক্ষ্মণ ও সহধর্ম্মিণী সহ দণ্ডকারণ্যে আসিয়া বাস করিতেছে। আমি এক দিবস পুষ্পচয়নার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদের কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। রামের স্ত্রী পরম রূপবতী; তেমন সুন্দরী রমণী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তুমি সুন্দরী রমণী বড় ভালবাস জানিয়া, আমি তাহাকে গ্রহণাভিলাষিণী হইযাছিলাম। তাহাতে রামানুজ লক্ষ্মণ আমাকে এই প্রকার বিরূপা করিয়া বিদূরিত করিল। আমি ভ্রাতা খর দূষণের নিকট গমন করতঃ সমুদায় বিবৃত করিলাম। তাঁহারা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসী সেনায় পরিবৃত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। হায়! অবশেষে রামের বাণে আমাদের সমুদায় সৈন্য সহ তাঁহারা বিনষ্ট হইলেন। এক্ষণে তুমি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, সম্পন্ন কর।" সূর্পণখা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। রাবণ, সূর্পণখা প্রমুখাৎ উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে, ভয়, ক্রোধ এবং কামে উন্মত্ত প্রায় হইল। রাঘবের বাহুবলে ভয়, ভগিনীর বিরূপে ক্রোধ এবং সীতার রূপের প্রশংসাবাদ শ্রবণে কামপরবশ হইল। পরে, "ঐ কামিনীকে বিনা যুদ্ধে হরণ করিতে হইবে," মনে মনে এই চিন্তা করতঃ, রাবণ মারীচের নিকট গমন করিল এবং তাহাকে কহিল,—"অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র রাম, অনুজ লক্ষ্মণ ও সহধর্ম্মিণী সহ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছে এবং তাহারা আমার ভগিনী সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন এবং খর দূষণাদি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসবৃন্দ বিনষ্ট করিয়াছে। আমি সেই রামের রমণীকে বিনা যুদ্ধে হরণের অভিলাষ করিয়াছি; অতএব, তুমি আমাকে কিছু সাহায্য প্রদান কর। তুমি মায়া দ্বারা স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করিয়া সেই রমণীর প্রলোভন আকৃষ্ট কর। রাম যখন তোমাকে ধারণ করিবার জন্য ধাবমান

হইবে, তুমি তাহাকে দূর স্থানে লইয়া যাইবে; আমি সেই অবসরে তাহার রমণীকে হরণ করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মারীচ কহিল,—"আপনি দেবতাবিজয়ী হইয়া মনুষ্যের সহিত কেন বিরোধ করিতেছেন? আমি রামের বল বিক্রম বিশেষ রূপে অবগত আছি। তিনি অনায়াসে সমূহ রাক্ষস বিনাশে সক্ষম; অতএব, আপনাকে নিষেধ করিতেছি, তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না।"

মারীচের এই বাক্য শ্রবণে, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—"তুমি ভৃত্য হইয়া প্রভুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করিতেছ; যদি নিজ মঙ্গল কামনা কর, আমার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হও; নচেৎ খড়্গাঘাতে তোমাকে বিনাশ করিব।" মারীচ মনে মনে চিন্তা করিল,—রাবণের আসন্নকাল উপস্থিত দেখিতেছি; সে আমার হিতবাক্য গ্রাহ্য করিল না। আমারও আয়ুর অবসান হইয়াছে; যেহেতু, এই পাপাত্মার কথানুযায়ী কার্য্য না করিলে রাবণ আমাকে বিনাশ করিবে এবং রামের নিকট গমন করিলেও তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব; অতএব এই পাপাত্মার হস্তে নিহত না হইয়া, রামের বাণে দেহত্যাগ করা শ্রেয়স্কর।" মারীচ এইরূপ চিন্তা করতঃ কহিল,—"আপনার আদেশ প্রতি পালন করিব।"

অতঃপর, তাহারা দণ্ডকারণ্যে আগমন করতঃ রামের কুটীরের অনতি-দূরে উপস্থিত হইল। মারীচ তথায় মনোহর স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং রাবণ অলক্ষিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। জনকনন্দিনী বিচিত্র মৃগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আমার বড় সাধ ছিল, তুমি রাজা হইলে, মণিমুক্তাখচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া তোমার বামপার্শ্ব অধিকার করিব; কিন্তু এক্ষণে এই মনোজ্ঞ মৃগ দর্শনে আমার সে প্রিয় মনন শিথিল হইয়াছে। তুমি এই মৃগটি ধারণ করিয়া আমাকে প্রদান কর।" রামচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, কোনও রাক্ষস মায়ামৃগ রূপ ধারণ করতঃ বিচরণ করিতেছে; তথাপি তিনি সীতার প্রীতি কামনায়, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করতঃ মৃগ ধারণের জন্য ধাবমান হইলেন। ঐ ছদ্ম-বেশী মৃগ তাঁহাকে বহু দূরে লইয়া গমন করিল। রামচন্দ্র যখন দেখিলেন,

উঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধারণ করা দুরূহ, তখন তিনি উঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্রের বাণ সেই মৃগের প্রদর ভেদ করিলে, মৃগবেশধারী মারীচ স্বীয় কলেবর ধারণ করতঃ রামের অনুরূপ কণ্ঠস্বরে, "লক্ষ্মণ! আমি বড় বিপদাপন্ন, আমাকে রক্ষা কর!" এই প্রকার চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। মারীচ মনে করিয়াছিল, "রামের কণ্ঠস্বর ভ্রমে লক্ষ্মণ কুটীর পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার রক্ষার্থ আগমন করিবেন এবং রাবণ সেই অবসরে রামের ভার্য্যাকে হরণ করিবেক। ঐ পাপাত্মা যেমন আমার নিধনের কারণ হইল, আমিও উঁহার সবংশে নিপাতের উপায় করিলাম।"

রামচন্দ্র মারীচকে এই প্রকার চীৎকার করিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে দ্রুত বেগে কুটীরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। জানকী উক্ত কণ্ঠস্বর শ্রবণে কাতরা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"দেবর! রামচন্দ্র অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছেন; তুমি শীঘ্র গমন করতঃ তাঁহার সাহায্য কর।" লক্ষ্মণ কহিলেন,— "দেবি! আপনি চিন্তিতা হইবেন না; ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই যে, রামের অনিষ্ট করিতে পারে। বোধ হইতেছে, উহা কোনও মায়াবী রাক্ষসের কণ্ঠ-স্বর। আমি আপনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করিব না।" লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে, জানকী সাতিশয় কুপিতা হইয়া কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, ভরত রাজ্য গ্রহণ করিয়া রামকে বিনাশার্থ তোমাকে চর স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছে; অথবা তুমি আমাকে লাভার্থ রামের সাহায্য নিমিত্ত গমন করিতেছ না।" লক্ষ্মণ সীতার এই প্রকার কটূক্তি শ্রবণে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে কুটীর পরিত্যাগ করতঃ রামের অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

তখন রাবণ অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ভিখারীর বেশে সেই কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। সীতা তাহাকে অতিথি জ্ঞানে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—"আমার পতি ও দেবর মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন, তাঁহারা বড় অতিথিপ্রিয়; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া আপনাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" রাবণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সীতা অতিথি জ্ঞানে তাহাকে আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। ঐ দুষ্ট তখন কামভাব প্রকাশপূর্ব্বক কহিল,—"শশাঙ্কের অঙ্কে কলঙ্ক আছে, তাহাতে

আমি তাপিত নহি; কিন্তু তোমার ন্যায় অকলঙ্ক শশী সম রূপবতী রমণীর ভিক্ষা উপজীবী, কলঙ্কস্বরূপ রঘুবর পতি, ইহা আমার অসহ্য। তুমি আমাকে ভিখারী জ্ঞান করিও না; আমি লঙ্কাধিপতি দশানন। তোমার রূপের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, তোমাকে লাভার্থ ভিখারীবেশে এ স্থানে আগমন করিয়াছি। আমি বাহুবলে ত্রিলোক বিজয় করিয়াছি। ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার আজ্ঞাকারী দাস। বীচিমালাচুম্বিত, অসংখ্য সৌধসমূহ পরিপূর্ণ, রমণীয় উদ্যান এবং উপবন-পরিশোভিত সাগর-পরিবেষ্টিত মনোহর লঙ্কা দ্বীপ আমার রাজধানী। আমার পুরী সর্ব্বদা মণি দ্বারা আলোকিত থাকে; সরোবরে সরোজকে প্রস্ফুটিত এবং রমণীগণের আর্দ্র কেশরাজী বিশুষ্ক করিবার জন্যই দিবাকর আমার রাজ্যে উদিত হয়; নচেৎ,তাহার উদযের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমি তোমাকে আমার প্রধানা মহিষী করিব; অতএব, আমার সহিত আগমন কর। তুমি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে গ্রহণ করিব।" জনকনন্দিনী সীতা সাতিশয় ভীতা হইয়া লক্ষ্মণকে রামানু-সরণে প্রেরণের জন্য মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন; পরে, কিঞ্চিৎ সাহসাবলম্বনপূর্ব্বক দশাননকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমি শুনিয়াছি আপনি অতি বিচক্ষণ এবং ধার্ম্মিক; উন্নত মাংসপিণ্ড রূপ পযোধর এবং অভ্যন্তরে লাল ক্লেদ পূর্ণ এরূপ মুখমণ্ডল দর্শনে, ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ ভূপতির মাদৃশী স্বনিতা রমণীর প্রতি অভিলাষী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আপনি এই কু-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন; নচেৎ, আমার পতি কিম্বা দেবর প্রত্যাগত হইয়া আপনাকে এ স্থানে দেখিলে, আপনি বিপদাপন্ন হইবেন।" রাবণ কহিল,—"তুচ্ছ তোমার পতি দেবরের কথা কি, আমি এই ত্রিভুবনমধ্যে কাহাকেও ভয় করি না।" এই কথা বলিয়া ঐ পাপাত্মা তাঁহাকে ধারণ করিতে উদ্যত হইল। জনকনন্দিনী চতুর্দ্দিক্ শূন্যাকার নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন। তিনি ভয় এবং ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন,—"আমি অদ্বিতীয় বীর রঘুনন্দনের সহধর্ম্মিণী; মহাবীর দেবর লক্ষ্মণ আমাকে রক্ষা করেন; তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যা-ন্বিতা হইতেছি। আমি দেখিতেছি, তমাল বৃক্ষাশ্রিত একটি স্বর্ণলতা পবনভরে ঈষৎ দোদুল্যমান হইতেছে; তাহা দেখিয়া একটা শাখোট (শ্যাওরা গাছ)

নিজ শাখা বিস্তারপূর্ব্বক সেই লতাটিকে গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইয়াছে। একটি নাভিমুক্ত মৃগের সুগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, সেই মৃগকে ভক্ষণ করিবার মানসে একটা শৃগাল চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে। চামরীর মনোজ্ঞ শ্রীহরণ মানসে একটা বিড়াল স্বীয় লাঙ্গুল স্ফীত করিয়া আস্ফালন করিতেছে।"

জানকী এই প্রকার বলিলেও রাবণ তাঁহাকে ধারণ করতঃ রথোপরি আরোহণ করিয়া লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল। সীতা কাতরা হইয়া, "হা রাম! হা দেবর! দুরাত্মা লঙ্কাধিপতি আমাকে হরণ করিতেছে।" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গরুড় নন্দন, পক্ষিরাজ জটায়ু গগনমার্গে বিচরণ করিতেছিলেন; জানকীর করুণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণে, রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দশানন জনৈকা রমণীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে। তিনি সম্মুখে পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক দশাননের গমন পথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দশানন কহিলেন,—"পক্ষিরাজ! আমি নিরাশ্রয়, আমাকে পথ প্রদান করুন।" জানকী কাতর বচনে কহিলেন,—"হে পক্ষীন্দ্র! আমি অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের পত্নী; পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজলক্ষ্মণ ও আমা সহ তিনি অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। আমার পতি ও দেবর মৃগয়ায় গমন করিলে, এই পাপাত্মা কুটীর মধ্যে আমাকে একাকিনী প্রাপ্ত হইয়া হরণ করিতেছে; আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।" জটায়ু রাবণকে কহিলেন,—"চোর! তুই আমার সখার পুত্রবধূকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; নচেৎ, তোকে এখনই বিনাশ করিব। যেমন ভেক মণি দর্শনে কালসর্পের মস্তকে নৃত্য করে, তদ্রূপ তুই এই রাঘব রমণীর প্রতি অভিলাষী হইয়া কৃতান্তকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্।"

পক্ষিরাজ এই কথা বলিয়া, চঞ্চু এবং নখাঘাতে রাবণকে বিক্ষত করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে রাবণ বাণদ্বারা জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিল। তিনি পক্ষবিহীন হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। জানকী, পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং করুণ বচনে কহিলেন,—পক্ষীন্দ্র! আমি মন্দভাগ্য লইয়া ধরণীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার পাণিগ্রহণ করিয়া

রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন, পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় পুত্রশোকে স্বর্গারোহণ করিলেন ; আপনিও আমার কারণ দেহত্যাগ করিতেছেন। আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যাবৎ রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত আপনি জীবিত থাকিবেন। দুরাত্মা রাবণ আমাকে হরণ করিল, এই সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিবেন।" অতঃপর রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাব পরিচর্য্যার নিমিত্ত চেড়ীগণ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে অশোক কাননে রক্ষা করিল। "সীতা যাহাতে আমার ভজনা করে, তোমরা এরূপ উপদেশ প্রদান করিও" চেড়ীগণের প্রতি এই আজ্ঞা করিয়া রাবণ স্বীয় ভবনে গমন করিল।

রামচন্দ্র মারীচকে বিনাশ করিয়া দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎকারে তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া জনকনন্দিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষণ, জানকীর কুটূক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ রামের গোচরে নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—"তুমি তাহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়া ভাল কার্য্য কর নাই। আমার বোধ হইতেছে, অভাগিনী শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা অধিকতর দ্রুত পদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুটীরে আগমন করিয়া তাঁহারা শূন্য কুটীর নিরীক্ষণ করতঃ নিরতিশয় কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে জানকীর অন্বেষণ করিলেন। তাঁহার কোনও সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা অবশেষে কুটীর পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে জটায়ু মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত ছিলেন, তাহার অনতিদূরে আগমন করিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই! ঐ দেখ, অদূরে আমাদের বিপক্ষ ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছে। বোধ হয় ঐ পক্ষী জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে।" জটায়ু এই কথা শ্রবণে উত্তর করিলেন,—"আমি এক্ষণে বিপক্ষ হইয়াছি সন্দেহ নাই ; কিন্তু তোমার বিপক্ষ নহি আমি তোমার পক্ষ হইয়া তোমার বিপক্ষের প্রতি পক্ষপাত করা তোমার সেই বিপক্ষ আমার পক্ষপাত করিয়া এক্ষণে আমাকে বিপক্ষ করিয়াছে। লঙ্কাধিপতি দশানন ভবদীয় ভার্য্যাকে হরণ করিয়া গমন করিতে-

ছিল, আমি তাহার প্রতিকূলতাচরণ করায় সে আমার এই প্রকার অবস্থা করিয়াছে।" জটায়ু এই কথা বলিয়া দেহত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া মৃগমাংস আহরণপূর্ব্বক পক্ষীগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা জানকীর অনুসন্ধানে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে কবন্ধের বাহুর অভ্যন্তরে পতিত হইলেন। ঐ কবন্ধ পূর্ব্বে এক গন্ধর্ব্ব ছিল, ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। একদা দেবরাজ ইন্দ্র তদুপরি কুপিত হইয়া তাহার মস্তকে বজ্র প্রহার করায় তাহার মস্তক উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। "আমার কি প্রকারে আহার-কার্য্য সমাধা হইবে?" এই কথা বলিয়া কবন্ধ ইন্দ্রের বিস্তর স্তব করায়, তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"তোমার বাহু যোজন-বিস্তীর্ণ হইবে; সেই বাহু মধ্যে কোনও জীব পতিত হইলে, তুমি তাহাকে ধারণ করতঃ মস্তক-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেই তোমার আহার-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যদ্যপি কেহ তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন, তুমি শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। রাম লক্ষ্মণ তাহার বাহুমধ্যে পতিত হইয়া, উভয়ে তাহার উভয় হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিল,—"আপনারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করতঃ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন।" রাম লক্ষ্মণ কবন্ধের বাক্যানুযায়ী ঋষ্যমূক পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উক্ত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে, সুগ্রীব তাঁহাদিগকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে আগমন করিতে এবং তাঁহাদের অবয়বে বীর্য্যপ্রকাশক চিহ্ন অবলোকন করিয়া, "ইহাঁরা বালি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকিবেন," মনে মনে এরূপ শঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং হনুমান্ নামক বানরকে তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।

হনুমান তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র তাঁহার পরিচয় প্রদান করতঃ বনাগমনের কারণ এবং রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত সমুদয় বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন, তাঁহারা সীতার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। হনুমান্ তাঁহাদিগকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন,—"আপনারা আমার সমভিব্যাহারে অদূরে ঐ ঋষ্যমুক পর্ব্বতে আমাদের রাজা সুগ্রীবের নিকট আগমন করুন; তাঁহার দ্বারা সহায়তা লাভ করিবেন। তিনিও আপনার ন্যায় প্রিয়া বিরহে কাতর আছেন।" অনন্তর তাঁহারা সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলে, কপিবর তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদের পরিচয় এবং বনাগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমরা অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র; আমি পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজ এবং সহধর্ম্মিণী সহ দণ্ডকারণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছিলাম। এক দিবস আমরা মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে, নিশাচরপতি রাবণ, কুটীর মধ্যে একাকিনী প্রাপ্ত হইয়া মদীয় ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। আমি তাহার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছি।"

সুগ্রীব কহিলেন,—"আমিও আপনার ন্যায় হৃতভার্য্য হইয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর অসীম বীর্য্যসম্পন্ন কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিরাজ আমার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট বিশেষ অপরাধী নাই। এক দিবস দুন্দুভি নামক এক মহাবলবান্ দৈত্য কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করতঃ আমার সহোদরের সহিত তুমুল সংগ্রাম করে; পরে তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করতঃ এক বিলমধ্যে প্রবেশ করে। 'যাবৎ আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগত না হই, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তোমরা এই বিলের মুখে অবস্থান কর,' আমাদের প্রতি এই আজ্ঞা প্রদান করতঃ তিনি দৈত্য বিনাশার্থ বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা তথায় পক্ষ-কাল অবস্থান করিলে পর দেখিলাম, সেই বিলাভ্যন্তর হইতে শোণিত উত্থিত হইতেছে। আমরা বিবেচনা করিলাম, যখন পক্ষকাল অতীত হইল, অথচ ভ্রাতা প্রত্যাগত হইলেন না, তখন তিনি দৈত্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকিবেন এবং আমরাও অবিলম্বে ঐ দৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইব, এই আশঙ্কা করিয়া বিলের মুখগহ্বর এক বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হই-লাম এবং ভ্রাতাকে নিহত মনে করিয়া তাঁহার জন্য শোক করিতে লাগিলাম। পরে মন্ত্রীগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। কিয়ৎ দিবস অতিবাহিত হইলে পর, ভ্রাতা ঐ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ সহ বিলমুখে

প্রত্যাগত হইলেন এবং উহা প্রস্তরাচ্ছাদিত দেখিয়া আমাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিলেন।

তিনি বারম্বার আমাদিগকে আহ্বান করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া ক্রোধ এবং বলভরে সেই প্রস্তরখণ্ড মস্তক দ্বারা স্থানচ্যুত করিয়া বহির্গত হইলেন এবং ঐ দৈত্যের দেহ এই পর্ব্বতোপরি নিক্ষেপ করিলেন। নিহত দৈত্যের শোণিত এক ব্রাহ্মণের গাত্রে পতিত হইয়াছিল। তিনি ক্রোধভরে মদীয় ভ্রাতাকে এই অভিসম্পাত প্রদান করিযাছিলেন, 'তুমি এই পর্ব্বতে আগমন করিলে, তোমার মস্তক বিচূর্ণ হইবে।' অনন্তর বালিরাজ কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া আমাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দর্শনে নানাবিধ ভৎ‌র্সনা করিয়া আমাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। আমার যে, কোনও অপরাধ ছিল না, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ভ্রাতা নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না এবং আমাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। আমিও আত্মরক্ষা হেতু তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিলাম। পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলাম। তিনিও আমাকে নিহত কবিবার অভিপ্রায়ে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। আমি সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বালি ব্রাহ্মণেব অভিশাপ বাক্য স্মরণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আমার পত্নী উমাকে গ্রহণ করিয়া তদবধি নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ করিতেছেন। আমি, হনুমান্ প্রভৃতি চারি জন সচিব সহ সেই অবধি এই পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছি।" সুগ্রীবের বাক্যাবসান হইলে, রামচন্দ্র কহিলেন,—"তুমি চিন্তা পরিহার কর; আমি তোমার শত্রুকে বিনাশ করিয়া তোমার ভার্য্যার উদ্ধার সাধন করিব এবং তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, আমারও পত্নীর উদ্ধারে তুমি সহায়তা প্রদান করিও।" সুগ্রীব কহিলেন,—"আপনার ভার্য্যা উদ্ধারে আমি যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম বটে; কিন্তু আপনি বালিকে বিনাশ করিয়া আমার পত্নীর উদ্ধার এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া যে বাক্য প্রদান করিলেন, তাহা কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করিবেন, এই চিন্তা আমার মানসপটে উদিত

হইতেছে। সেই বালি অসীম বলশালী ; তিনি যে দৈত্যকে বিনাশ করেন, সেই দৈত্যের দেহ দশ যোজন দূর হইতে এই পর্ব্বত-প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই দৈত্যের দেহ কত প্রকাণ্ড আপনি আমার সমভি-ব্যাহারে আগমন করতঃ দর্শন করুন।"

রামচন্দ্র সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে গমন করতঃ সেই দৈত্যের প্রকাণ্ড দেহ দর্শন করিলেন এবং সুগ্রীবের প্রতীতির জন্য উহা বামপদ দ্বারা শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন ; তদনন্তর এক বাণে সপ্ততাল ভেদ করিলেন। সুগ্রীব ইহা দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"আপনার তুল্য বীর এই ধরাধামে বিদ্যমান নাই ; আপনি যে বালিরাজকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে এক্ষণে আমার সন্দেহ বিদূরিত হইল।" রামচন্দ্র কহিলেন,—"চল, আমরা কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করি ; তুমি প্রথমে বালি রাজাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে ; তিনি তোমার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইলে, আমি অন্তরাল হইতে তাঁহাকে বিনাশ করিব।

অতঃপর, তাঁহারা এইরূপ পরামর্শই সিদ্ধান্ত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাপুরে গমন করিলেন। সুগ্রীব রাজভবনের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। কিষ্কিন্ধ্যারাজ সেই গভীর নিনাদ শ্রবণে পুরী হইতে বহির্গত হইলেন এবং সুগ্রীব তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া রোষভরে কহিলেন,—"যদ্রূপ শৃগাল মৃত্যু কামনা করতঃ নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত করে, তোমাকে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী দেখিয়া তদ্রূপ জ্ঞান হইতেছে। সুগ্রীব কহিলেন,—"বৃথা বাক্যাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন ; তোমাকে অদ্য যমালয়ে প্রেরণ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব না।" এই কথা শ্রবণে বালিরাজ সুগ্রীবকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ যাবৎ সংগ্রাম হইলে পর, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাপতির প্রহারে ব্যথিত হইলেন এবং রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলা-য়ন করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলে সুগ্রীব কহিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, বালিকে বিনাশ করা অনায়াসসাধ্য নহে। আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে বিনষ্ট না হইয়া

পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। রামচন্দ্র কহিলেন,—"তোমাদের উভয় ভ্রাতার তুল্য অবয়ব; পাছে বালিকে হত্যা করিতে গিয়া তোমাকে হত্যা করি, এই ভয়ে আমি বাণ ত্যাগ করিতে পারি নাই। তুমি গলদেশে এক মাল্য পরিধান করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন কর; আমি নিশ্চয়ই এবার তাঁহাকে বিনষ্ট করিব, তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না। তোমার গলদেশে মাল্য থাকিলে, বালি রাজাকে নির্ব্বাচিত করিতে পারিব।

অতঃপর, সুগ্রীব গলদেশে মাল্য পরিধান করিয়া পুনরায় বালি-রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন। রামচন্দ্র এক বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করতঃ কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব, কপিশ্রেষ্ঠ বালি রাজার ভবন দ্বারে গমন করতঃ পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, বালি বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করতঃ কহিলেন,—"কাল তোর নিতান্তই নিকটবর্ত্তী দেখিতেছি; নচেৎ আমাকে পুনরায় যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতিস্ না।" এই কথা বলিয়া তিনি সুগ্রীবের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎ কাল যুদ্ধের পর তিনি সুগ্রীবকে ধারণ করতঃ ভূমে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষোপরি উপবেশন করিলেন বালি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সুগ্রীবকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছেন, এরূপ সময়ে রামচন্দ্রের পরিত্যক্ত বাণ তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ বিদ্ধ করিল। তিনি বাণাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া কহি-লেন,—"কোন্ নিষ্ঠুর আমাকে সম্মুখযুদ্ধে বিনষ্ট না করিয়া অন্তরাল হইতে বাণত্যাগ করিয়া আমার বিনাশ সাধন করিল? সে নিশ্চয়ই কোনও ব্যাধ হইবে; নচেৎ এরূপ গর্হিতাচরণ বীরপুরুষের ধর্ম্ম নহে।"

অতঃপর, রামচন্দ্রকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে তদীয় সম্মুখে আগমন করিতে দেখিয়া বালিরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বোধ হয় তুমিই অন্তরাল হইতে আমার প্রতি বাণত্যাগ করিয়াছ। আমি ত তোমার নিকট কোনও অপরাধ করি নাই, তবে কেন তুমি আমাকে বিনাশ করিলে? রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমি রাজা ও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমি অপরাধীর দণ্ড বিধান করিয়া থাকি। তুমি ভ্রাতৃজায়া গ্রহণ করিয়া মহা-

পাপে লিপ্ত ছিলে, সেই কারণে তোমার প্রাণদণ্ড বিধান করিলাম। অতঃপর কিষ্কিন্ধ্যাপতি, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার পরিচয়, বনাগমনের কারণ এবং রাবণ কর্ত্তৃক তদীয় ভার্য্যার হরণ ও সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন ইত্যাদি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন,—"তুমি সাহায্যার্থ সুগ্রীবের নিকট গমন না করিয়া আমার নিকটে কেন আগমন কর নাই? আমি রাবণকে আজ্ঞা করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তোমার ভার্য্যা তোমায় প্রত্যার্পণ করিত। সে আমার বল বিক্রম বিশেষরূপে অবগত আছে। সুগ্রীবের দ্বারা তোমার সাহায্য হইবে বটে; কিন্তু তোমাদিগকে অনেক ক্লেশ এবং পরিশ্রম সহ্য করিতে হইবে। তৎপরে বালি সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভাই, তোমার সহিত আমার যে বৈরভাব ছিল, তাহা এক্ষণে তিরোহিত হইতে চলিল; কারণ, শত্রুতাই হউক বা মিত্রতাই হউক, জীবন কাল পর্য্যন্ত থাকে। যেমন নলিনী জীবনহীন হইলে দিবাকর মিত্র হইয়াও তাহাকে তাপ প্রদান করেন, কিন্তু শশধর বৈরী হইলেও স্নিগ্ধকর দ্বারা তাহাকে সুশীতল করেন, তদ্রূপ তুমি আমার মৃত্যুর পর বৈরভাব পরিত্যাগ করতঃ মিত্রতাচরণ করিও। পত্নী তারা ও বালক অঙ্গদ রহিল, তুমি উহাদিগের প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিও।" তৎপরে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার পুত্র অঙ্গদ প্রায় আমার ন্যায় বীর; সে তোমার ভার্য্যা উদ্ধারে অনেক সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে; তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম।

বালি আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে তারা ও অঙ্গদ রোদন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র অঙ্গদকে ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন,—"কাহারও পিতামাতা চিরকাল বর্ত্তমান থাকেন না, সংসারস্থ সমস্ত জীবকেই কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; অতএব, তুমি রোদন পরিত্যাগ কর। আমি তোমার পিতাকে বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছি; পুনরায় তোমাকে রোদন করিতে দেখিলে আমি ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ হইব না। বালিরাজ-মহিষী তারা শোকাকুল চিত্তে কহিতে লাগিল,—"হায়! যিনি অসীম বীর্য্য সম্পন্ন, যাঁহার নামে শত্রুগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর

হয়, সেই মহাবীর বালিকে আজ অন্যায় সমরে ধরাশায়ী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন দেখিতে হইল!” পরে ক্রুদ্ধা হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—“তোমার কোমলতা, সরলতা ও রসিকতা কোন গুণই নাই। অহল্যাতে তোমার কোমলতা গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার কোমলতা ঈদৃশী যে, তোমার চরণস্পর্শে প্রস্তর দ্রব হইয়া মানবী কলেবরে পরিণত হইল। হরধনুর্ভঙ্গে তোমার সরলতা গুণ প্রচারিত হইয়াছে, মুহূর্ত্ত কাল মাত্র তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া সরল ধনু খানা বক্র হইয়া ভগ্ন হইল। অধুনা তোমার এক অপূর্ব্ব রসিকতার পরিচয় পাইয়াছি; স্থূর্পণখা উত্তম বেশভূষা করিয়া তোমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষিণী হইয়া আগমন করিয়াছিল; তুমি অনুজ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করাইয়া এক অভিনব পরিহাস করিয়াছ। তবে তোমাকে কিঞ্চিৎ লজ্জাশীল বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার স্ত্রী অপহৃত হওয়ায়, জনসমাজে মুখ দেখাইতে না পারিয়া, বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমার পতিকে বিনাশ করিলে। বালি তারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“প্রিয়তমে! এক্ষণে বৃথা গঞ্জনা পরিত্যাগ কর। রামচন্দ্র গোলকবিহারী নারায়ণ; আমি পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলে ইহাঁর হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতেছি।”

অতঃপর, রামচন্দ্র বালির বক্ষঃস্থল হইতে বাণ উন্মোচন করিলে, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। বালি রাজার মৃত্যুতে বানরমণ্ডলী সকলেই শোকাকুল হইল। অনন্তর, তাঁহার মৃতদেহের যথাবিধি সৎকার করা হইলে, অঙ্গদ তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিল। তৎপরে রামচন্দ্র স্থগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন।

বর্ষাকাল আগত হইলে, স্থগ্রীব রামচন্দ্রকে কহিলেন,—“আপনি অনুজ সহ এক্ষণে মাল্যবান্ পর্ব্বতে অবস্থান করুন, আমি বর্ষান্তে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া সীতার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিব।” অতঃপর স্থগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্র মাল্যবান্ পর্ব্বতে অবস্থানপূর্ব্বক জানকী বিরহে সর্ব্বদা বিলাপ এবং রোদন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকাল বিরহীর পক্ষে সাতিশয় ক্লেশ-

কর এবং পীড়াপ্রদায়ক। ঘনক্রোড়ে চপলা ক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিয়া ময়ূর ময়ূরীগণ প্রমত্ত হইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে বিরহ জাগাইয়া নৃত্য করিতেছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভাই, প্রাবৃট্ কালাগমনে নবীন মেঘের উদয় হইয়াছে; চপলা ক্ষণে ক্ষণে লুক্কায়িত হইতেছে দেখিয়া, প্রণয়িনীর উপর অভিমান বশতঃ বারিধর জীবন ত্যাগ করিতেছে। আমার প্রণয়িনীও আমার হৃদয় মেঘজালে আচ্ছন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত হইয়াছেন; অতএব, আমি কেন না জীবনত্যাগ করিব?"

বর্ষাকাল বিগত হইলেও সুগ্রীব আগমন করিলেন না দেখিয়া, লক্ষ্মণ কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ বানররাজের ভবন দ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার সহকারে সুগ্রীবকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"ওহে বানররাজ! তুমি রাজ্যলাভ করিয়া সুখে প্রমত্ত হইয়া কাল হরণ করিতেছ; কিন্তু যাঁহার দ্বারা তুমি এই সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়াছ, তিনি যে দিবানিশি কি দুর্ব্বিষহ হৃদয়বেদনায় কালতিপাত করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না। যে শরদ্বারা তোমার অগ্রজ নিহত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি রামচন্দ্রের তূণীরে বর্ত্তমান আছে। সাবধান! তোমাকেও যেন বালির পথের পথিক না হইতে হয়।" সুগ্রীব লক্ষ্মণের সকোপ বাক্যশ্রবণে ভয়ে তাঁহার নিকট আগমন না করিয়া, প্রথমে তারাকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। তারা বিনম্র বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"আপনাদিগের কর্ত্তৃকই এই বানর রাজের সম্পদ্ হইয়াছে। কেহ স্বহস্তে বৃক্ষরোপণ করিয়া, উহা তিক্তফল প্রদান করিলেও ছেদন করে না। আপনি কোপ পরিত্যাগ করুন, এই কপিপতি আপনাদিগের উপকার বিস্মৃত হইবেন না; ইনি প্রাণপণে আপনাদিগের সাহায্য করিবেন। তারার বচনে লক্ষ্মণের কোপশান্তি হইলে, সুগ্রীব আগমন করতঃ তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনারা আমাকে নিশ্চিন্ত জ্ঞান করিবেন না, আমি প্রধান প্রধান মহাবলবান্ বানরগণকে আনয়নার্থ নানা স্থানে দূতপ্রেরণ করিয়াছি। জানকীর অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিব। এক্ষণে চলুন, আমরা রামচন্দ্রের নিকট গমন করি।" এই কথা বলিয়া সুগ্রীব হনূমান্, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ প্রভৃতি বানরগণকে সমভিব্যাহারে

লইয়া লক্ষ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতঃ রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমি শীঘ্রই আপনার ভার্য্যার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিব। আমি বানর-রাজ্য-সমূহ হইতে বলশালী বানরগণকে আনয়নার্থ দূতগণ প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা অভীষ্ট বানরবৃন্দ সমভি-ব্যবহারে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

অতঃপর নানা দিগ্‌দেশীয় বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে উপস্থিত হইলে, সুগ্রীব অসংখ্যেয় বানরগণকে জানকীর অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করি-লেন। রাবণের রাজধানী দক্ষিণ দিকে সমুদ্রোপরিস্থিত লঙ্কাদ্বীপ জানিয়া, সেই দিকে তিনি হনুমান্, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ প্রভৃতি অসীম বলবুদ্ধিসম্পন্ন বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ গমন কালীন্ রামচন্দ্রের নিকট হইতে কোনও অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, রামচন্দ্র স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর সকলে জানকীর অনুসন্ধানার্থ যথানির্দ্দিষ্ট দিকে প্রস্থান করিল। দক্ষিণদিকের যাত্রীরা বহুদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক এক মরুপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় এবং প্রখর রবিকরে কাতর হইয়া তথায় এক বিল দর্শনে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বিলমধ্যদ্বারা গমন করতঃ তাঁহারা পাতাল প্রদেশে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহারা এক মনোহর পুরী এবং বিবিধ-ফল-ভারাক্রান্ত-বিটপী-পরিপূর্ণ সুরম্য উদ্যান ও সুস্বচ্ছ সরোবর অব-লোকন করিলেন। সেই পুরীমধ্যে স্বয়ম্প্রভা নাম্নী এক কন্যা যোগাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা স্বয়ম্প্রভার নিকট উপনীত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে পরিজ্ঞাত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ফলভক্ষণ এবং জল-পানের অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অবশেষে যোগবলে তাঁহাদিগকে সমুদ্রতটে লঙ্কার পরপারে রক্ষা করিলেন।

তাঁহারা জানকীর অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রায়োপবেশনে দেহ-ত্যাগ করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। গরুড়নন্দন সম্পাতি সূর্য্যতেজে দগ্ধপক্ষ হইয়া অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সমুদতীরে কতকগুলিন্ বানরকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদিগকে

ভক্ষণ-মানসে স্বীয় বৃহৎ চক্ষুদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অন্তিমকাল স্মরণ করিয়া ভয়হারী রামনাম গান করিতে লাগিলেন। রামনাম শ্রবণে সম্পাতির উভয় পক্ষেই বিপক্ষতা দূর হইল। তাঁহার নবীন পক্ষের সঞ্চার হইল এবং তিনি বানরগণের বিপক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ এবং এ স্থানে কি জন্যই বা অবস্থান করিতেছ?" বানরগণ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, হনুমান্ কহিলেন,—"আমরা অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের দূত; লঙ্কাধিপতি দশানন কর্ত্তৃক তদীয় ভার্য্যা অপহৃত হওয়ায়, আমরা তাঁহার অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হইয়াছি। অদ্যাবধি তাঁহার কোনও সন্ধান না পাইয়া আমরা প্রায়োপবেশনে মৃত্যু কামনায় এই স্থানে অবস্থান করিতেছি।" সম্পাতি কহিলেন,—"শতযোজন দূরে সমুদ্রোপরি দশাননের রাজধানী লঙ্কাপুরী অবস্থিত আছে। দশানন জনৈকা রমণীকে হরণ করিয়া লঙ্কামধ্যে অশোককাননে রক্ষা করিয়াছে। বোধ হয় উনিই তোমাদের রামভার্য্যা হইবেন। তোমরা এই শতযোজন বিস্তীর্ণ জলধি পার হইয়া লঙ্কাপুরীতে গমন করিতে পারিলে, অশোককাননে তাঁহার দর্শন পাইবে।" সম্পাতি তাঁহাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করতঃ গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বালিনন্দন অঙ্গদ বানরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাদের মধ্যে কে এই শতযোজন বিস্তীর্ণ বারিনিধি পার হইয়া লঙ্কায় গমন করতঃ জানকী দেবীর অনুসন্ধান গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সকলের জীবন প্রদান করিবেন?" অঙ্গদ সকলকে নিরুত্তর দর্শনে পুনরপি কহিলেন,—"যখন আপনারা কেহই এই সাগর পারে সমর্থ নহেন, তখন অগত্যা আমাকেই গমন করিতে হইবে। আমি অনায়াসে এই শতযোজন বিস্তীর্ণ বারিনিধি পার হইতে পারিব; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।" অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণে জাম্বুবান কহিলেন,—"তুমি মহাবলী বালিরাজের পুত্র, তোমার সাধ্যাতীত কিছুই নাই; কিন্তু তোমার এই ভূতাবর্গ বর্ত্তমানে তোমার এরূপ ক্লেশ স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি

পবননন্দন হনুমানের বলবীর্য্য অবগত নহ। ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াই সূর্য্যকে পক্ক ফলজ্ঞানে উহা ধারণ মানসে মাতৃক্রোড় হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গগনে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইনিই এই জলধি পার হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতঃ জানকীর সম্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।" অঙ্গদ হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি এই দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদিগের সকলের জীবন দান করিবে?" হনুমান্ কহিলেন,—"তোমরা চিন্তা পরিহার কর; আমি বারিধি পার হইয়া লঙ্কায় গমন করতঃ জানকী দেবীর সম্বাদ আনয়ন করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করতঃ নিজ কায়া দশযোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন এবং রামরূপ ধ্যান করতঃ তথা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক শূন্যমার্গে গমন করিতে লাগিলেন।

নাগমাতা সুরসা হনুমানের বল পরীক্ষার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শতযোজন ব্যাপ্ত মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক হনুমানের গতি রোধ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। হনুমান্ ক্ষুদ্র মক্ষিকারূপে তাঁহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণের ছিদ্রদ্বার দ্বারা নির্গত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিলে, সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসী তাঁহার পথাবরোধ করিল। তিনি তাহাকে নখাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া বিনাশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

তিনি লঙ্কায় উপনীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, দিবাভাগে জানকী দেবীর অন্বেষণ করিলে কি জানি নিশাচরগণ বাধা প্রদান করিতে পারে। তিনি এইরূপ চিন্তা করতঃ রজনীকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনী আগত হইলে, তিনি পিতা পবনের নিকট হইতে অশোককানন কোথায় সংবাদ লইলেন, এবং ক্ষুদ্র মর্কটরূপ ধারণ করতঃ অশোককাননে গমন করিয়া সীতাদেবী যে বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক তাহার এক শাখা অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই রমণীই রাঘববাঞ্ছা জানকী দেবী হইবেন। ইঁহাকে শীর্ণকলেবরা এবং মলিনা দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি কোনও প্রিয়জন বিরহে কাতরা হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। রাঘবরমণী ভিন্ন আর কোন্ নারী এই অশোককানন মধ্যে শোকাকুল চিত্তে কাল-

যাপন করিবেন? অতএব অদৃশ্যভাবে ইহাঁর কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করি।”

সেই রজনীকালে রাবণ কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া অশোক কাননে জানকী সমীপে আগমন করিল। জানকী দেবী তাহাকে দেখিয়া করদ্বারা স্তন যুগল আচ্ছাদনপূর্ব্বক পশ্চান্মুখী হইয়া অবস্থান করিলেন। নিশাচরপতি তাঁহাকে এরূপে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল,—“আমি তোমার বিচিত্র ভাব অবলোকন করিতেছি; তোমার কুচপদ্মকলি তোমার অরুণ করে আচ্ছাদিত করিয়াছ; কিন্তু তত্রাচ উহা কেন প্রস্ফুটিত হইতেছে না, বুঝিতে পারিতেছি না। অরুণোদয়ে পদ্মকলি প্রস্ফুটিত হইতে কে কবে দেখে নাই? তোমার অম্বুজলোচন অবিরত জীবন ত্যাগ করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতভাব ধারণ করে নাই। কমলিনী বারিত্যাগ করিয়া অবিকৃত ভাবে থাকিতে তোমার নয়নকেই এই প্রথম দেখিলাম। রমণীগণের মধ্যে তুমি সর্ব্ব-প্রধানা; তোমার শশধরবিনিন্দিত সুচারু আনন লুকাইয়া আমার হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন? আমি দেবগণবিজয়ী হইলেও অধুনা মদনের পুষ্পবাণে কাতর হইয়াছি এবং তোমাকে স্মরহর জ্ঞানে তোমার শরণ হইতেছি।” জনকনন্দিনী উত্তর করিলেন, “তুমি তাবৎকাল পর্য্যন্ত মদনবাণে পীড়িত থাকিবে, যাবৎ রামচন্দ্রের বাণে তোমার কণ্ঠচ্ছেদিত না হইবে।” রাবণ সীতার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করিল।

অতঃপর দশাননের কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণের পত্নী সরমা, জানকী সমীপে আগমন করিলেন। তিনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা এবং পরদুঃখকাতরা ছিলেন। তিনি জনকনন্দিনীকে রোদনপরায়ণা দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্য প্রযোগ করতঃ কহিলেন,—“পতি বিরহে তোমার বর্ণ মলিন এবং দেহ ক্ষীণ হইয়াছে; কিন্তু তোমার ঐ একপত্রযুক্ত অম্বুজলোচন জীবন ত্যাগ করিয়াও শতপত্রযুক্ত পদ্মের গৌরব বিস্তার করিতেছে; অতএব, বৃথা রোদন করিও না।” জানকীর কিয়ৎ পরিমাণে শোকের লাঘব হইলে, রোদন সম্বরণ করতঃ কহিলেন,—“আমার নয়ন চিরকাল রামরূপ ভোজন করিয়া পরমসুখে অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে এই নেত্র উপবাসী থাকিয়া কিঞ্চিদ্দুষ্ট পিত্তজল বমন করিতেছে। সেই রামরূপ ভোজন বিনা আমার নয়নের পিত্তশান্তি হওয়া দুষ্কর। যখন রামচন্দ্র

মায়ামৃগ ধারণ করিতে গমন করেন, তিনি বার বার পশ্চাৎ ফিরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ামৃগ ধারণে গমন করিবার ইচ্ছা ছিল না, আমারই নিতান্ত অনুরোধে গমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আমাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার চিত্ত যে কিরূপ বিকল হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমার এই সব চিন্তা মানসে উদিত হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি আমার মৃত্যু হয় এবং রামচন্দ্র যদি কখনও এখানে আগমন করেন, তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিও, অভাগিনী সীতা তাঁহাকেই ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিযাছে।" বিভীষণপত্নী তাঁহাকে পুনরায় সান্ত্বনা প্রদান করতঃ গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

অতঃপর চেটীগণ নিদ্রিত হইলে, হনূমান্ অবসরপ্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষোপরি হইতে কহিতে লাগিলেন,—"অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ এবং সহধর্ম্মিণী সহ পিতৃসত্য পালনার্থ অরণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। লঙ্কাধিপতি দশানন কর্ত্তৃক তদীয় ভার্য্যা অপহৃত হওয়ায়, তাঁহার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করিযা কপিপতি সুগ্রীবরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহার ভার্য্যাপহারক অগ্রজ বালিকে নিহত করিয়া, তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমি সেই সুগ্রীবরাজের কিঙ্কর এবং রামচন্দ্রের দূত। দেবী জনকনন্দিনীর অন্বেষণার্থ এ স্থানে আগমন করিয়াছি। রামচন্দ্র এক্ষণে মাল্যবান্ পর্ব্বতে অনুজ ও কপিপতি সুগ্রীব সহ অবস্থান করিতেছেন।" উক্ত বাক্য শ্রবণে জনকনন্দিনী কহিলেন,—"আমার বোধ হইতেছে, তুমি রাক্ষস, মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছ। যদি তুমি প্রতারণা করিয়া থাক, আমি তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিতেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; নচেৎ, যদি তুমি যথার্থই রামদূত হও, তুমি যেমন আমাকে রামের সংবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত করিলে, তদ্রূপ আমার বরে তুমি অজর অমর হইয়া এই ধরাধামে চিরকাল বিরাজ করিবে।" হনূমান্ তাঁহার আশীর্ব্বাদ বাক্য শ্রবণে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ক্ষুদ্র দেহেতেই জানকীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জানকী তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন,—"তোমার যেরূপ ক্ষুদ্র কায় দেখিতেছি, তুমি এই শতযোজন জলধি কি প্রকারে পার হইলে, আমি এই চিন্তা করিতেছি।" হনুমান্ এই বাক্য শ্রবণে নিজ দেহ দশ যোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন এবং রামচন্দ্র প্রদত্ত অঙ্গুরী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জানকী উহা গ্রহণ করতঃ নয়ন জলে অভিষিক্ত করিয়া মস্তকে রক্ষা করিলেন। অতঃপর, তিনি হনূমান্‌কে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"বৎস! রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষ্মণ কুশলে আছেন ত? রামচন্দ্র কি অদ্যাবধিও আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন? তিনি, যে ধনুঃ সহায়ে তাড়কা এবং খরদূষণাদি বলশালী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা কি এক্ষণে কীটে জীর্ণ করিয়াছে; নচেৎ আমার উদ্ধারে তিনি কালবিলম্ব করিতেছেন কেন?" হনুমান্ উত্তর করিলেন,—"শশী এবং সরোজের সহিত আপনার বদনের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া রামচন্দ্র এক্ষণে উহাদিগকে দর্শন করেন না; অতএব, কি প্রকারে বলিব যে, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকেন? আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সপ্ততাল ভেদ এবং মহাবীর বালিকে বিনষ্ট করিয়াছেন; অতএব, ধনুর বিশ্রাম কোথায় যে, কীট কর্তৃক জীর্ণ হইবে? মাতঃ! আপনি চিন্তা পরিহার করুন; রামচন্দ্র শীঘ্রই আগমন করিয়া দশাননকে বিনষ্ট করতঃ আপনার উদ্ধার করিবেন।" জানকী সরমা দত্ত কয়েকটি মধুফল হনূমান্‌কে ভক্ষণ করিতে প্রদান করিলেন।

হনূমান্ ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া, উহার বৃক্ষ কোথায় আছে জানকী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জনকনন্দিনী অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক রাবণের মধুবন যে দিকে আছে, দেখাইয়া দিলেন। হনূমান্ আনন্দিত চিত্তে রাবণের মধুবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফলভক্ষণ এবং বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। উদ্যানরক্ষকগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অতঃপর, এই সংবাদ লঙ্কাধিপতির কর্ণগোচর হইলে, নিশাচরপতি হনূমান্‌কে ধৃত করিয়া তাহার নিকট আনয়নার্থ পাঁচজন মন্ত্রীপুত্রকে প্রেরণ করিল। তাহারা হনুমানের হস্তে একে একে নিহত হইল। অতঃপর, নিশাচরপতি নিজ পুত্র অক্ষয়কুমারকে প্রেরণ

করিল। পবননন্দন অক্ষয়কুমারকে কক্ষগত করিয়া বিনাশ করিলেন। দশানন, অক্ষয়কুমারের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিতচিত্ত হইয়া অবশেষে হনুমান্‌কে ধৃত করিয়া আনয়নার্থ তদীয় জ্যেষ্ঠাত্মজ ইন্দ্র-জিৎকে প্রেরণ করিল। ইন্দ্রজিৎ মধুবনে আগমন করতঃ হনুমান্‌কে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি ব্রহ্মার পাশ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। হনুমান্ স্বীয় বাহুবলে সেই পাশ অস্ত্র বিফল করিতে সমর্থ হইলেও ব্রহ্মার গৌরব রক্ষা হেতু বন্ধন স্বীকার করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ হনুমান্‌কে বন্ধন করতঃ কতিপয় রাক্ষসের স্কন্ধে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া পিতার সভামধ্যে আনয়ন করিল। লঙ্কাধিপতি তাঁহাকে দর্শন করতঃ ক্রোধসহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কি জন্যই বা এ স্থানে আগমন করতঃ আমার মধুবন ভগ্ন করিয়াছ?" হনুমান্ উত্তর করিলেন, "আমি পবননন্দন, আমার নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত হনুমান্; আমি রামচন্দ্রের দূত; তাঁহার আজ্ঞায় জানকী দেবীর অন্বেষণার্থ এ স্থানে আগমন করিয়াছি। আমাদের জাতীয় স্বভাবই এই যে, আমরা বন ভগ্ন করিয়া থাকি; এই কারণ হেতু তোমার মধুবন ভগ্ন করিয়াছি।" দশানন কহিল,—"তোমার অসীম সাহসিকতা হেতু অচিরাৎ উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলাম।" রাবণের এই আদেশ শ্রবণ করতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ এবং মন্ত্রীগণ করপুটে তাঁহাকে কহিল,—"দূত কোন অবস্থাতেই প্রাণদণ্ডার্হ নহে। এই বানরকে বিনষ্ট না করিয়া ইহাকে অপর কোনও গুরুতর শাস্তি প্রদান করুন। অতঃপর, সকলে পরামর্শ করতঃ হনুমানের লাঙ্গুল-প্রদেশে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে দগ্ধলাঙ্গুল করিয়া অপর বানরমণ্ডলীর উপহাসাস্পদ করিবার স্থির সঙ্কল্প করিল। হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করা হইলে, যখন সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, হনুমান্ বাহুবলে বন্ধন ছেদন করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অট্টালিকার উপরি আরোহণ করিলেন এবং সেই প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ গৃহাদি দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হনুমান্ এইরূপে সমুদয় গৃহ দগ্ধ করিয়া অশোককাননে জানকী সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় কার্য্যচিন্তা করতঃ হর্ষযুক্ত হইয়া

তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। জনকনন্দিনী কহিলেন,—"বৎস! তুমি রাবণের গৃহ দগ্ধ করিয়া অতিশয় দুরূহ কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছ।" হনুমান্ উত্তর করিলেন,—মাতঃ! শ্রীরামচন্দ্রের কোপানল এবং আপনার বিরহানল, এই দুই অনল প্রবল হইয়াই রাবণের গৃহ দগ্ধকরিয়াছে। আমাকে কেবল নিমিত্ত মাত্র জ্ঞান করিবেন।" অতঃপর, হনুমান্ জানকীর নিকট হইতে কোনও নিদর্শন প্রার্থনা করিলেন এবং লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমনের অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন। জনকনন্দিনী নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় চূড়ামণি হনুমান্‌কে প্রদান করতঃ বিদায় করিলেন।

হনুমান্ জনকনন্দিনীকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্রতীরের নিকটবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করতঃ তথা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পর পারে আগমন করতঃ বানরগণের সহিত মিলিত হইলেন। যেমন সরোজিনীকে প্রস্ফুটিত দেখিলে রবির উদয় অনুভব হয়, তদ্রূপ হনুমানের প্রসন্নবদন অবলোকনে বানরগণ অনুভব করিলেন, তিনি কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অতঃপর হনুমানের প্রমুখাৎ সমুদায় সংবাদ শ্রবণ করিলে পর, তাঁহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা অনতিবিলম্বে কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের অনতিদূরে বালি রাজার এক মধুবন ছিল। বানরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া হনুমান্‌কে কহিল, "তুমি লঙ্কার রাবণের মধুবন ভগ্ন করিয়া প্রচুর ফল ভক্ষণ করিয়াছ; আমরা বহুকাল যাবৎ পরিতৃপ্তি সহকারে ফল ভক্ষণ করিতে পাই নাই; অতএব, তুমি যদি যুবরাজ অঙ্গদের নিকট এই বন প্রার্থনা কর, তিনি তোমার অনুরোধে আমাদিগকে ফল ভক্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।" হনুমান্ বানরগণের অনুরোধে অঙ্গদের নিকট মধুবন প্রার্থনা করিলে, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ফল ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর বানরগণ মধুবনে গমন করতঃ বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্ব্বক ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। দধিমুখ নামক উদ্যানরক্ষক, বহুসংখ্যক বানরগণকে মধুবনে প্রবেশ করতঃ ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিল। বানরগণ কহিল,—"আমরা যুবরাজ অঙ্গদের অনুমতিতে ফল ভক্ষণ করিতেছি।" দধিমুখ কহিল,—আমি

মহারাজা সুগ্রীবের অনুমতি বিনা তোমাদিগকে ভক্ষণ করিতে দিব না।” এই বাক্য শ্রবণে বানরগণ তাহাকে প্রহার করতঃ বিদূরিত করিল। দধিমুখ ক্রোধভরে রাজা সুগ্রীবের নিকট গমন করতঃ কহিল,—“মহারাজ, যুবরাজ অঙ্গদের আজ্ঞায় অসংখ্য কপীবৃন্দ আগমন করতঃ আপনার মধুবনে প্রবেশ করিয়া ফল ভক্ষণ করিতেছে; আমি তাহাদিগকে নিবারণ করাতে তাহারা আমাকে প্রহার করিয়া বিদূরিত করিয়াছে।” এই সংবাদ শ্রবণে সুগ্রীব সাতিশয় পুলকিত হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—“আপনি কি অনুমান করিতেছেন? আমার বোধ হইতেছে, অঙ্গদ হনুমান্ প্রভৃতি দক্ষিণ দিকের যাত্রীরা সিদ্ধকাম হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, নচেৎ তাহারা অকৃত-কার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কখনই মধুবনে প্রবেশ করতঃ ফল ভক্ষণ করিত না।” সুগ্রীবের বাক্যাবসান হইতে না হইতেই অঙ্গদ হনুমান্ প্রভৃতি কপিগণ তথায় আগমন করতঃ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর, হনুমান্ তাঁহাদের যাত্রার দিবস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালাবধি তাবৎ বৃত্তান্ত সমুদায় তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিলেন। রামচন্দ্র হনুমান্‌কে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, “আমি তোমার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। তুমি জানকীর সংবাদ প্রদান করতঃ আমার মৃতদেহে জীবন দান করিলে। তুমি কি আমার প্রণয়িনী জানকীকে দেখিয়াছ? সেই পতিগতপ্রাণা বিরহকাতরা জনকনন্দিনী আমার বিরহে কি প্রকার আছেন বল।” হনুমান্ কহিলেন,— “তিনি আপনার বিরহ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল মাত্র আপনার আশারূপ ভেলা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিত আছেন। অনাহারে কৃশা, বিরহে মলিনা, চিন্তায় ব্যাকুলা, লঙ্কার অশোক কানন মধ্যে এরূপ একটি করুণ ছবি দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সেই রমণী অবিরত নয়নজলে ধরা অভিষিক্ত করি-তেছেন।” হনুমান্ এই কথা বলিয়া জানকীপ্রদত্ত চূড়ামণি রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রাম উহা গ্রহণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন,—“আমি ইহা কোথায় ধারণ করিব? জানকীর অদ্যাবধি উদ্ধার না হওয়ায় আমার মস্তক অবনত আছে, তথায় ইহা রক্ষা করা যাইতে পারে না। যখন জানকী বিরহে আমায় হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই, তখন উহা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন; সে স্থানে ইহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য

নহে। আর তথায় স্থানই বা কোথায়? হৃদয়ের সমুদায় স্থানই যে জনক-নন্দিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। যখন ধরণীনন্দিনীকে হরণ করিয়া লঙ্কাধিপতি অদ্যাবধিও জীবিত আছে, তখন নিশ্চয়ই আমার ভুজযুগল বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে; তথায় ইহা রক্ষা করা হইবে না। আমার কণ্ঠের কুহর কেবল জানকী বিরহে বৃদ্ধি পাইয়াছে; তথায় ইহা রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান।" রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করতঃ চূড়ামণি সেই স্থানে ধারণ করিলেন।

অতঃপর সুগ্রীব এবং রামচন্দ্র পরামর্শ করতঃ আর কালবিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। তাঁহারা অসংখ্যেয় বানর সেনায় পরি-বৃত হইয়া সেই দিবসেই লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সাগরকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে অনন্ত বারিনিধি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, পয়ো-ধির পর পার লক্ষিত হইতেছে না। কি প্রকারে তাঁহারা সেই দুস্তর বারি-নিধি পার হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সায়ংকাল আগত হইলে দিবাকর অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। দিবাকর যেন সমুদায় দিবাভাগের পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর হেতু সাগরে অবগাহন করিতেছেন। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রাণাধিক, ঐ দেখ, দিবাকর অস্তাচলাবলম্বী হইলে তাঁহার প্রিয়া কমলিনীকে মধুকরে অধিকার করায় দিনপতি লজ্জিত হইয়া সাগরে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, যাহাদের বধূ হৃত হয় তাহাদের এই পথই প্রশস্ত।" লক্ষ্মণ কহিলেন,—"তাহা নহে, আমাদিগকে এই জলধি উত্তীর্ণ হইতে চিন্তাকুল দেখিয়া ভাস্কর ঊর্দ্ধকরে সাগরে ডুব দিয়া আমাদিগকে ইঙ্গিতে কহিতেছেন যে, ইহাতে অধিক জল নাই, তোমরা অনায়াসে ইহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" রজনী উপস্থিত হইলে, গগনমণ্ডলে শশধর উদিত হইলেন, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহি-লেন,—"ভাই গগনে শশধর উদিত হইয়া কুমুদিনীকে প্রফুল্লিত করিতেছেন বটে; কিন্তু মৎসদৃশ বিরহিগণকে সাতিশয় তাপ প্রদান করিতেছেন। আর ইহা এমন বিচিত্রই বা কি? শশধর ও হলাহল উভয়ে সহোদর, উভয়ে সমুদ্র-মন্থন কালে পয়োধিগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; অতএব, হলাহলের

সহোদর হইয়া ইনি যে আমাকে তাপ প্রদান করিবেন, ইহা বিস্ময়জনক নহে।"

রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ এবং তাহার মাতামহ মাল্যবান্, সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, রামচন্দ্র কপিসেনাসহ সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বারিনিধি পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা রাবণের সভায় আগমন করতঃ তাহাকে উক্ত সংবাদ পরিজ্ঞাত করিলেন। অতঃপর, মাল্যবান্ দশাননকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস, তুমি রামের সহধর্ম্মিণী সীতাকে আনয়ন করতঃ কেন রাক্ষসকুল ধ্বংসের বাসনা করিয়াছ? আমার সৎপরামর্শ গ্রহণ কর। রাম লঙ্কায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তাঁহার করে প্রত্যর্পণ কর। শুনিয়াছি, তিনি দয়াময়, তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তুমি রামচন্দ্রকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে অবহেলা করিও না। তাঁহার একটা দূত এই শতযোজন বিস্তীর্ণ জলনিধি পার হইয়া তোমার মধুবন ভগ্ন করতঃ কয়েক জন বলবান্ রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিল এবং তোমার স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিল; তুমি দেবগণবিজয়ী হইয়াও তাঁহার কি করিতে পারিলে? তাঁহার যখন একজন দূত এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিল, তখন তিনি স্বয়ং লঙ্কায় উপনীত হইয়া যে কি করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে?" এই বাক্য শ্রবণে দশানন উত্তর করিল,—"সমুদ্রও যদি বিশুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হয়, দিবাকরও যদি নিজবৃত্তি পরিত্যাগ করেন, পুষ্কর তীর্থও যদি আর পাপহরানামে আখ্যায়িত না হন, মূষিকেও যদি বিড়ালকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, বিড়ালেও যদি শৃগালকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, শৃগালেও যদি শার্দ্দূলকে কখনও বিনাশ করে, শার্দ্দূল যদি সিংহকে নিধন করিতে সমর্থ হয়, তত্রাচ আমাকে কেহ পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না।" রাবণের এইরূপ উক্তি শ্রবণে বিভীষণ কহিলেন,—"আপনি জ্ঞানবান্ হইয়াও যখন মাতামহের হিতবাক্য গ্রহণ করিতেছেন না, তখন আপনার আসন্ন কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বিকারগ্রস্ত রোগী যেরূপ ঔষধ সেবনে বিরত হয়, আপনাকেও তদ্রূপ দেখিতেছি। আপনি অভিমানরূপ বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার মূলে কপিবৃন্দের কোপানলের ভস্ম প্রদান করিয়াছেন,

সেই বৃক্ষে রাক্ষসকুলের দর্পরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহার ফল যে কিরূপ বিষময় হইবে, তাহা আমি চিন্তা করিতেও কাতর হইতেছি।” বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণে দশানন ক্রোধে জ্বলদগ্নিবৎ দীপ্যমান্ হইয়া বিভীষণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। বিভীষণ সেই আঘাতে অচৈতন্য হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ তিনি দশাননকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“তুমি রামের হস্তে সমুদায় রাক্ষসকুল সহ নিহত হইবে। আমি তোমার নিকটে আর অবস্থান করিব না, সেই রামচন্দ্রের শরণাগত হইব। যেমন কোন গৃহে অগ্নি লাগিলে সেই গৃহ হইতে যে সকল বস্তু অপসারিত করা যায়, তাহারই রক্ষা হয়, তদ্রূপ আমি তোমার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলাম। তুমি নিশ্চয়ই আমার এই সমুদায় হিতবাক্য স্মরণ করতঃ পরিশেষে অনুতপ্ত হইবে।”

বিভীষণ এই রূপ বলিয়া রাবণের সভা পরিত্যাগ করতঃ চারি জন সচীব সহ সমুদ্রের পর পারে গমন করিয়া বানর সৈন্যগণের নিকটবর্ত্তী হইলেন। বানরগণ তাঁহাদিগকে অবলোকন করতঃ প্রহার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আগমন করিল। বিভীষণ বানরগণকে কহিলেন,—“আমরা রামচন্দ্রের শরণাগত হইবার জন্য আগমন করিয়াছি; তোমরা আমাদিগকে প্রহার না করিয়া রামচন্দ্রের নিকটে লইয়া চল।” বানরগণ তাঁহাদিগকে রামচন্দ্র সমীপে উপনীত করিলে ধার্ম্মিকবর বিভীষণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—“আমি দশাননের কনিষ্ঠ সহোদর; আমার নাম বিভীষণ। দশানন আপনার সহধর্ম্মিণীকে হরণ করিলে, আমি তাঁহাকে আপনার করে প্রত্যার্পণ করিবার জন্য মদীয় অগ্রজকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। অন্যও তাঁহাকে হিতবাক্য প্রদান করিয়াছিলাম এবং মাতামহ মাল্যবান্ দ্বারা জানকীকে আপনাব করে প্রত্যর্পণ করিতে কহিয়াছিলাম। তিনি আমার হিতবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছেন। আমি তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার শরণাগত হইবার জন্য আগমন করিয়াছি।” রামচন্দ্র জনান্তিকে সুগ্রীবকে কহিলেন,—“আমি ইহাঁকে আশ্রয় প্রদান করিবার ইচ্ছা করিতেছি, ইহা তোমার অভিপ্রেত কি না বল।” সুগ্রীব কহিলেন,—“যাহার গলদেশে সর্ব্বদা

অস্থিমালা বিরাজ করে, তাহার গলায় তুলসীমালা রহিয়াছে। এ ব্যক্তিকে আমার কপটাচারী বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। রাক্ষসেরা খলজাতি; এক্ষণে ভয়প্রাপ্ত এবং হীনাবস্থাপন্ন হইয়া কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। যেমন ক্ষীণ শশধরে কলঙ্ক লক্ষ্য হয় না, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রে সেই কলঙ্ক লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই নিশাচরকে ধার্ম্মিক বলিয়া আপনার অনুমান হইতেছে। আমার মতে ইহাকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" তৎপরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কি অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লক্ষ্মণ কহিলেন,—"আপনি যাহা করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল এ দাসের গৌরব রক্ষার নিমিত্তই আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দীপশিখা যে দ্যুতি ধারণ করে, তদ্দ্বারা সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট হইলেও পশ্চাৎস্থিত অন্ধকারকে উহা আশ্রিত জ্ঞানে নাশ করে না।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া বিভীষণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। পরে তাঁহারা কি প্রকারে সমুদ্র পার হইবেন, পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আপনি উপবাসী থাকিয়া সাগরের আরাধনা করুন; তিনি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে পথ প্রদান করিবেন।" রামচন্দ্র বিভীষণের পরামর্শে উপবাসে অবস্থান করিয়া সাগরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিন দিবস এইরূপে অতিক্রান্ত হইলেও যখন সাগর উপস্থিত হইলেন না, তখন রামচন্দ্র কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধনুতে অগ্নিবান যোজনাপূর্ব্বক সমুদ্রের প্রতি উহা নিক্ষেপ করিলেন। রামের অগ্নিবাণ প্রহারে সমুদ্রের জল বিশুষ্ক হইল। তখন বরুণদেব করপুটে রামের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া করুণ বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"আপনি এই সুগভীর সাগরের সমুদায় জল বিশুষ্ক করিয়াও, আমার নয়নজল কেন বিশুষ্ক করিতেছেন না। আমি আপনার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিস্বরূপ; পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।" রামচন্দ্র কহিলেন,—"আমি অনন্যোপায় হইয়াই এই রূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তুমি আমাকে পথ প্রদান না করিলে, আমি বাণ প্রত্যাখ্যান করিব না।" বরুণ কহিলেন, "আপনার বলশালী বানরসৈন্য

কর্ত্তৃক বৃক্ষ ও প্রস্তর দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করতঃ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গমন করুন। আপনার সৈন্য মধ্যে বিশ্বকর্ম্মাত্মজ নল নামক এক বানর আছে। তাহার দ্বারা ঐ সেতু শীঘ্রই নির্ম্মিত হইতে পারে।” এই কথায় রামচন্দ্র তাঁহার বাণ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং দশ দিবস মধ্যে উক্ত সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া সসৈন্যে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বানরগণ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তথায় মনোহর উপবন এবং বিবিধ ফলপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষ নিচয় ও স্থানে স্থানে সুনির্ম্মল সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা মনের উল্লাসে “জয়রাম” ধ্বনি করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ, শত্রুপক্ষ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, ভয়ে কেহই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে সাহসী হইল না। দশানন যখন শ্রবণ করিল, রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধনপূর্ব্বক কপিসৈন্যসহ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সে শুক ও সারণ নামক মন্ত্রিদ্বয়কে সমভিব্যবহারে লইয়া রামচন্দ্র কত সৈন্যসহ আগমন করিয়াছেন, নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক উচ্চ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল এবং রামচন্দ্রের কপিসৈন্য ও তাহাদের কার্য্যকলাপ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পরিদর্শন করিতে লাগিল। তদনন্তর, শুক ও সারণ লঙ্কাধিপতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল,—“মহারাজ! আপনি রামচন্দ্রকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অব-হেলা করিবেন না; যিনি এই শতযোজন ব্যাপ্ত সমুদ্রোপরি সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ, তিনি কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন। আপনি অসাধারণ বুদ্ধি ও বাহুবলে ত্রিলোক বিজয় করিয়া দেবগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; অতএব, এ স্থলেও আপনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে অনুধাবন করিবেন।” দশানন পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য সৈন্য স্থাপন-পূর্ব্বক সমুদায় প্রাচীর দ্বার রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

কয়েক দিবস বিগত হইলে, রামচন্দ্র যখন দেখিলেন, রাবণ যুদ্ধের কোনও উদ্যোগ করিতেছে না, তখন তিনি বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মিত্র দশানন অদ্যাবধিও যুদ্ধার্থ আগমন করিল না কেন?” বিভীষণ কহিলেন,— ”আপনি তৎসমীপে একজন দূত প্রেরণ করুন। সেই দূত গিয়া আপনার

জানকীদেবীকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিবে ; নতুবা, তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে।" রামচন্দ্র বিভীষণের পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া হনুমান্‌কে লঙ্কাধিপতির নিকটে প্রেরণে উদ্যত হইলেন। ইহা দর্শনে অঙ্গদ সাতিশয় পরিতপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"যখন রামচন্দ্র সকল কার্য্যে হনুমান্‌কে নিযুক্ত করিতেছেন, তখন আর আমাদের এ স্থলে অবস্থান করিবার প্রয়োজন কি?" তিনি এইরূপ চিন্তা করতঃ দুঃখে ও অভিমানে স্বীয় কটক সমূহ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। এই সংবাদ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অঙ্গদকে নিকটে আনয়ন করাইয়া মধুরভাবে তাঁহাকে কহিলেন,—"আমি যে তোমার পরাক্রমে সন্দিহান হইয়া তোমাকে দূত স্বরূপ দশানন সমীপে পেরণ করিতেছি না, তাহা নহে। তুমি মহাবীর বালির পুত্র, তুমি যে অসীম বলবীর্য্যসম্পন্ন তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি তোমাকে আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করি। আমি তোমার পিতাকে বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত আছি। তোমার পিতা মৃত্যুকালে তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন ; এই কারণ বশতঃ তোমাকে শত্রুর নিকট প্রেরণ করিতে ভয় হয়।" এই বাক্য শ্রবণে জাম্ববান্ কহিলেন,—"হনুমান্ দশানন সমীপে একবার দূত স্বরূপ গমন করিয়াছিল ; পুনরায় তাহাকে দৌত্যকর্ম্মে আগমন করিতে দেখিলে, দশানন হয় ত মনে করিবে, হনুমান্ ব্যতীত আমাদের সৈন্য মধ্যে আর তেমন বীর নাই ; এই কারণ বশতঃ আমি আপনাকে অঙ্গদকে প্রেরণ করিতে মন্ত্রণা প্রদান করিতেছি। বিশেষতঃ, অঙ্গদ রাজপুত্র ; সে রাজসভায় যেরূপ নির্ভয়ে বাক্যালাপ করিবে, অপর কেহই তদ্রূপ পারিবে না। দশানন অঙ্গদের কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবেন না।"

জাম্ববানের পরামর্শে রামচন্দ্র অঙ্গদকে দূত স্বরূপ লঙ্কাধিপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ অঙ্গদ রামচন্দ্র ও সুগ্রীবকে প্রণাম করতঃ "জয় শ্রীরাম।" রব উচ্চারণ করিয়া তথা হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক একেবারে দশাননের রাজসভার প্রাঙ্গনের প্রাচীরোপরি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদভরে প্রাচীর ভগ্ন হইয়া পতিত হইল। সভাস্থ সকলেই চকিত হইয়া

সভয় নেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রাচীর ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে, অঙ্গদ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সভামধ্যে আগমন করিলেন এবং রাবণকে উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনিও স্বীয় লাঙ্গুল বেষ্টিত করিয়া এক উচ্চ সিংহাসন নির্ম্মাণ করতঃ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, দশানন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার সভায় আগমন করিয়াছ?" যুবরাজ অঙ্গদ উত্তর করিলেন,—"আমি সেই মহাবীর বালির নন্দন, যাঁহার কক্ষচ্যুত সলিলের আস্বাদে তুমি জননীর স্তনদুগ্ধ পর্য্যন্ত বমন করিয়াছিলে। আর আমি সেই রামচন্দ্রের দূত, যাঁহার অনুজ তোমার ভগিনীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। তোমারকি সে সব কথা এক্ষণে স্মৃতিপথে আসিয়াছে?" রাবণ স্বীয় অপমান ঘটনা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অপর কথার অভ্যুত্থান করিয়া অঙ্গদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এক্ষণে তোমাদের হনুমান্ কোথায় আছে?" অঙ্গদ উত্তর করিলেন,—"হনুমান্ কে? আমি তাহাকে অবগত নহি।" দশানন কহিল,—"সে পবননন্দন।" অঙ্গদ কহিলেন,—"এক্ষণে আমার স্মরণ হইয়াছে; হনুমান্ নামে একজন কপি আছে বটে; আমার খুল্লতাত তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় লাঙ্গুলের উকুন বাছিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন; কারা, সেই হনুমান্ বড় ক্ষুদ্র অনুসন্ধানী। আমরা কখনও তোমার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই, সে তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছে।" এই বাক্য শ্রবণে দশানন কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, "গরুড়ের চঞ্চুতে কত বল আছে, তাহা ক্ষুদ্র কিঞ্চুলুক (কেঁচো) কি প্রকারে অবগত হইবে? আর কূপ মধ্যে পঙ্কে নিমগ্ন থাকে যে সকল ভেক, তাহারাই বা প্রখর রবির কিরণ যে কি প্রকার, তাহা অবগত হইতে পারিবে? আমি যে ত্রিভুবনবিজয়ী তাহা ক্ষুদ্র মর্কটগণ কি রূপে জানিবে?" রাবণের এই বাক্য শ্রবণে সভাস্থ সকলেই আনন্দে "হো হো!" রবে হাস্য করিয়া উঠিল। অঙ্গদ কহিলেন,—"আমি তোমার স্মরণশক্তির প্রশংসা করি। আমার পিতা যখন তোমাকে লাঙ্গুলে বন্ধন করতঃ গগনমার্গে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন তোমার এই ধরাকে শরাসম জ্ঞান হইয়াছিল, পর্ব্বতকে তিলের ন্যায় তুমি জ্ঞান করিয়াছিলে, সমুদ্রকে গোষ্পদ তুল্য তোমার বিবেচনা হইয়াছিল; অতএব, আমাদিগের মত বীর-

পাকে যে তুমি ক্ষুদ্র মর্কট বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে।" অঙ্গদের এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণ করতঃ দশানন ক্রোধে কোষ হইতে অসি নিষ্কাশনপূর্ব্বক তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক রাবণের মস্তকে সবলে পদাঘাত করিলেন। রাবণ সেই পদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। অঙ্গদ ইত্যবসরে তাহার মস্তকের মুকুট গ্রহণ করতঃ তথা হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দশাননের শিরোভূষণ তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র সেই মুকুট গ্রহণ করতঃ বিভীষণের মস্তকোপরি স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"আমি তোমাকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিব, অদ্য এই শিরোভূষণ প্রদান করিলাম। অতঃপর তিনি অঙ্গদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার বীরপণায় যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দশানন বহুক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দেখিল, তাহার মস্তকে শিরোভূষণ নাই। সে ক্রুদ্ধ হইয়া সভাস্থ নিশাচরবৃন্দকে সম্বোধন করতঃ কহিল, "তোমাদের কিছুই ক্ষমতা নাই; একটা বানর আমার মস্তক হইতে মুকুট গ্রহণ করতঃ পলায়ন করিল, তোমরা তাহাকে বাধা প্রদান করিতে পারিলে না! আমি যদি অচৈতন্য না হইতাম, তাহা হইলে, তাহার সাধ্য কি যে, সে এ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।" দশাননের এই বাক্য শ্রবণে তাহার সভাসদ্‌গণ কহিল,—"আপনি ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াও যখন তাহার প্রহারে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পতিত হইলেন, আমরা তখন তাহার কি করিতে পারিতাম।" রাবণ অপমানিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—"প্রথমে সীতাকে বশীভূত করা আবশ্যক।" সে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামচন্দ্রের এক মায়াশির নির্ম্মাণ করিল এবং উহা গ্রহণ করতঃ অশোককাননে জানকী সমীপে উপস্থিত হইল। সীতা দশাননকে দেখিয়া বিমুখী হইয়া অবস্থান করিলেন। দশানন জানকীকে সম্বোধন করতঃ কহিল,—"এই দেখ, তোমার রামকে সমরে নিহত করিয়া তাহার মস্তক আনয়ন করিয়াছি। তাহার সমভিব্যাহারে যে সকল কপিসৈন্য আগমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই লঙ্কা পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করিয়াছে। তুমি এক্ষণে আমাকে পতিত্বে

বরণ কর। ইচ্ছা করিয়া কেন বৈধব্যক্লেশ ভোগ করিবে।" সীতা রামচন্দ্রের মায়াশির অবলোকন করতঃ "হা জানকীপতি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করতঃ দশাননকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"পাপিষ্ঠ! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! আমি অনলে প্রবেশপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি তোর ন্যায় অধম পুরুষকে আমার পদের নখাগ্রভাগের সম ও জ্ঞান করি না।" সেই সময়ে একটা বিকলাঙ্গ রাক্ষস আগমন করতঃ দশাননকে কহিল,—"বানরগণের উৎপাতে আমরা বিত্রস্ত হইয়াছি, আপনি শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান করুন; নচেৎ, আমরা সকলেই লঙ্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।" সেই রাক্ষসের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করতঃ জনকনন্দিনী আশ্বস্তা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"হয় ত দশানন আমাকে রামচন্দ্রের মায়াশির দর্শন করাইয়াছে; নচেৎ রামচন্দ্র নিহত হইলে, এই রাক্ষস এরূপ কথা বলিবে কেন।"

অতঃপর দশানন অশোককানন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিশাচরসৈন্যবৃন্দকে, রামের সহিত যুদ্ধার্থ গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিল। তাহার আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র পদাতি, অশ্বারোহী, রথ, হস্তী প্রভৃতি সজ্জীভূত হইল। রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ এই সংবাদ শ্রবণ করতঃ রণসাজে রথারোহণে আগমনপূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করতঃ তাহার সহিত যুদ্ধে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাবণ তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। নিশাচরসৈন্যের পদচালনায় গগনে ধূলি উত্থিত হইয়া দিবাকরের কিরণজাল আচ্ছাদিত করিল; তাহাতে বোধ হইল, ভানু দশাননের ভয়ে,তাহার সৈন্যের ক্লান্তি দূর হেতু,নিজ কর সঙ্কুচিত করিতেছেন। দশানন কপিসৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার মন্ত্রী শুক, তাহাকে সম্বোধন করতঃ কহিল,—"মহারাজ! ঐ দেখুন, অদূরে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র বামকরে ধনু ধারণ ও দক্ষিণ করে বাণ ধারণপূর্ব্বক উহা ধনুতে যোজনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও প্রস্তর হস্তে দণ্ডায়মান কপিবৃন্দ, আমাদের দিব্যাস্ত্রধারী বলবান্ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছে, উহাদিগকে আমার প্রলয়

কালীন্ কালান্তক স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে। আবার অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দর্শন করুন, নিশাচরগণে ও কপিবৃন্দে কেমন অপূর্ব্ব সংগ্রাম হইতেছে। ঐ দেখুন, বানরগণের বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে বলশালী নিশাচরগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।" মহোদর নামক রাক্ষস করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে আগমন করিযাছিল। সে অঙ্গদকে বৃক্ষ ও প্রস্তর হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া তৎপ্রতি তাহার করী ধাবিত করিল এবং ধনুকে বাণ যোজনাপূর্ব্বক তৎপ্রতি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আগমন করতঃ তাহার বক্ষঃস্থলে মুষ্টাঘাত করিলেন। অঙ্গদের মুষ্টাঘাতে নিশাচর অনঙ্গ প্রাপ্ত হইল। অঙ্গদ সেই হস্তীকেও পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। হনুমানের মুষ্ট্যাঘাতে অকম্পন নামক নিশাচর কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাশায়ী হইল। তদ্দর্শনে বৃকোদর নামক রাক্ষস, হনুমানকে গদা প্রহার করিল। হনুমান তাহাকেও যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীব, কুম্ভকর্ণসুত কুম্ভকে চপটাঘাতে দন্তহীন করিয়া বিনাশ করিলেন। প্রহস্ত নামক রাক্ষস ভয়ে যমালয়ে গমন করতঃ আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে বহু নিশাচর নিহত হইলে, লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে দেখিয়া, দশানন ক্রোধে তৎপ্রতি এক শক্তি পরিত্যাগ করিল। লক্ষ্মণ সেই শক্তিচ্ছেদন করিয়া দশাননকে বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর রামচন্দ্র আগমন করতঃ অস্ত্রাঘাতে দশাননকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। দশানন রামচন্দ্রের প্রহারে ব্যথিত হইযা রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে পলায়ন করিল।

দশানন রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, তৎপুত্র মেঘনাদ রণস্থলে আগমন করতঃ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সহ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র তাহার শরজাল খণ্ড খণ্ড করিযা, সুশাণিত শরপ্রহারে তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। সে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া মেঘের অন্তরালে গমন করতঃ তথা হইতে শরক্ষেপ করিতে লাগিল। মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া শরক্ষেপ করায়, রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তৎপ্রতি যে সমুদায় শর ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদয়াই ব্যর্থ হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিতের

শরপ্রহারে বহু কপিবৃন্দ বিনষ্ট হইল। রাম লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা পৃষ্ঠে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশ অস্ত্রে বন্ধন করিয়া পিতার নিকট গমন করতঃ তাহাকে এই সংবাদ অর্পণ করিল। দশানন তৎশ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন প্রদান করতঃ তদীয় কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা নাগপাশে বদ্ধ আছেন। পবন তাঁহাদিগকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দর্শনে গরুড়কে স্মরণ করিতে রামচন্দ্রকে উপদেশ প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র গরুড়কে স্মরণ করিলে, বিনতানন্দন তৎক্ষণাৎ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। সর্পগণ গরুড়কে দর্শন করতঃ রামচন্দ্রকে পাশমুক্ত করিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। রাম লক্ষ্মণ পাশমুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলে, কপিগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

দশানন কপিগণের জয়-নিনাদ শ্রবণ করতঃ বিষণ্ন হইয়া, ঘটনা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত এক জন দূতকে প্রচ্ছন্ন ভাবে গমন করতঃ সংবাদ আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। দশানন দূত প্রমুখাৎ রাম লক্ষ্মণ নাগপাশ মুক্ত হইয়াছেন শ্রবণে বিষাদিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—"ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের সহায়তা বিনা রাম লক্ষ্মণকে পরাভূত ও বিনাশ করা দুষ্কর। সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে। ব্রহ্মার বরে সে পর্য্যায় ক্রমে ষষ্ঠ মাস কাল যাবৎ নিদ্রাপন্ন এবং এক দিবস কাল মাত্র জাগরিত থাকে; অতএব, তাহাকে জাগ্রত করা ভিন্ন অপর কোন উপায় দেখিতেছি না।" দশানন এইরূপ চিন্তা করতঃ অমাত্যবর্গকে যে কোন উপায়েই হউক, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। তাহারা বহু ক্লেশে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। কুম্ভকর্ণ নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ রসে উদরানল নির্ব্বাপণ করতঃ দশাননের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি অকালে কেন আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন?" দশানন কুম্ভকর্ণকে জানকী হরণ বৃত্তান্ত এবং রাম লক্ষ্মণের সীতার উদ্ধারার্থ কপিসৈন্য সহ লঙ্কাপুরীতে আগমন, রাক্ষসসৈন্য সহ কপিসৈন্যের যুদ্ধ, যুদ্ধে দশাননের পরাভব এবং

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন ও পরে পাশমুক্তি ইত্যাদি সমুদায় সংবাদ বিবৃত করিল এবং কহিল,—"রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করা দুষ্কর জ্ঞানে, তোমার সাহায্য অভিলাষী হইয়া তোমার অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছি।" কুম্ভকর্ণ জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি যে রামভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনয়ন করিয়াছেন, সেই রমণী কি আপনাকে ভজনা করিয়াছে?" দশানন উত্তর করিল,—"না, সে দিবানিশি রামরূপ ধ্যান এবং রাম-নাম উচ্চারণ করতঃ রোদন করে; সে নিরতিশয় রামগতপ্রাণা।" কুম্ভ-কর্ণ কহিল,—"আপনি মায়াদ্বারা রামরূপ ধারণ করতঃ কেন তাহার নিকট গমন করেন নাই?" দশানন কহিল,—"আমি রামরূপ ধারণের চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু রামরূপ ধারণের পূর্ব্বে যখন রামরূপ ধ্যান করিতে ছিলাম, তখন পরনারীসম্ভোগ-বাসনা ত দূরের কথা, আমার ব্রহ্মপদ ও তুচ্ছ জ্ঞান হইয়াছিল; অতএব, আর রামরূপ ধারণের ইচ্ছা হইল না।" কুম্ভকর্ণ মনে মনে চিন্তা করিল,—"এতদিনে গোলকবিহারী নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; রাক্ষসকুল এই বারে উদ্ধার লাভ করিবে।" দশানন কুম্ভকর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ভাই, তুমি যুদ্ধে গমন করতঃ সেই রাম লক্ষ্মণের বিনাশ সাধন করিয়া আমাকে ভয়শূন্য কর।"

রাবণের আজ্ঞায় কুম্ভকর্ণ নিশাচরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিল। তাহার প্রকাণ্ড অবয়ব দর্শনে ভয়ে বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অদ্য কোন্ বীর রণস্থলে আগমন করিতেছে, যাহার প্রকাণ্ড অবয়ব দর্শনে ভয়ে আমাদের কপিসৈন্যনিচয় পলায়নপরায়ণ হইতেছে?" বিভীষণ কহিলেন,—"ইনি আমার মধ্যম সহোদর; ইঁহার নাম কুম্ভকর্ণ। ইনি ব্রহ্মার বরে পর্য্যায়ক্রমে ছয় মাস কাল নিদ্রিত এবং এক দিবস কাল মাত্র জাগ্রত থাকেন। যদি ইঁহার অকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। যদিও দশানন অদ্য ইঁহার অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ইঁহাকে রণস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন, তত্রাচ ইঁহাকে পরাজিত করিয়া বিনাশ করা দুঃসাধ্য।" বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণে কপিপতি সুগ্রীব, হনূমান ও অঙ্গদকে উভয় পার্শ্বে রক্ষা করিয়া, প্রকাণ্ড এক শালবৃক্ষ হস্তে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং সেই শাল-

বৃক্ষ তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই বৃক্ষ কুম্ভকর্ণের মস্তকে পতিত হইয়া বিভগ্ন হইল। কুম্ভকর্ণ বানররাজকে শূল প্রহারে মূর্চ্ছিত করিয়া, তাঁহাকে গ্রহণ করতঃ দশানন সমীপে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে সুগ্রীব চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক নখ ও দন্ত দ্বারা কুম্ভকর্ণের নাসা ও কর্ণ ছিন্ন করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন। কুম্ভকর্ণ নাসা কর্ণ বিহীন হইলে জ্বালায় ও ক্রোধে অস্থির হইয়া পুনরায় রণস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং বহু কপিসৈন্য বিনষ্ট করতঃ রাম চন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। রাম বাণ প্রহারে তাহার হস্ত ও পদ ছিন্ন করিলেন। সে ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হইয়া কপিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অতঃপর রামচন্দ্র তাহার মস্তক ছেদন করিলে সে গত জীবিত হইল।

দশানন কুম্ভকর্ণের নিধন-সংবাদ-শ্রবণে অতিশয় শোকাকুল হইল; এবং অতঃপর নিজপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ অতিকায়কে রণস্থলে প্রেরণ করিল। ত্রিশিরা ও নিকুম্ভ নামক নিশাচর দ্বয়ও অতিকায়েব সমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিল। অতিকায় মনে মনে এই স্থির করিলেন যে, "আমি রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিব; অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিব না।" অতিকায় এইরূপ চিন্তা করতঃ রামচন্দ্রের অভিমুখে রথ ধাবিত করিতে সারথিকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; কিন্তু হনূমান অঙ্গদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কপিবৃন্দ তাঁহার সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাহার পথাবরোধ করিলেন। অতিকায় তাঁহাদিগকে পরাজিত করতঃ রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমাকে অপর কেহ যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে; আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন।" লক্ষ্মণ তদীয় এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"তুমি অগ্রে আমাকে না পরাজিত করিয়া, রামের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধের বাসনা করিতেছ?" অতিকায় কহিলেন, "তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হও, তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে আমার অনিচ্ছা নাই।" অতঃপর উভযে সংগ্রামে নিরত হইলেন। উভয়েই প্রায তুল্য বীর, উভযেই দিব্যাস্ত্র-সম্পন্ন, তাঁহারা উভয়েই উভয়ের প্রতি দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রয়োগ করিতে

লাগিলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণ তাঁহাদিগের সংগ্রাম দর্শনে তাঁহাদিগের বীরত্বের মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অতি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রাম করতঃ পরিশেষে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অতিকায়ের মস্তক ছেদন করিলেন। অতিকায়ের ছিন্নমস্তক ভূমে পতিত হইয়া "রাম নাম" উচ্চারণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিভীষণের মুখ প্রতি অবলোকন করিলেন। বিভীষণ কহিলেন,—"রাবণনন্দন অতিকায়ের তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও রামভক্ত এই লঙ্কাপুরীতে আর কেহই ছিল না। ইনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সমরে দেহত্যাগ করিয়াছেন; নচেৎ ইহাঁকে বিনষ্ট করিতে লক্ষ্মণ সমর্থ হইতেন না।" বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র শোকাভিভূত হইয়া কহিলেন,— "লঙ্কামধ্যে আমার যে এরূপ ভক্ত ছিল, অগ্রে কেন আমাকে বল নাই? জানকী উদ্ধার না হয় নাই হইত, আমি এই ভক্তকে বিনষ্ট হইতে দিতাম না।" অতঃপর অঙ্গদ হস্তে ত্রিশিরা ও হনুমান হস্তে নিকুম্ভ বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

দশানন দূত মুখে অতিকায়ের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত চিত্ত হইয়া তদীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধন করতঃ কহিল,—"আমি যাহাকেই রণে প্রেরণ করিতেছি, সেই আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। আমি এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" ইন্দ্রজিৎ কহিল,—"আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনি অপরকে কেন রণস্থলে প্রেরণ করিতেছেন? আপনি আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি রণস্থলে গমন করতঃ রাম লক্ষ্মণের বিনাশ সাধন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।" দশানন ইন্দ্রজিৎকে অনুমতি প্রদান করিলে, রাবণনন্দন সৈন্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে গমন করিল। কপিগণ তাহাকে রণে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও প্রস্তর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ শরপ্রহারে কপিগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। হনুমান ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি এক পর্ব্বত নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ বাণদ্বারা সেই পর্ব্বত খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিল। হনূমান তদ্দর্শনে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার রথোপরি আগমন করতঃ তাহাকে বজ্রমুষ্টি প্রহারে মূর্চ্ছিত করিলেন। ইন্দ্রজিৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, হনুমানকে ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র তাহাকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ

রামের শর প্রহারে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রণোপরি পতিত হইল। তদ্দর্শনে সারথি রথ লইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। মেঘনাদ সম্মুখযুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া, রজনীযোগে মেঘের অন্তরালে গমন করতঃ তথা হইতে শরত্যাগ করিতে লাগিল। সে এরূপ অবিশ্রান্ত ভাবে শর ত্যাগ করিতে লাগিল যে, রাম লক্ষ্মণ ও কপি-সৈন্য নিচয় মোহ প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ সানন্দে পিতার নিকট গমন করতঃ তাহাকে রণজয় সংবাদ প্রদান করিল। দশানন রণজয় সংবাদ শ্রবণে আনন্দ চিত্ত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন প্রদান করিল।

হনুমান্ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন। তিনি এক মশাল হস্তে গ্রহণ করতঃ বিভীষণ সমভিব্যাহারে রাম লক্ষ্মণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে জাম্ববান্ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে নিকটে দর্শন করতঃ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"যে বীর এই শত যোজন ব্যাপ্ত জলনিধি পার হইয়া জানকীর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, যিনি বাল্যকালে পক্কফল ভ্রমে দিবাকরকে ধারণ করিবার জন্য মাতৃক্রোড় হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর হনুমান ত কুশলে আছেন?" জাম্ববানের এই বাক্যে বিভীষণ কহিলেন,—"রাম লক্ষ্মণ, যাঁহারা এই যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী ছিলেন এবং কপিপতি সুগ্রীব ও যুবরাজ অঙ্গদ, যাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহা-দিগের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা না করিয়া, হনুমানের কুশল সংবাদ কেন অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলে?" জাম্বুবান কহিলেন,—"পবন হনুমানের পিতা; পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত সেই জগৎপ্রাণ রাম লক্ষ্মণের অনুগত আছেন; অতএব হনুমান জীবিত থাকিলে অপর সকলেই জীবিত থাকিবেন; এই কারণ বশতঃ তাঁহার কুশল অগ্রে প্রার্থনীয়।" বিভীষণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক হনুমানকে দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ দেখ অদূরে মশাল হস্তে হনুমান রাম লক্ষণের অনুসন্ধান করিতেছেন।" অতঃপর, তাঁহারা রাম লক্ষ্মণের অনু-সন্ধান প্রাপ্ত হইলে, সুষেণের পরামর্শে হনুমান কৈলাস পার্শ্বে গমন করতঃ ঔষধি আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেবন করাইয়া সচেতন করিলেন এবং সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি অপর কপিবৃন্দকেও সেই ঔষধ সেবন করাইয়া তাঁহা-

দিগের মোহ বিদূরিত করিলেন। কপিগণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া এবং রাম লক্ষ্মণকে সচেতন দর্শন করিয়া উল্লাসে "জয় রাম!" ধ্বনি করিতে লাগিল।

কপিগণের "জয় রাম" ধ্বনি শ্রবণে মেঘনাদ, এক মায়া সীতা নির্ম্মাণ করতঃ রণস্থলে আগমনপূর্ব্বক, সেই সীতার মস্তকচ্ছেদন করিয়া নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিতে গমন করিল। তদ্দর্শনে হনূমান প্রভৃতি কপিগণ শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ তাঁহাদিগকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হনূমান কহিলেন,—"আমাদের সমুদয় শ্রম বিফল হইল; মেঘনাদ, জনক-নন্দিনীকে আমাদের সম্মুখে বিনাশ করিয়া গমন করিয়াছে।" বিভীষণ কহিলেন,—"তোমরা রোদন পরিহার কর; ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করিয়াছে। আমি চর প্রেরণ করিয়া অবগত হইয়াছি জনক-দুহিতা অশোককাননে কুশলে অবস্থান করিতেছেন।" অতঃপর তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মেঘনাদ নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিতে গমন করিয়াছে। সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। আপনি অবিলম্বে লক্ষ্মণকে আমার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করুন; আমরা গমন করতঃ তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"মেঘনাদ মহাবলবান্ এবং স্বভাবতঃ খল; লক্ষ্মণকে তাহার নিকটে প্রেরণ করিতে আমার আশঙ্কা হয়।" বিভীষণ কহিলেন,—"লক্ষ্মণের জন্য আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না; আমি লক্ষ্মণের বলবীর্য্য বিশেষ রূপে অবগত আছি। এক দিবস লক্ষ্মণ, রাবণসহ যুদ্ধে অচৈতন্য হইলে, দশানন তাহাকে বন্দী করতঃ স্বীয় আলয়ে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে বিংশতি হস্তে তাঁহাকে ধারণ করিয়া উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যে রাবণ অনায়াসে কৈলাস গিরি উত্তোলন করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ সেই দশাননের নিকট অতিশয় গুরু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন; অতএব, আপনি মেঘনাদ হইতে লক্ষ্মণের কোনও অনিষ্ট আশঙ্কা করিবেন না।" রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্যে লক্ষ্মণকে তদীয় করে সমর্পণ করিয়া হনূমান, অঙ্গদ এবং অন্যান্য বলশালী কপিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে মেঘনাদের যজ্ঞস্থলে প্রেরণ

করিলেন। তাঁহারা নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ নষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রজিৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। তাঁহাদের সংগ্রাম দর্শনার্থ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ এবং মেঘনাদ উভয়েই সমরকুশল, উভয়েই উভয়ের প্রতি দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ গতজীবিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। ইন্দ্রজিৎ গতজীবিত হইলে সদ্বীপা পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল এবং দেবগণ আনন্দে লক্ষ্মণের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ ও অপর কপিগণ পুলকিতান্তঃকরণে রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপুরঃসর মেঘনাদের সমরে পতন সংবাদ পরিজ্ঞাত করিলেন। রামচন্দ্র আনন্দে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! এত দিনে আমার আশা হইল যে, আমি দশাননকে বিনাশ করিয়া জনকনন্দিনীর উদ্ধার সাধন করিতে পারিব।"

ইন্দ্রজিৎ হত হইলে, ভগ্নদূত দশাননের নিকট গমন করতঃ তাহাকে এই সংবাদ প্রদান করিলে, দশানন পুত্রশোকে সিংহাসন হইতে ভূমে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। তদীয় মহিষী ময়দানবনন্দিনী মন্দোদরী এই সংবাদ শ্রবণ করিলে, পুত্রশোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে স্বামি-সকাশে আগমন করতঃ কহিল,—"যে মেঘনাদের পরাক্রমে স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত ছিলেন, আজ সেই দেবকুলত্রাস হৃদয়রত্ন, নর ও বানর কর্ত্তৃক নিহত হইল। আপনি রাম লক্ষ্মণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিবেন না। আমি আপনাকে নিতান্ত অনুরোধ করিতেছি, আপনি এখনও রামের ভার্য্যা রামকে প্রদান করিয়া, হতাবশিষ্ট রাক্ষসকুল রক্ষা করুন।" দশানন কহিল,—"প্রিয়তমে! আমি ইহা জানি যে, রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন; ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, জনক-নন্দিনী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী; অপিচ, আমি যে রামের বধ্য তাহাও অবিদিত নহি; তথাপি আমি রামের সীতা রামকে প্রদান করিব না। আমি রামের হস্তে

নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিব, এই ইচ্ছা করিয়াছি।" মন্দোদরী কহিল,—"আপনি রামের শরণাগত হইয়া তাঁহার আরাধনা করুন না কেন? তাহা হইলেও ত অন্তে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।" দশানন তদুত্তরে কহিল,—"আমি চিরকাল বাহুবলে সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া আসিয়াছি, কখনও ভিক্ষা অবলম্বন করি নাই; আমি মুক্তি ভিক্ষা না করিয়া, বাহুবলে তাহা গ্রহণ করিব।"

দশানন এইরূপ বাক্য বলিয়া যুদ্ধে গমন করিল এবং ক্রোধভরে সম্মুখস্থ বানরসৈন্য বিনষ্ট করতঃ রাম লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। অতঃপর দশানন সম্মুখে বিভীষণকে নয়নগোচর করিয়া রোষকষায়িত নেত্রে কহিল,—"অদ্য তোর আয়ু অবসান হইয়াছে; তুই মেঘনাদের মৃত্যুর কারণ; তুই যজ্ঞাগারের সন্ধান না বলিয়া দিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। আমি প্রথমে তোকে বিনাশ করিয়া পুত্রশোকানল কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বাণ করিব।" দশানন এই কথা বলিয়া তৎপ্রতি এক সুশাণিত শক্তি পরিত্যাগ করিল। বিভীষণ সেই শক্তি দর্শনে ভীত হইয়া কাতর নয়নে লক্ষ্মণের মুখ প্রতি অবলোকন করিলেন। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বাণদ্বারা সেই শক্তি দ্বিখণ্ড করিয়া ভগ্ন করিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তিমবর্ণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিল,—"তুমি ত বিভীষণকে রক্ষা করিলে, এক্ষণে আপনাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হও, দেখিব।" দশানন এই কথা বলিয়া ময়দানব প্রদত্ত একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি গ্রহণ করতঃ লক্ষ্মণের প্রতি পরিত্যাগ করিল। লক্ষ্মণ সেই শক্তি নিবারণের জন্য নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেই শক্তি তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী ও অচৈতন্য করিল।

লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পতিত হইলে, রামচন্দ্র ক্রোধভরে দশাননের প্রতি নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দশানন রামচন্দ্রের অস্ত্রজাল সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। লক্ষ্মণ স্বর্গে দেবগণের উৎসাহের সহিত, মন্দোদরীর পুত্রশোকের সহিত এবং বানরগণের জয়-আশার সহিত পতিত হন। রাম-

চন্দ্র তাঁহাকে গতজীবিতের ন্যায় অবলোকন করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শক্তি উন্মুক্ত করিয়া তিনি শক্তিকে আক্ষেপান্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—"হে ময়দানবনির্ম্মিত শক্তি! তুমি এক পুরুষ-ঘাতিনী হইয়াও আমাদের উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ করিতেছ। আমি পত্নীবিরহ সহ্য করিয়া পাষাণহৃদয় হইয়াছি বলিয়াই, বুঝি তুমি নবনীত অপেক্ষাও সুকোমলহৃদয় লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে? এই পৃথিবী, বন, উপবন, সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত, তরু সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু হায়! ভ্রাতা লক্ষ্মণ বিনা আমি সমুদায়ই অন্ধকারময় দেখিতেছি।" রাম-চন্দ্রকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, ধন্বন্তরি পুত্র সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিয়া দর্শনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ইনি এখনও গতজীবিত হন নাই; আগামী কল্য সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত থাকিবেন। ইতি মধ্যে যদি কেহ গন্ধমাদন গিরিতে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে বিশল্যকরণী নামক ঔষধি আনয়ন করিতে পারেন, তবে তৎপ্রয়োগে ইনি আরোগ্য প্রাপ্ত হইবেন।" রামচন্দ্র বানরমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"কে আমার এমন সুহৃৎ আছ যে, গন্ধমাদন গিরিতে গমন করিয়া ঐ ঔষধি আনয়ন করতঃ আমাকে চিরকালের জন্য ক্রয় করিবে?" এই বাক্য শ্রবণে হনুমান কহিলেন,—"আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে এ দাসের অসাধ্য কিছুই নাই। আমি এই রজনীযোগে গমন করতঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঔষধি আনয়নপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করিব।" হনুমান এই বাক্য বলিয়া অনতিবিলম্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতোদ্দেশে গমন করিলেন।

দশানন চরপ্রমুখাৎ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাতুল কাল-নেমীর নিকট গমন করতঃ কহিল,—"হনুমান, লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতাভিমুখে ঔষধি আনয়ন করিতে গমন করিয়াছে। তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করতঃ মায়াবলম্বনে হনুমানকে এ কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান কর। হনুমান যাহাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিও।" কালনেমী দশাননের আদেশে তন্মুহূর্ত্তেই গন্ধমাদন পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল এবং হনুমান তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মায়া দ্বারা এক আশ্রম নির্ম্মাণ-

পূর্ব্বক তপস্বিবেশে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। হনুমান তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ মায়াময় তাপসাশ্রম দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া কালনেমীর নিকট আগমন করতঃ তাহাকে তাপসজ্ঞানে প্রণাম করিলেন এবং বিনীত বচনে, কোন্ স্থানে বিশল্যকরণী ঔষধ আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ কপটাচারী, হনুমানকে সম্বোধন করতঃ কহিল,—"তুমি যে জন্য এ স্থানে আগমন করিয়াছ, আমি যোগবলে সমুদায়ই অবগত আছি। লক্ষ্মণ জীবিত হইবেন, তজ্জন্য তুমি কিছু চিন্তা করিও না। তুমি প্রথমে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরে ঔষধি অন্বেষণে গমন করিও। এক্ষণে অদূরবর্ত্তী সরোবর হইতে স্নান করিয়া আগমন করতঃ কিছু ভোজন কর। অতঃপর আমি তোমাকে, বিশল্যকরণী ঔষধি কোন্ স্থানে আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিব।" হনুমান অকপটচিত্তে ঐ মায়াবীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট সরোবরে স্নান করিতে গমন করিলেন। সেই সরোবরে গন্ধকালী নাম্নী এক গন্ধর্ব্বকন্যা দেবর্ষি নারদের অভিসম্পাতে কুম্ভীরিণী হইয়া বাস করিত। হনুমান সরোবরে অবগাহন করিলে, সেই কুম্ভীরিণী তাঁহাকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। হনুমান তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই কুম্ভীরিণী সহ তীরে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় নখ দ্বারা তাহার উদর বিদীর্ণ করিলেন। কুম্ভীরিণীর উদর বিদীর্ণ হইলে, তন্মধ্য হইতে এক রূপবতী ললনা নির্গত হইয়া হনুমানকে সম্বোধন করতঃ কহিল,—"তোমাকে যে ব্যক্তি এই সরোবরে স্নান করিতে প্রেরণ করিয়াছে, সে যথার্থ তপস্বী নহে, ছদ্মবেশী রাক্ষস। তোমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়েই সে তোমাকে এই সরোবরে স্নান করিতে প্রেরণ করিয়াছে। অতঃপর, তুমি সাবধানে থাকিও।" সেই গন্ধর্ব্বকন্যা এইরূপ বলিয়া অন্তর্ধ্যান হইল। হনুমান কালনেমীর নিকট আগমন করতঃ তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর, তিনি গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করতঃ বিশল্যকরণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন্‌টা বিশল্যকরণীর লতা তাহা চিনিতে পারিলেন না। তিনি ঐ পর্ব্বতনিবাসী কতিপয় গন্ধর্ব্বকে উক্ত লতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল এবং প্রহার করিতে

উদ্যত হইল। হনুমান তাহাদিগকে বিনাশ করতঃ ঔষধের অনুসন্ধানে আর কালক্ষেপ না করিয়া গন্ধমাদন গিরি উৎপাটনপূর্ব্বক মস্তকোপরি স্থাপন করতঃ লঙ্কায় উপনীত হইলেন। অতঃপর, সুষেণ ঐ পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী ওষধি নির্ব্বাচিত করিয়া উহা পেষণ করতঃ লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ উহার ঘ্রাণে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের পুলকের সহিত, রাক্ষসগণের ত্রাসের সহিত, রাবণের গর্ব্ব খর্ব্বের সহিত এবং মন্দোদরীর পুত্রশোকের সহিত গাত্রো-ত্থান করিলেন। অতঃপর, হনুমান সেই পর্ব্বত যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আসিলেন।

লক্ষ্মণ জীবিত হইলে, দশানন লঙ্কাপুরীতে আর কোনও বীর নাই দেখিয়া, হতাবশিষ্ট রাক্ষসসৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধস্থলে আগমন করিল এবং রামচন্দ্রের সহিত অতি ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে দেবগণ রাম রাবণের সেই সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাবণ রথোপরি অবস্থান করিয়া এবং রামচন্দ্র ভূমে দণ্ডায়মান থাকিয়া সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহারা তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতুলিকে বিমান সহ রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র সেই বিমানে আরোহণ করতঃ রাবণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র দশাননের সৈন্যের চতুর্থ অংশের তৃতীয়াংশ বিনাশ করিলেন এবং দশানন কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের সৈন্যের এক চতুর্থাংশ বিনষ্ট হইল। তাঁহারা যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহার সাদৃশ্য পূর্ব্বে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহারা যে যুদ্ধরূপ সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছিলেন, তাহার পঙ্ক হইয়াছিল মাংস ও মেদ, জল শোণিত, দ্বীপ মৃত হস্তী, মুক্তা দন্ত, শঙ্খ ছিন্নমস্তক এবং কবন্ধগণ জলজন্তু হইয়া-ছিল। তাঁহারা সপ্ত দিবস কাল অবিশ্রান্তরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অতঃপর রামচন্দ্র দশাননের দশ মস্তকচ্ছেদন করিলেন; কিন্তু উহা পুন-রুত্থিত হইল। রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ দশাননের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন এবং তাহার মস্তকও পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতে লাগিল। রাম-চন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তাপরায়ণ হইলে, দেবরাজসারথি মাতুলি

তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"ব্রহ্মার বরে রাবণের মস্তকচ্ছেদনে মৃত্যু হইবে না। আপনি উহার হৃদয় বিদ্ধ করুন, তাহা হইলেই কাল-প্রাপ্ত হইবে।" রামচন্দ্র মাতুলির উপদেশানুযায়ী ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দশাননের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। দশানন গতজীবিত হইয়া রথ হইতে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। রাবণ নিহত হইলে, দেবগণ আনন্দে রামচন্দ্রের মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ ভ্রাতার মৃত্যুতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দশানন মহিষী মন্দোদরী, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তে শোকে আকুলা হইয়া আলুলায়িত কেশে রণস্থলে আগমন করিল এবং স্বামীর চরণদ্বয় অঙ্কে ধারণ করতঃ শোকাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—"সুবর্ণনির্ম্মিত পালঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় যিনি শয়ন করিতেন, আজ তিনি ধূলায় শায়িত! যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু রক্তিমবর্ণ করতঃ কটাক্ষপাত করিলে স্বর্গে দেবগণ কম্পান্বিত কলেবর হইতেন, আজ সেই চক্ষে মক্ষিকা উপবেশন করিতেছে! দেবগণকে যাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছি, যিনি বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল বিজিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে দীন হীনের ন্যায় ধূলায় শায়িত দেখিতে হইল!" মন্দোদরীকে এই প্রকার বিলাপ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্রের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি তাহাকে মধুর ভাষে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে দশাননের মৃতদেহ শ্মশানভূমে আনীত করিয়া তাহার সৎকার কার্য্য সমাধা করাইলেন। অতঃপর, তিনি বিভীষণকে লঙ্কায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। বিভীষণ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিলে নিশাচর-বৃন্দ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অশোককাননে জানকী দেবী নিশাচরগণের উক্ত জয়ধ্বনি শ্রবণে ভীতা ও ব্যাকুলা হইয়া সখী সরমাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"আমি আর রামচন্দ্রের ধনুর টঙ্কার রব ত শ্রবণ করিতেছি না, হনুমানের সেই সিংহনাদ কই আর ত শ্রুত হইতেছে না, কপিসৈন্যের কোলাহল ত আর নাই; অতএব, আমার প্রিয় রামচন্দ্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার বাম অঙ্গ স্পন্দন করিতেছে, স্ত্রীলোকদিগের বাম অঙ্গ স্পন্দন শুভ লক্ষণ;

কিন্তু দেশগুণে ত বিপরীত ফল ফলিবে না?" সরমা কহিলেন,—"সখি! তুমি এ দেশের নিন্দা করিও না; যে দেশের মৃত্তিকামধ্যে প্রবাল জন্মে ও যে দেশের শুক্তি মুক্তা প্রসব করে, সে দেশ তোমাকে কেন শুভ ফল প্রদান করিবে না।" তাঁহারা এবম্প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এরূপ সময়ে হনুমান তথায় আগমন করতঃ সীতাকে প্রণাম করিয়া দশাননের নিধন সংবাদ তদীয় গোচরে নিবেদন করিলেন। তৎ শ্রবণে জনকনন্দিনী অতিশয় পুলকিত হইয়া পবননন্দনকে কহিলেন,—"তুমি অদ্য আমাকে যে শুভ সংবাদ প্রদানে আমার সন্তোষ বিধান করিলে, আমার এখন এমন কিছুই নাই যে, তদ্বিনিময়ে তোমাকে তাহা দান করি। দুঃখিনী জননীর কেবল আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।" হনুমান কহিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদের তুলনায় জগতের যাবদীয় রত্ন অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়। আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ব্যতিরেকে আর কিছুরই প্রার্থী নহি।" হনুমান এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হনুমানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে বিভীষণ জানকীকে রামচন্দ্র সমীপে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শিবিকা ও উত্তম বসন ও অলঙ্কারাদি সহ তথায় উপনীত হইলেন। জানকী শিবিকারোহণে রামচন্দ্রের নিকট গমন করতঃ তদীয় চরণে প্রণাম করিয়া অধোমুখে সলজ্জ ভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। লক্ষ্মণকে কটূক্তি প্রয়োগে বিদায় করায়, দশানন তাঁহাকে পঞ্চবটী বনে কুটীর মধ্যে একাকিনী প্রাপ্ত হইয়া হরণ করিয়াছিল, অতএব, ইহা যে তাহারই নির্বুদ্ধিতার ফল, এই সকল বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি সলজ্জভাবে অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,— "আমি দশাননকে বিনাশ করতঃ তোমার উদ্ধার সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নাই, তোমার যথা ইচ্ছা হয় প্রস্থান কর। আমার পরম মিত্র বিভীষণ বা কপিপতি সুগ্রীব, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় ভজনা করিতে পার।" রামচন্দ্র প্রমুখাৎ এই প্রকার বাক্য শ্রবণে জনকনন্দিনী চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিদ্রিত কি জাগরিত, কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কি প্রকৃত ঘটনা

অবলোকন করিতেছেন, কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। এক প্রকার মোহময় ভাবে তিনি আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অভিমানে কহিতে লাগিলেন,—"কুলকন্যাকে পতি পরিত্যাগ করিলে অনল বিনা তাহার আর কাহারও আশ্রয়াধীন হইতে নাই। তুমি নলের সহায়ে সাগর বন্ধন করতঃ উহা পার হইয়া যত না প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি অনলকে সহায় করতঃ এই শোকসাগর পার হইয়া তদপেক্ষা অধিক খ্যাতি লাভ করিব। তুমি পূর্ব্বে আমাকে 'কৃশানুমধ্যা' বলিয়া সম্বোধন করিতে, আমি ভাবিতাম, বুঝি আমার মধ্যদেশ কৃশ বলিয়াই তুমি আমাকে এরূপ সম্বোধন করিতে; কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তোমার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। কৃশানু শব্দের অর্থ অগ্নি, আমাকে অগ্নি প্রবেশ করানই তোমার ইচ্ছা ছিল। কখন কখন তুমি আমাকে 'বহিঃস্থ প্রাণ' বলিয়া সম্বোধন করিতে। আমি ভাবিতাম, আমি বুঝি তোমার বাহিরের প্রাণ; কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য অন্য রূপ ছিল। আমার প্রাণ বহির্গত হওয়াই তোমার অভিলাষ ছিল। কখন কখন তুমি আমাকে 'সর্ব্বদা অক্ষিগতা থাকিও' এরূপ বাক্য বলিতে, আমি ভাবিতাম বুঝি আমাকে তোমার নয়নের আড়াল হইতে বারণ করিতে; কিন্তু 'অক্ষিগতা' অর্থে দ্বেষিণীও বুঝায়। হায়! কে জানিত যে আমি তোমার দ্বেষিণী হইব? আমি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—যেন আমার 'অবারি' স্থানে বাস হয়; আমার শত্রুশূন্য স্থানে বাস হয়, এই ইচ্ছা করিয়া উক্তরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়, অনলকেও অবারি স্থান বুঝায়। আজ আমাকে অনলে বাস করিতে হইল। জনক-নন্দিনী এই প্রকার বাক্য বলিলে রামচন্দ্র কহিলেন,—"মানী জনের প্রাণ বিয়োগ ঘটিলেও তাঁহাদের মন দুঃখ প্রকাশ করে না; কিন্তু তুমি এ সভা মধ্যে কুলটার ন্যায় কত কথা কহিলে। কুলকন্যারা পতির কথায় এরূপ উত্তর প্রদান করেন না এবং তোমাকেও পূর্ব্বে এরূপ বাক্য-বিন্যাস করিতে দেখি নাই। তুমি এক মুখে শত শত কথা কহিলে। আমার বোধ হইতেছে, তুমি দশাননের দশ মুখের কথার উত্তর দিয়া এরূপ অভ্যাস করিয়াছ।" জানকী করুণ বচনে কহিলেন,—"আমি যদি অভিমান

বশতঃ তোমাকে কোনও অপ্রিয় বচন বলিয়া থাকি, তজ্জন্য ক্ষমা করিও। ইক্ষুদণ্ডকে পর্ব্বে পর্ব্বে চর্ব্বণ করিলেও উহা মিষ্ট ব্যতিরেকে কখনও তিক্ত রস প্রদান করে না। এ সংসারে আমি অপর কাহাকেও ভাল জানি না। পিতা মাতাকে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। আমার পরিণয়ের পর হইতে অপর কোনও দেবতার পূজা করি নাই, সকল দেবতাকে তাড়াইয়া দিয়া কেবল মাত্র একটি দেবতাকে পূজা করিয়া আসিতেছি। লোকেও তোমাকে 'করুণানিধান' বলিয়া থাকে; অতএব, আমার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে ত ক্ষমা করিও। আমার একটি মাত্র ভিক্ষা আছে, আমাকে শীঘ্র চিতানল প্রস্তুত করিয়া দেও, আমি আর এ ব্যথার ভার বহন করিতে পারিতেছি না।" জানকী দেবী এইরূপ বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণ প্রভৃতি দর্শকবৃন্দ জানকীর এইরূপ করুণ বচন শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে জানকীর অভিপ্রায়ানুরূপ চিতানল প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালন-পরায়ণ লক্ষ্মণ বিষণ্ণ চিত্তে চিতানল প্রস্তুত করিলেন। জানকী দেবী রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিয়া সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতঃ করপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—"হে সর্ব্বদহ! তুমি পাপ ও পুণ্যের সাক্ষী, যদি আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অপর পুরুষকে কখনও অন্তঃকরণে স্থান দিয়া থাকি; তাহা হইলে, আমাকে দগ্ধ করিও; নচেৎ কৃপাপরবশ হইয়া শীতল ভাব ধারণ করিও, আমি তোমার শরণাগত হইতেছি। জানকী দেবী এইরূপ বলিয়া প্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। অনল পতিব্রতা নারীর স্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে মস্তকোপরি স্থাপন করতঃ শীতল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সীতা অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলে, লক্ষ্মণ, হনুমান এবং অপরাপর সকলেই বিলাপ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। হনুমান রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—"মাতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার অগ্নি দাহে, জলে, ঊর্দ্ধ হইতে পতনে অথবা অপর কোন প্রকারেও মৃত্যু নাই। কিন্তু আপনার বর আমার নিকট অভিশম্পাতের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। আপনার ন্যায় জননী হারা হইয়া আমার আর জীবন ধারণের

বাসনা নাই।" লক্ষ্মণ বিলাপ করতঃ কহিতে লাগিলেন,—"দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষা কঠিন রাবণের শক্তি আমার হৃদয়ে সহ্য হইয়াছে; কিন্তু পতিগতপ্রাণা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী জননী জানকী দেবীর বিয়োগ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।" এইরূপে সকলকে বিলাপ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্রের মোহ অপনোদিত হইল। তিনিও বিলাপ করতঃ কহিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এ কি কুকর্ম্ম করিলাম। আমি আমার প্রিয়তমা সীতাকে অনলে বিসর্জ্জন করিলাম। আমি চির-কাল কল্পলতায় জল সেচন করিয়া ফল প্রদান কালে স্বহস্তে তাহাকে ছেদন করিলাম।" তিনি ভূমে উপবেশন করতঃ যুক্তকরে অনলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে হব্যবাহন! তুমি আমার হৃদয়কে সন্তাপিত করিতেছ, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, কারণ সন্তাপ প্রদানই তোমার স্বভাব; কিন্তু, তুমি জীবনারি হইয়া আমার হৃদয় দগ্ধ করিয়াও আমার জীবন কেন বিনাশ করিতেছ না, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি দিবা-কর বংশীয় রাজপুত্র হইয়া তোমার নিকট জানকী ভিক্ষা চাহিতেছি; আমাকে জানকী সমর্পণ কর। রামচন্দ্র উক্তবিধ বাক্য বলিলেও অনল তাঁহাকে জানকী প্রত্যর্পণ করিলেন না দেখিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু-র্ব্বাণ গ্রহণ করতঃ তৎপ্রতি বাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। অনল তদ্দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট গমন করতঃ তাঁহাদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—"আমরা তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিব না; যেহেতু তুমি আশ্রয়-ভোক্তা।" (অনল যে কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহাকেই ভক্ষণ করেন।) তখন অনল সিংহাসনসহ জানকীকে মস্তকে ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রের করে জানকীকে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"জানকী অপাপ-হৃদয়া, ইঁহাকে গ্রহণ করুন।" অতঃপর ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় উপনীত হইয়া রামচন্দ্রের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র চতুরাননকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন,—"যে সকল কপিগণ আমার জন্য রণস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের জননী ও পত্নীপুত্রগণ যখন আমাকে তাহাদের পুত্র, স্বামী ও পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিবে,

আমি তাহাদিগকে কি উত্তর প্রদান করিব, এই চিন্তায় কাতর হইতেছি। আপনি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবন প্রদান করুন।" চতুবা-নন কহিলেন,—যেমন জলধি স্বয়ং জল দান না করিয়া মেঘ দ্বারা ভূতলকে বারি প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি স্বযং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা হইয়াও আমার দ্বারা নিহত কপি-সৈন্যের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিতেছ।" তিনি এইরূপ বলিয়া অমৃত বর্ষণ করতঃ মৃত কপিগণকে পুনর্জীবিত করিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র, চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিযা, বিভীষণ সুগ্রীব, হনূমান্, অঙ্গদ, জাম্বুবান, নল, নীল প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া লক্ষ্মণ এবং জানকী সহ দশাননের পুষ্পক বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপর অমরবৃন্দ রামচন্দ্রের অনুমতি ক্রমে আপনাপন গৃহে প্রতিগমন কবিলেন। পুষ্পক রথ বায়ুব ন্যায় দ্রুত গতিতে অনতিবিলম্বে ভরদ্বাজাশ্রমে আসিয়া উপনীত হইল। রামচন্দ্র ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভরতকে সম্বাদ প্রদান জন্য হনুমান্‌কে নন্দীগ্রামে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। হনূমান্ শূন্যমার্গে গমন করিতে করিতে গুহক চণ্ডালের রাজ্যে, "রামচন্দ্র আগত প্রায়" এই কথা দৈববাণীর ন্যায় বলিযা প্রস্থান করিলেন। হনূমান্ নন্দী-গ্রামে উপনীত হইয়া দেখিতেন,—ভরত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভরত মনে মনে এই সম্বন্ধ করিয়াছিলেন—চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে রামচন্দ্র যদি প্রত্যাগমন না করেন, তিনি সেই প্রজ্বলিত অনলে দেহত্যাগ করিবেন। হনুমান্ ভরতকে রামচন্দ্রের অবয়বা-নুরূপ দেখিয়া তাঁহাকে কৈকেয়ী-নন্দন বলিয়া স্থিরীকৃত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করতঃ সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে অনল! জানকী তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্র তোমার প্রতি যে বাণ ত্যাগ করিবার মানস করিয়াছিলেন, তিনি সেই বাণ সহ এখানে আগত প্রায়। তুমি কোন্ সাহসে তাঁহার ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে সাহসী হইতেছ?" হনুমান্ যে কেবল সেই বাহ্য অগ্নিকে শাসন করিলেন, তাহা নহে; তিনি সকলের অন্তরস্থ বিরহানলকেও শাসন করিলেন। ভরত

প্রভৃতি সকলে হনুমান্ প্রমুখাৎ জানকী ও লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্র প্রত্যাগত হইতেছেন সম্বাদ শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইলেন।

এদিকে রামচন্দ্র ভরদ্বাজাশ্রমে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গুহক চণ্ডালের রাজ্যে আগমন করতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তৎপরে নন্দি-গ্রামে উপনীত হইলেন। তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রথমে বশিষ্ঠদেবের চরণে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে গমন করতঃ মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিলেন। জনকনন্দিনী এবং লক্ষ্মণও গুরু বশিষ্ঠ এবং মাতৃগণের চরণে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে প্রণাম করিলেন এবং শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। নন্দিগ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই রামলক্ষ্মণকে দর্শন করিবার জন্য ধাবমান হইয়া আগ-মন করিল। তাঁহারা নগরবাসীগণকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল আনয়ন করতঃ উহা তাঁহার পদতলে স্থাপন করিলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত জটা মুণ্ডণ করিয়া উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করিলেন। অযোধ্যাবাসীগণ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সংবাদ শ্রবণ করিয়া নন্দিগ্রামে আগমন করতঃ উৎসবে রত হইল। নন্দিগ্রাম আনন্দ উৎসবে রত হইয়া নিজনামের সার্থকতা সম্পাদন করিল। ভরত রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারী নিশাচর এবং কপিগণকে উত্তম উত্তম বাসস্থান প্রদান করিলেন এবং বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের আযোজন করিয়া দিলেন। অতঃপর কুলগুরু বশিষ্ঠদেব, মন্ত্রীগণ এবং রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার ইচ্ছা কল্যই রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হন, ইহাতে তোমাদের কি অভিমত প্রকাশ কর।" সকলেই বশিষ্ঠদেবের প্রস্তাব আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন এবং অভিষেকের জন্য যে যে বস্তুর আবশ্যক তাহার সংগ্রহ ভার সুমন্ত্রের প্রতি প্রদান করি-লেন। পর দিবস প্রত্যূষে বশিষ্ঠ মুনি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের তত্ত্বাবধান করিয়া দেখিলেন, সমুদায় দ্রব্যেরই আয়োজন হইয়াছে, কেবল চতুঃসাগরের জল সংগৃহীত হয় নাই। তিনি সাগর চতুষ্টয়ের জল এক্ষণে সংগ্রহ করা অসম্ভব জ্ঞানে, সরযূজলেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইচ্ছা করিলেন। সুগ্রীব এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনি

সাগর-বারির জন্য চিন্তিত হইবেন না, আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া তিনি চারিটী হেমকুম্ভ আনয়ন করাইয়া অঙ্গদ, নীল, জাম্বুবান এবং হনুমানকে প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে সাগরবারি আনয়নার্থ যথাক্রমে উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ, নীল এবং জাম্বুবান্ অনতিবিলম্বে যথা নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন; কেবল হনুমান্ কুম্ভ পার্শ্বে রক্ষা করতঃ উপবেশন পূর্ব্বক অপরের সহিত বাক্যালাপে রত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠমুনি স্থগ্রীবকে কহিলেন, "আপনার এই কপি এখনও ত সাগরবারি আনয়নার্থ যাত্রা করিল না। সাগরবারি আনীত হইলে তবে অভিষেক কার্য্য আরম্ভ হইবে; অতএব, কত যে বিলম্ব হইবে তাহা বলিতে পারিতেছি না।" হনুমান্ কহিলেন, "এই মাত্র ত দিবাকর উদিত হইয়াছেন, এখনও বিলক্ষণ সময আছে। আমি অচিরাৎ সাগরবারি আনয়ন করিব।" হনুমানের এই বাক্য শ্রবণে বশিষ্ঠ দব হাস্য করিয়া কহিলেন, "যতই হউক না কেন, বানরের বুদ্ধি ত। সাগর এখান হইতে কোথায় এক মাসের পথের ব্যবধান, এই কপি অচিরাৎ সাগরবারি আনযন করিবে বলিতেছে।" স্থগ্রীব কহিলেন,—"ইহার সাধ্যাতীত কিছুই নাই। ইনি পবননন্দন, ইঁহার গতি পবন-তুল্য; ইনি দুই দণ্ড কাল মধ্যে সাগর হইতে বারি আনয়ন করিবেন।"

হনুমান গমন করিয়া সাগর হইতে জল আনিয়া সকলের অগ্রে উপস্থিত হইলেন, তাহার অনেক ক্ষণ পরে অপর তিন জন কপি সাগর-বারি আনয়ন করিলেন, বশিষ্টদেব বেদ মন্ত্র দ্বারা রামের অভিষেক করিলে, রাম রাজা হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, জনক-নন্দিনী তাঁহার বাম ভাগে নব জলধরস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় সুশোভিতা, লক্ষ্মণ স্বহস্তে ছত্র ধারণ করিলেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে নানা দেশ-বাসী নরপতিগণে নানাবিধ ধন রামচন্দ্রকে কর-স্বরূপ প্রদান করিয়া অভি-বাদন করিতে লাগিলেন, রামচন্দ্রও তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সম্ভাষণ করিলেন। স্বর্গে দেবতারা রামের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সেই রাজসভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল, পুরবাসী সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণে রামাভিষেক দর্শনা-

ভিলাষে তথায় উপস্থিত হইয়া রাম সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রামচন্দ্র প্রদত্ত উত্তম উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন।

রামচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার মস্তকে দিবাকর অপেক্ষা উজ্জ্বল কিরীট শোভা পাইতেছে, যেন উদয় গিরিতে রবির উদয় হইয়াছে; আর তাঁহার কিরীটির উর্দ্ধে শশধর সম ছত্র শোভা পাইতেছে, তাহাতে অমাবস্যা জ্ঞান করিয়া কমলিনিগণ আনন্দিত আর কুমুদগণ হতাঁশ হইতেছে; কেননা, ঊর্দ্ধে শশী আর নিচে রবি থাকিলে শাস্ত্রে তাহাকে অমাবস্যা বলে। পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ শ্রীরাম চন্দ্রের বদনে বিচিত্র কাক পক্ষ শোভা পাইতেছে, তাহাতে সভাস্থেরা বিতর্ক করিতেছে যে, ইহা কাক পক্ষ নহে চন্দ্রের বিপক্ষ রাহু তাঁহাকে শশধর ভ্রমে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, তাহাই বা কি প্রকারে হইতে পারে কৃষ্ণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না; বোধ হয়, রামচন্দ্র উহাদের চোর জ্ঞান করিয়া পার্শ্বে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। রামচন্দ্র যে সময় মৃদু হাস্য করেন, তাঁহার গণ্ডস্থলে ক্ষুদ্র কূপের ন্যায় জ্ঞান হয়, কিন্তু দর্শকেরা অনুভব করিতেছে, ইহা ক্ষুদ্র নহে ইহা অতি গভীর যেহেতু লোকের মন পতিত হইলে, যদিচ চঞ্চল তত্রাচ উঠিবার ক্ষমতা থাকে না; রামচন্দ্র রাজোচিত তিলক করিলে, তাঁহাকে ত্রিনেত্র দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া কামদেব ভয়ে কামিনি-গণের হৃদয়ে গিয়া আশ্রয গ্রহণ করিয়াছে; রামের বিশাল বক্ষস্থলে মুক্তা-হার যেন নবীন মেঘে তারাগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

রামচন্দ্র প্রজাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিযা দীন দুঃখীদিগকে দান করিতেছেন; ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, করিগণে কর দ্বারা নগর হইতে জল উত্তোলন পূর্ব্বক গ্রীষ্ম কালে উত্তপ্ত জনকে শীতল করিতেছে। রামচন্দ্র বিচিত্র বসন পরিধান করিলে, তাঁহার নাভি পদ্ম হইতে কোঁচা লম্ব-মান রহিয়াছে; তিনি যদিও প্রবল প্রতাপে শত্রু দমন করেন, তত্রাচ তাঁহার মূর্ত্তি অতি স্নিগ্ধ জ্ঞান হয়; যেমন পূর্ণিমার শশধর মহাঘোর অন্ধকার হরণ করিয়াও অতি শান্ত প্রকৃতি ধারণ করে। রামের বাম ভাগে ধরণী-নন্দিনী যেন স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, সীতার উরুর তুল্য না হইতে পারিয়া রম্ভা-তরু ঊর্দ্ধ পদে তপস্যা করিয়া বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয় বলিয়া নিরাশা হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করে। জানকীর স্তন-দ্বয় এমনি কাছাকাছি অবস্থিত

যে তাঁহার নাভিস্থল হইতে রোমাবলি জঠর পর্য্যন্ত উঠিয়া আর ঊর্দ্ধে উঠিবার পথ অপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে নিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। বিধাতা শশী আর কমলের গৌরব হরণ করিয়া জনক-নন্দিনীকে প্রদান করিয়াছেন, সেই হেতু উহারা গৌরব-হারা হইয়া শশী গগণে উড়িয়া বেড়ায় আর কমল জলে না ডুবিয়া ভাসিয়া বেড়ায়; রামচন্দ্র সীতাসহ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, পবন-নন্দন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, মাতা বুঝি পদ প্রাপ্ত হইয়া আর আমাকে পদে স্থান দিবেন না; তিনি হয়তো আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, জনক-নন্দিনী মারুতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া নিজ কণ্ঠ-হার তাঁহাকে প্রদান করিলেন, হনুমান্ সেই হার প্রাপ্ত হইয়া সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি আমাকে কি প্রদান করিলেন, সীতা কহিলেন ইহাকে গুৎস কহে, হনুমান্ কহিলেন—তবে ইহার মধু কোথায়, জানকী কহিলেন—ইহা প্রবাল-লতিকা, হনুমান্ কহিলেন—ইহার অঙ্কুর ও পল্লব কি হইল, সীতা কহিলেন—কি আশ্চর্য্য দেখিয়া হার কেন দেখিতেছ না। পবন-নন্দন কহিলেন—ক্ষুধা নাই আহারে কি আবশ্যক আছে। জানকী কহিলেন, ইহা সুগ্রীবাভরণ, অর্থাৎ কণ্ঠ-হার, কপিবর কহিলেন, ইহা যদি সুগ্রীবের আভরণ তবে আমাকে কেন প্রদান করিলেন, সভাস্থেরা ইঁহাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। জানকী কহিলেন—বাছা হনুমান্ এই মুক্তা-হার বহু মূল্যবান্ পদার্থ তুমি গ্রহণ কর, হনুমান্ সেই হার গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন; বোধ হয়, ইহার ভিতরে রাম নাম আছে; নচেৎ মাতা কেন ইহা বহু মূল্যবান কহিবেন; যাহ হউক, ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, তখন তিনি একটি একটি দানা লইয়া দন্ত দ্বারা কাটিয়া দেখেন যে, ইহার ভিতরে কিছুই নাই, অমনি দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ভরত কহিলেন, মা জানকীর যেমন বিবেচনা, উনি কি না এই অমূল্য বস্তু একটা বানরকে প্রদান করিলেন। বানরে কি কখন ইহার গুণ বুঝিতে পারে, পরে হনুমান্কে কহিলেন তুমি কেন এই অমূল্য বস্তু নষ্ট করিতেছে। হনুমান্ কহিলেন—যাহাতে রাম নাম নাই তাহা আবার কিসে মূল্যবান্ হইল; তখন ভরত কিঞ্চিৎ কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তুমি যে এত বড় শরীর ধারণ

যে এত বড় শরীর ধারণ করিতেছ ইহাতে ত রাম নাম নাই, তবে তোমার এই শরীর বৃথা। হনুমান্ কহিলেন, যদি আমার শরীরে রাম নাম না থাকে, তবে আমি কদাচ এই বৃথা শরীরধারণ করিব না। এই কথা বলিয়া নখ দ্বারা আপনার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভরতকে দেখাইলেন। ভরত দেখেন যে, তাঁহার অস্থিতে অস্থিতে রাম নাম লেখা রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া ভরতের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি করযোড়ে হনুমান্‌কে কহিলেন, আমি তোমার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, রাম যে কি পদার্থ তাহা কেবল তুমিই অবগত আছ। আমরা অদ্যাবধি তাঁহাকে বিদিত হইতে পারি নাই।

রামের রাজ্য-শাসন কালে, তথায় চতুস্পাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল, সকলে সুনীতিসম্পন্ন ছিলেন, তৎকালে ন্যায়েতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লোকে ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করিত। অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও মিথ্যা ব্যবহার ছিল না। কুটিলতা কেবল কামিনীগণের কেশেতে দেখিতে পাওয়া যাইত, কঠিনতা যুবতীগণের স্তনে ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ছিল না, ক্ষীণতা রমণীগণের কটিদেশেতেই ছিল, যাচক শুদ্ধ অপ্রাপ্য বস্তুর ছিল, কৃপণতা প্রতিগ্রহ করিতে দেখা যাইত। নিগ্রহ কেবল ইন্দ্রিয়গণের ছিল মাত্র, পাপ বিনা লোকের আর কিছুতেই দ্বেষ ছিল না, সভাতে পণ্ডিতগণের বিচরা ভিন্ন আর কোন কলহ ছিল না। রামচন্দ্র এই রূপে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ প্রজা-রঞ্জক ছিলেন যে, এক জন সামান্য লোকের কথায় নিজসহধর্ম্মিণী সাধ্বী পতিব্রতা জনক-নন্দিনীকে গর্ভাবস্থায় বাল্মীকির তপোবনে বনবাস দেন, এবং বাল্মীকি মুনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন, সেই তপবনে সীতা-দেবী লব ও কুশি নামে দুইটি যমক সন্তান প্রসব করেন, জানকী-নন্দনেরা বাল্মীকির নিকটে নানাবিধ বিদ্যা অভ্যাস করিয়া রামায়ণ গান শিক্ষা করেন।

রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেই সময় বাল্মীকি, লব ও কুশকে রামের সভাতে লইয়া গিয়া রামায়ণ গান করিতে আদেশ করিলে, বালকেরা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। পরে তাহাদের পরিচয় পাইয়া রামের আনন্দের আর সীমা রহিল না। পরে বাল্মীকি

দ্বারা সীতাকে আনাইয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সীতা অস্বীকার করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন। তাহা দেখিয়া লব, কুশ ও রাম প্রভৃতি সকলের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

কিছু দিন গত হইলে, স্বর্গে দেবগণ রামকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য কালপুরুষকে রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। কালপুরুষ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া রামের নিকট আসিয়া কহিলেন যে, আপনার সহিত আমার কোন গোপনীয় কথা আছে, আমি যতক্ষণ আপনার নিকট অবস্থান করিব, কেহ যেন এ স্থানে আগমন না করে। যদি কেহ এখানে এ সময়ে আসে সে যেন আপনার বধ্য হয়। রাম সেই কথা প্রকাশ করিয়া লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। কালপুরুষ রামকে বৈকুণ্ঠে যাইবার প্রস্তাব করিলে, রাম কহিলেন, আমি অতি সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন কারতেছি। এই সময় দুর্ব্বাসা মুনি আসিযা লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিব, তুমি সংবাদ প্রদান কর। লক্ষ্মণ কহিলেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখন রামের নিকট কোনও ব্যক্তির গমনের নিষেধ আছে। দুর্ব্বাসা কহিলেন, যদি তুমি এ সময় সংবাদ না দাও, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। তখন লক্ষ্মণ পাপের ভয়ে রামেব নিকট সংবাদ প্রদান করিলেন। কালপুরুষ তথা হইতে প্রস্থান কবিলে, দুর্ব্বাসা রামের সহিত সাক্ষাত করিয়া আশ্রমে গমন করিলে, রামচন্দ্র শোকাকুল চিত্তে লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সরযূতে অবগাহন পূর্ব্বক দেহ-ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবতারা প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণের শোকে আর অধিক দিন অবনিতে অবস্থান করিলেন না। তিনি লব ও কুশকে অযোধ্যা রাজ্য প্রদান করিয়া লক্ষ্মণের পুত্রকে অপর একটী রাজ্য প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন নিজ নিজ পুত্রকে পৃথক পৃথক রাজ্য প্রদান করিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী যাহার যাহার স্বর্গারোহণের মানস হইল, তাহাদিগকে লইয়া স্বর্গারোহণ কা.লেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া রামচন্দ্রের স্তব

করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া লক্ষ্মীরূপা সীতার সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই রামায়ণ যিনি পাঠ কিম্বা শ্রবণ করেন, তাঁহার অন্তে মুক্তিলাভ হয়।

ওঁ তৎসৎ।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্তোঽয়ং।